NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

২ হাওড়ায় সিএএ ক্যাম্প ঘিরে তৃণমূল, বিজেপি সংঘাত

এয়ারপোর্টের কাছে সরকারি বাসে আগুন, হাড়োয়ায় খালে পড়ল বাস ২

কলকাতা ৮ নভেম্বর ২০২৫ ২১ কার্তিক ১৪৩২ শনিবার উনবিংশ বর্ষ ১৪৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 08.11.2025, Vol.19, Issue No. 147, 8 Pages, Price 3.00

মানবপাচার মামলায় কলকাতায় সক্রিয় ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন: মানব পাচার সংক্রান্ত মামলার তদন্তে কলকাতায় সক্রিয় ইডি। শুক্রবার শহরে সাতসকালে দু-দুটি জায়গায় ফের ইডি হানা দেয়। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দল সকাল ৬টা নাগাদ পৌঁছয় সল্টলেকে হোটেল ব্যবসায়ী জগজিৎ সিংয়ের বাড়িতে। সূত্রের খবর, জগজিৎ সিংয়ের ব্যবসার টাকা কোন কোন খাতে গিয়েছে সেই বিষয়ের তদন্ত করতেই বাড়িতেই পৌঁছয় ইডির দল।

অন্যদিকে, দমদম শ্রাচি গার্ডেনে গৌতম সরকার নামে এক সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতেও পৌঁছন ইডি আধিকারিকরা। বিভিন্ন পুরসভায় কাজ করেন তিনি। সূত্রের খবর, মানব পাচারের মামলায় ২০১৫ সালে এই সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের নামে এফআইআর হয়েছিল। সেই তদন্তেই শুক্রবার ইডি আধিকারিকরা পৌঁছয় এই সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের বাড়িতে। সেখানে গৌতম সরকারকে এদিন জিজ্ঞাসাবাদও করেন গোয়েন্দা আধিকারিকরা।

সূত্রের খবর শুক্রবার জগজিৎ সিং এর সল্টলেক বিএআচ-১৮৪ সিং ভিলা, দমদমের শ্রাচি গার্ডেনের গৌতম সরকারের অ্যাপার্টমেন্ট ছাড়াও সল্টলেকের এফই ব্লকের আজমল সিদ্দিকীর বাড়িতেও হানা দেয় ইডির টিম। মূলত এই তিনজনই নারী পাচারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে ইডি সূত্রে খবর। জানা যাচ্ছে, জগজিৎ সিংয়ের কলকাতা শহরে অনেক জায়গায় রেস্তোরাঁ এবং পানশালা রয়েছে। মূলত সেখানেই এই ট্রাফিকিং কারবার চলতো বলে খবর।

প্রসঙ্গত, পানশালার মালিক ব্যবসায়ী জগজিৎ সিংয়ের বিরুদ্ধে নারী পাচারের সঙ্গে তাঁর যুক্ত থাকার অভিযোগ ওঠে বেশ কয়েক বছর আগে। ২০১৫ সালে তিনি গ্রেপ্তারও হন বিধাননগর পুলিশের হাতে। পুলিশ জানায়, সেই সময়ে বেশ কয়েক মাস তাঁকে জেলে থাকতে হয়। সেই সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে কালো টাকা সাদা করতে বিদেশে পাঠানোর অভিযোগও উঠেছিল। এর পাশাপাশি তদন্তকারীদের নজরে ছিল জগজিতের পানশালার ব্যবসায় লগ্নিও। এই মামলায় পরে তিনি জামিনে ছাড়া পান। ওই ঘটনার তদন্ত ভার যায় ইডির হাতেও। হোটেল ব্যবসার আড়ালে মানব পাচারের ছক কষা হয়েছিল, সন্দেহ তদন্তকারীদের। আর সেই জন্য প্রচুর টাকার বেআইনি লেনদেন হয়, প্রাথমিক তদন্তে এই তথ্য উঠে এসেছিল বলে সূত্রের খবর।

এরপর ২০১৮ সালে এই মামলায় তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিল ইডি। ফের একবার মামলার তদন্তে সক্রিয় হয় কেন্দ্রীয় এই তদন্তকারী সংস্থা। সূত্রের খবর, নাগেরবাজারের ইঞ্জিনিয়ার গৌতম সরকার এবং সল্টলেকের ওই ব্যবসায়ী দীর্ঘদিন তদন্তকারীদের নজরে ছিলেন। ওই ইঞ্জিনিয়ারের গোটা ঘটনায় কী ভূমিকা রয়েছে, তাও খতিয়ে দেখতে চান তদন্তকারীরা।

নী-মোতেই আস্থা বিহারের, রেকর্ড ভোটে দাবি মোদীর

পাটনা, ৭ নভেম্বর: দ্বিতীয় দফার বিধানসভা ভোটের প্রচারে সে রাজ্যে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অবসরপ্রাপ্ত সেনানীদের সহায়তায় তাঁর 'সাফল্যের' কথা তুলে ধরলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর হাতিয়ার, 'এক পদ এক পেনশন' প্রকল্প। সাড়ে তিন বছর আগে তাঁর সরকারের 'অগ্নিপথ' প্রকল্প ঘিরে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল বিহার। ভারতীয় সেনায় চুক্তিভিত্তিক অগ্নিবীর নিয়োগ ঘিরে হিংসাত্মক বিক্ষোভ ছড়িয়েছিল জেলায় জেলায়।

উল্লেখ্য, নির্বাচন কমিশনের হিসাব বলছে, বৃহস্পতিবার প্রথম দফায় বিহারে ১২১টি আসনে প্রায় ৬৫ শতাংশ ভোট পড়েছে। সে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের নিরিখে যা সর্বকালীন রেকর্ড। মোদীর দাবি, ভোটদানের এই বিপুল হার তাঁর এবং নীতীশের প্রতি বিহারবাসীর আস্থার বহিঃপ্রকাশ। যদিও ওই সভাতেও এনডিএ-র 'পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী' হিসেবে সরাসরি নীতীশের নাম বলেননি তিনি।

নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে এনডিএ আবার পাটনায় ক্ষমতায় ফিরবে বলে দাবি করে আত্মবিশ্বাসী মোদীর দাবি, আরজেডি জমানায় 'জঙ্গলরাজ' আর 'কাট্টা রাজ' আর ফিরবে না বিহারে। তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বে অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ, ৩৭০ ধারা বাতিল এবং অপারেশন সিন্দুরের উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, 'আমি যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তা করি।'

২০১৫ সালে স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লার বক্তৃতায় সেনাবাহিনীর 'এক পদ এক পেনশন' প্রকল্প কার্যকর করার কথা ঘোষণা করেছিলেন মোদী। শুক্রবার ঔরঙ্গাবাদের সমাবেশে তাঁর মন্তব্য, 'অবসরপ্রাপ্ত প্রতিরক্ষা কর্মীদের অ্যাকাউন্টে আমরা এ পর্যন্ত ১ লক্ষ কোটি টাকা স্থানান্তরিত করেছি।'

ঔরঙ্গাবাদের ওই সভায় সুকৌশলে বিরোধী জোট মহাগঠবন্ধনের অন্দরের মতবিরোধের প্রসঙ্গও তুলেছেন মোদী। প্রায় এক ডজন আসনে বিরোধী দলগুলির 'বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই'য়ের প্রসঙ্গ তুলেছেন তিনি। সেই সঙ্গে লালুপ্রসাদ-তেজস্বী যাদবদের খোঁচা দিয়ে তাঁর মন্তব্য, 'কংগ্রেসকে এমন সব আসন আরজেডি ছেড়েছে, যেখানে গত ৩৫-৪০ বছরে ওরা জেতেনি।' বিরোধী জোট ইন্ডিয়ার নেতৃত্বের 'মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে' তেজস্বী যাদবকে 'মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী' ঘোষণা করতে আরজেডি বাধ্য করেছে বলেও অভিযোগ করেন প্রধানমন্ত্রী।

বঙ্কিম-কটাক্ষে বিদ্ধ কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর: জাতীয় গান বন্দে মাতরমের সার্ধশতবর্ষেও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার তিনি মন্তব্য করেন, কংগ্রেস জমানায় বন্দে মাতরমের গুরুত্বপূর্ণ কিছু স্তবক বাদ দেওয়া হয়েছিল। তিনি জানান, ১৯৩৭ সালে দেশভাগের বীজ বপন করেছিল ওই কাজ। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, 'এমন বিভাজনমূলক মানসিকতা এখনও দেশের জন্য চ্যালেঞ্জ।'

শুক্রবার বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর পূর্তিতে একগুচ্ছ পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেন মোদী। তিনি জানান, বন্দে মাতরমের সার্ধ শতবর্ষকে স্মরণ করে সারা বছর নানা অনুষ্ঠান উদ্যাপিত হবে। এ দিন বন্দেমাতরমের স্মারক স্ট্যাম্প এবং কয়েন প্রকাশ করেছেন। দেশবাসীর উদ্দেশে মোদীর বার্তা, বন্দে মাতরমের প্রতিটি শব্দ ভারতকে বিশ্বাস যোগায়। এই গান জানান দেয়, কোনও কিছুই অসাধ্য নয়। ইন্দিরা গান্ধী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে সঙ্গীতশিল্পীদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বন্দে মাতরম গানও করেন মোদী। তাঁর কথায়, 'বন্দে মাতরম স্রেফ গান নয়, এটা মন্ত্র। এ গানের আবেগ ভারতমাতাকে ঘিরে। এই গান ভারতের মধ্যে বিশ্বাস জোগায়, আমাদের লক্ষ্য যতই কঠিন হোক না কেন, তা ভারতবাসীর পক্ষে অসাধ্য কিছু নয়। এক সুরে যখন গোটা দেশ এই গান গেয়ে ওঠে, তখন ভারতের একতার ছবি ফুটে ওঠে। একের পর এক প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করেছে বন্দে মাতরম।' অন্যদিকে, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বিজেপি এবং আরএসএসকে কটাক্ষ করে বলেছেন, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ওদের কোনও ভূমিকা নেই। স্বাধীনতার ৫২ বছর ওরা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেনি।

একশো দিনের কাজ অবিলম্বে শুরুর নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে অবিলম্বে ১০০ দিনের কাজ শুরু করার নির্দেশ দিল ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চ। আগামী ৪ সপ্তাহের মধ্যে কেন্দ্রের হলফনামা তলব করেছে আদালত। পাশাপাশি শ্রমিকদের বকেয়া টাকা দেওয়া নিয়ে কেন্দ্রের হলফনামাও তলব করা হল হাইকোর্টের তরফ থেকে। প্রসঙ্গত, রাজ্যের বকেয়া প্রায় ৪৬০০ কোটি টাকা এখনই প্রাপ্য। সেই বকেয়া টাকা নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে এই হলফনামায়, এমনটাই নির্দেশ দিল হাইকোর্ট। আদালত সূত্রে খবর, ৬ সপ্তাহ পর ফের মামলার শুনানি। কাজ শুরু করতে কোনও আইনি বাধা নেই বলেই শুক্রবার স্পষ্ট জানায় ডিভিশন বেঞ্চ। আর সেই কারণেই ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, 'যতদ্রুত সম্ভব কাজ শুরু হোক।'

বাংলায় প্রায় গত তিন বছর ধরে বন্ধ 'মহাত্মা গান্ধি রুরাল এমপ্লয়মেন্ট প্রকল্প' অর্থাত এই ১০০ দিনের কাজ। রাজ্যের অভিযোগ ছিল, কেন্দ্র এই প্রকল্পে টাকা দিচ্ছে না। হাইকোর্ট হয়ে বিষয়টির জল গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে। গত ২৭ অক্টোবর কলকাতা হাইকোর্টের ১০০ দিনের কাজ সংক্রান্ত রায় বহাল রেখেছিল সুপ্রিম কোর্ট। মনরেগা প্রকল্পে ১০০ দিনের কাজ বাংলায় শুরু করতে হবে দ্রুত, হাইকোর্টের সেই রায় বহাল রেখেছিল সর্বোচ্চ আদালত।

এদিকে গত তিন বছর ধরে এই প্রকল্প বন্ধ থাকায় কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের বকেয়া ৪ হাজার ৫৬৮ কোটি টাকা, এই দাবি করা হয় রাজ্যের তরফ থেকে। সেই অর্থ মিটিয়ে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রকে নির্দেশ দেওয়ার আবেদন জানিয়ে নতুন করে হাইকোর্টের আবেদন করে রাজ্য। শুক্রবার ১০০ দিনের কাজ সংক্রান্ত মামলাটি ওঠে হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি স্মিতা দাস দে-র ডিভিশন বেঞ্চে। সেই মামলার প্রেক্ষিতেই এ দিন ডিভিশন বেঞ্চের এমন নির্দেশ।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, অতীতেও রাজ্যে দ্রুত ১০০ দিনের কাজ শুরু করার নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। ১ অগস্ট থেকে ১০০ দিনের কাজ রাজ্যে চালু করতে হবে, গত জুন মাসে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ। কিন্তু হাইকোর্টের সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল কেন্দ্র। সর্বোচ্চ আদালতে মামলাটি ওঠে বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি সন্দীপ মেহতার ডিভিশন বেঞ্চে। এই বেঞ্চ কেন্দ্রের আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল। ফলে কলকাতা হাইকোর্টের দেওয়া সমস্ত নির্দেশ বহাল ছিল। তারপরেই নতুন করে কাজ শুরুর নির্দেশ কার্যকর করে মামলা হয়।

পরিস্থিতি পরিদর্শনে ফের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের উত্তরবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বন্যা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর উত্তরবঙ্গে পরিস্থিতি এখন অনেকটাই স্বাভাবিক হলেও মানুষের জীবনে তার প্রভাব এখনও গভীর। সেই পরিস্থিতি স্বচক্ষে পর্যালোচনা করতেই আগামী সপ্তাহে ফের উত্তরবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী সোমবার বাগডোগরা হয়ে উত্তরবঙ্গে পৌঁছবেন মুখ্যমন্ত্রী। সফরের প্রথম দিনেই শিলিগুড়িতে প্রশাসনিক বৈঠকে বসবেন তিনি। ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলাশাসককে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ রাখতে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে।

রাজ্য সরকার বন্যা-পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলায় যে পদক্ষেপগুলি নিয়েছে, সেই কর্মসূচির অগ্রগতি নিয়েও এই বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। শিলিগুড়ির বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী, বিভিন্ন জেলার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকরা।

মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'উত্তরবঙ্গের মানুষ আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় তাঁরা যে সাহস দেখিয়েছেন, তা প্রশংসনীয়। আমি তাঁদের পাশে আছি, থাকবও। রাজ্য সরকার তাঁদের পুনর্বাসনের জন্য সবরকম সাহায্য করবে।'

গত মাসের প্রবল বর্ষণ ও ধসের কারণে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার বহু এলাকা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বহু পরিবার গৃহহীন হয়েছে, ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বিপুল পরিমাণে। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে প্রাথমিক আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। এবার মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি এলাকাগুলি পরিদর্শন করে পরবর্তী পুনর্বাসন পরিকল্পনা নির্ধারণ করবেন।

সফরের সময় মুখ্যমন্ত্রী প্রতিটি জেলার প্রশাসনের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করবেন বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্ট, ত্রাণ বিতরণের তথ্য এবং পুনর্গঠনের অগ্রগতি বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

নবান্ন সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী এই সফরে উত্তরবঙ্গের পরিকাঠামো, সড়ক যোগাযোগ ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিয়েও পর্যালোচনা করবেন। বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকায় যেসব রাস্তা ও সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেগুলি দ্রুত মেরামতির নির্দেশ দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও, মুখ্যমন্ত্রী স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের সমস্যার কথা শুনবেন।

রাজনৈতিক মহলের মতে, মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। উত্তরবঙ্গ বরাবরই তৃণমূল সরকারের বিশেষ নজরে। মুখ্যমন্ত্রী একাধিকবার বলেছেন, উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন তাঁর অগ্রাধিকারের তালিকায় শীর্ষে। তাই বন্যা-পরবর্তী সময়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এই সফর নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করছে, রাজ্য সরকার মানুষের পাশে আছে, এবং থাকবে।

স্ট্যালিনের আবেদন এসআইআর

নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর: এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল তামিলনাড়ুর শাসকদল ডিএমকে। শুক্রবার শীর্ষ আদালত সেই আবেদন গ্রহণ করে জানিয়েছে ১১ নভেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

এসআইআর নিয়ে প্রথম থেকেই কমিশনের বিরোধিতা করেন স্ট্যালিন। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচনের কয়েক মাস আগে ভোটার তালিকা থেকে 'প্রকৃত ভোটারদের' নাম বাদ দেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করছে কমিশন। বিজেপি-কে সুবিধা পাইয়ে দিতে বিহারে এমনই করা হয়েছিল বলে অভিযোগ ডিএমকে প্রধানের। তাঁর দাবি, বিহারে যা করেছে, তা এ বার অন্য রাজ্যগুলিতে করার চেষ্টা করছে কমিশন। ডিএমকের আইনজীবী বিবেক সিং শুক্রবার প্রধান বিচারপতি বিআর গবই এবং বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের বেঞ্চে আবেদনের জরুরি শুনানির আবেদন করছিলেন। সেই আবেদনে সাড়া দিয়েই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কেরল-সহ ১২টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে গত মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে এসআইআর সংক্রান্ত প্রক্রিয়া। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের দলের আশঙ্কা, এই প্রক্রিয়ার ফলে লক্ষ লক্ষ প্রকৃত ভোটার তাঁদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন।

এসএসসির ফলপ্রকাশ একাদশ-দ্বাদশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রকাশিত হল এসএসসির একাদশ-দ্বাদশ শিক্ষক নিয়োগের ফলাফল। পরীক্ষার আড়াই মাসের মধ্যে শুক্রবার সন্ধ্যায় ফলপ্রকাশ করল স্কুল সার্ভিস কমিশন। তবে কথা ছিল রাত আটটায় ফল প্রকাশিত হবে। কিন্তু শুক্রবার সন্ধ্যা সাতটার কিছু পরেই স্কুল সার্ভিস কমিশনের তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়, ফল প্রকাশিত হয়েছে। রেজাল্ট দেখার সংশ্লিষ্ট সাইট ক্র্যাশ করে। রেজাল্ট দেখতে সমস্যায় পড়েন চাকরিপ্রার্থীরা। তবে কমিশনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ওয়েস্টবেঙ্গল এসএসসি ডট কম এই ওয়েবসাইটে রেজাল্ট দেখা যাবে। একাদশ-দ্বাদশে ১২ হাজার ৫১৪ শূন্যপদে নিয়োগ করা হবে। কে কত নম্বর পেয়েছেন, এখন এই ওয়েবসাইটে গেলে তাঁরা সেটা দেখতে পাবেন।

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

জুলাইয়ে মৃত্যুর দায় অবশেষে স্বীকার হাসিনার

ঢাকা, ৭ নভেম্বর: বাংলাদেশে জুলাই বিদ্রোহের জেরে নিরাপত্তাবাহিনীর গুলিতে মৃত্যু হয়েছিল বহু মানুষের। অবশেষে সেই মৃত্যুর দায় নিলেন দেশত্যাগী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২০২৪ সালের ৪ অগস্ট বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে আসেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মুজিব কন্যার বিদায়ের পর উপদেষ্টা সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেন মহম্মদ ইউনূস। দীর্ঘ ১৫ মাস পর প্রথমবার কোনও সংবাদমাধ্যমকে সাক্ষাৎকার দিলেন হাসিনা। সম্প্রতি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম 'দ্য হিন্দু'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অতীতের সেই ভয়ংকর সময় স্মরণ করে হাসিনা জানান, বিদ্রোহের সময় নিরাপত্তাবাহিনী অবশ্যই কিছু ভুল করেছিল।

সাক্ষাৎকারে ভয়াবহ সে দিনের কথা স্মরণ করে হাসিনা বলেন, 'সেই সময় কিছু কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। তাৎক্ষণিক পরিস্থিতিতে হিংসা রুখতেই পদক্ষেপ করেছিল নিরাপত্তাবাহিনী। নিরাপত্তাবাহিনীর কিছু সদস্য যেভাবে হিংসার বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব দেখিয়েছিলেন তা অবশ্যই ভুল ছিল। কিন্তু ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্তাদের তরফে নেওয়া সিদ্ধান্ত সৎ উদ্দেশে ও প্রাণহানি কমানোর লক্ষ্যেই নেওয়া।' একইসঙ্গে হাসিনা বলেন, 'যাঁদের মৃত্যু হয়েছে তাঁদের জন্য আমি শোকাহত। দেশের নেত্রী হিসেবে সেই মৃত্যুর দায় আমি নিচ্ছি। তবে আমি নিরাপত্তাবাহিনীকে গুলি চালানোর নির্দেশ দেইনি।' এছাড়াও ওই আন্দোলনে ১৪০০ জনের মৃত্যুর যে দাবি করা হচ্ছে তা ঠিক নয় বলে জানান হাসিনা।

জুলাই আন্দোলনের পাশাপাশি বাংলাদেশে হতে চলা জাতীয় নির্বাচন নিয়েও এদিন মুখ খুলেছেন হাসিনা। শোনা যাচ্ছে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় নির্বাচন। সে প্রসঙ্গে হাসিনা বলেন, '২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই নির্বাচন হবে কি না তা নিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। নির্বাচন যদি হয়, তাহলেও এটি বৈধ হিসেবে স্বীকৃত হবে না কারণ আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।' যদিও হাসিনা তাঁর সমর্থকদের সহিংস বিদ্রোহের পথে না হেঁটে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার কথা বলেছেন।

বিশ্বজয়ী মেয়ে ঘরে! উৎসবে মাতোয়ারা শিলিগুড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে ঘরে ফিরলেন বিশ্বজয়ী বঙ্গকন্যা রিচা ঘোষ। শুক্রবার সকালে শিলিগুড়ির বাগডোগরা বিমানবন্দরে তিনি নামতেই দেখা গেল এক অন্য দৃশ্য। আবেগ, উচ্ছ্বাস আর গর্বের বিস্ফোরণ। হুডখোলা ফুলে সাজানো জিপে বিমানবন্দর থেকে সুভাষপল্লির বাড়ির পথে যখন যাত্রা করেন বিশ্বজয়ী ভারতীয় উইকেটরক্ষক-ব্যাটার, তখন রাস্তায় উপচে পড়েছে মানুষের ভিড়। হাততালি আর ফুলের বৃষ্টি। সব মিলিয়ে যেন এক উৎসবের পরিবেশ। নিজের শহরে এমন অভ্যর্থনা পেয়ে আপ্লুত রিচা বললেন, 'নিজের শহরে এভাবে ফিরতে পারব, ভাবিনি। এই ভালোবাসাই আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।'

রিচার প্রত্যাবর্তনকে ঘিরে শিলিগুড়ি যেন নতুন সাজে সেজে উঠেছিল। বিকেলে বাঘাযতীন পার্কে স্থানীয় প্রশাসন ও ক্রীড়া সংস্থার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হয় নাগরিক সংবর্ধনা। সেখানে শহরের বিভিন্ন ক্লাব, স্কুল ও মহিলা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা রিচাকে শুভেচ্ছা জানান। বাঘাযতীন পার্ক পর্যন্ত রিচার জন্য রেড কার্পেট পাতা হয় এবং তাঁকে 'গার্ড অফ অনার' দেওয়া হয়। শিলিগুড়ি পুরসভা থেকেও তাঁকে বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়ে রিচার কৃতিত্বকে সম্মান জানান এবং রাজ্য সরকারের তরফে তাঁকে পুলিশের চাকরির প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে।

মেয়ের আগমনে এদিন রিচার সুভাষপল্লির বাড়ি আলো, ফুল আর আনন্দে ভরে ওঠে। প্রতিবেশীরাও ভীষণ উচ্ছ্বসিত- তাঁদের পাড়ার মেয়েই যে আজ দেশের গর্ব! নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকলেও উচ্ছ্বাসে ভাটা পড়েনি। রিচার মা স্বপ্না ঘোষ মেয়ের ফেভারিট খাবার ফ্রায়েড রাইস, পনির ও মিক্সড ভেজ রান্না করে রেখেছিলেন।

এই আবেগঘন প্রত্যাবর্তনের পেছনে রয়েছে এক ঐতিহাসিক অর্জন। ৫২ বছরের অপেক্ষা মিটিয়ে প্রথমবার বিশ্বকাপ জিতেছে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। আর সেই জয়ের অন্যতম নায়িকা রিচা ঘোষ। গোটা টুর্নামেন্টে তিনি ২৩৫ রান করেছেন, যার মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৯৪ রান ছিল তাঁর সেরা ইনিংস। ফাইনালে ২৪ বলে ৩৪ রানের দ্রুত ইনিংসও ভারতের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। মোট ১২টি ছক্কা হাঁকিয়ে রিচা প্রমাণ করেছেন, তিনি ভারতের নির্ভরযোগ্য ফিনিশার। শিলিগুড়ির এই ২২ বছর বয়সি তরুণী আজ কেবল একটি শহরের নয়, গোটা দেশের গর্বের প্রতীক।

হাওড়ায় সিএএ ক্যাম্প ঘিরে তৃণমূল-বিজেপি সংঘাত

মন্ত্রীর মন্তব্যে 'আইনি অজ্ঞতা'র অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়া সদর দপ্তরে বিজেপির নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন বা সিএএ সহায়ক ক্যাম্পকে ঘিরে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে। বুধবার সকাল থেকে জেলা সভাপতি গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে শুরু হয় এই বিশেষ শিবির, যেখানে সহ সভাপতি সুজয় পালিত জানান, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে ধর্মীয় কারণে ভারতে আশ্রয় নেওয়া হিন্দু, শিখ, জৈন, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ও পারসি, যাঁদের নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নেই, তাঁদের আবেদনপত্র পূরণে সাহায্য করাই মূল লক্ষ্য। আপাতত ২০টি ক্যাম্প চলছে, প্রয়োজনে আরও হবে। এই ঘোষণার পরেই কড়া সুরে প্রতিক্রিয়া দেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায়। তাঁর কটাক্ষ, বিজেপির কোনও অধিকার নেই এই ধরনের ক্যাম্প করার। কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারই নাগরিকত্ব সংক্রান্ত কাজ করতে পারে। গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল;বিজেপি নিজেদের সরকার ভেবে বসেছে।

তবে প্রশাসনিক বাস্তবতা ভিন্ন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ইতিমধ্যেই আবেদন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ ডিজিটাল করেছে, যেখানে নাগরিকরা নিজেরাই বা অনুমোদিত সংস্থার মাধ্যমে আবেদন করতে পারেন। ফলে রাজনৈতিক দলের সহায়তা আইনত অপরাধ নয়। আইন বিশেষজ্ঞদের একাংশও একে নাগরিক সচেতনতায় ইতিবাচক পদক্ষেপ বলছেন।

সুজয় পালিত পাল্টা অভিযোগে বলেন, মন্ত্রী জানেন না, বিজেপি নাগরিকত্ব দিচ্ছে না, কেবল আবেদন করতে সাহায্য করছে। সিএএ আইনে কোথাও রাজনৈতিক দলের সহায়তা নিষিদ্ধ নয়। তাই তাঁর বক্তব্য সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর। বিশ্লেষকদের মতে, মন্ত্রীর মন্তব্য প্রশাসনিক অজ্ঞতার পরিচায়ক। সংবিধান অনুযায়ী নাগরিকত্ব প্রদান কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত, রাজ্য সরকার তা রুখতে পারে না।

শুক্রবার ডোমজুড়ের জগদীশপুরে আরও একটি সিএএ ক্যাম্পে বাংলাদেশি হিন্দু শরণার্থী ইন্দ্রজিৎ মালদার আবেদন করেন। রাজনৈতিক মহলের মত; এই উদ্যোগ আইনিভাবে বৈধ হলেও তা রাজ্যে তৃণমূলের অস্বস্তি স্পষ্ট করে দিচ্ছে।

রাস্তার গুণগত মান নিয়ে কোনও রকম আপোস নয়!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পথশ্রী প্রকল্পের অধীনে গ্রামীণ রাস্তাগুলির মান বজায় রাখতে জেলা প্রশাসনকে কড়া নির্দেশ দিলেন মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ। শুক্রবার নবান্নে সকাল ১১টা থেকে রাজ্যের সব জেলাশাসকদের নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠকে একাধিক প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন তিনি। বৈঠকে মুখ্য সচিব স্পষ্ট জানান, রাস্তার গুণগত মান নিয়ে কোনও রকম আপোষ করা যাবে না।

বৈঠকে জল-জীবন-মিশন, বাংলার বাড়ি এবং পথশ্রী প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। নবান্ন সূত্রে খবর, ডিসেম্বর থেকেই বাংলার বাড়ি প্রকল্পের অধীনে আরও ১৬ লক্ষ উপভোক্তাকে টাকা দেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই পথশ্রী প্রকল্পে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করেছে নবান্ন।

মুখ্য সচিব জানান, প্রত্যেক জেলা প্রশাসনকে নিয়মিতভাবে রাস্তার মান পর্যবেক্ষণ করতে হবে। শুধু জেলা নয়, রাজ্য স্তর থেকেও বিশেষ টিম পাঠানো হবে রাস্তার গুণগত মান যাচাই করতে। পাশাপাশি, প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করতে সমস্ত টেন্ডার প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। নবান্ন সূত্রে জানানো হয়েছে, মুখ্য সচিবের এই নির্দেশের উদ্দেশ্য একটাই; গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়নের এই বড় প্রকল্পে যেন কোনও অনিয়ম বা নিম্নমানের কাজ না হয়।

উল্লেখ্য, পথশ্রী কর্মসূচির অধীনে রাজ্যের গ্রামে গ্রামে আরও ৯ হাজার কিলোমিটারের বেশি নতুন রাস্তা তৈরি করা হবে, যা রাজ্যের গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে।

এয়ারপোর্টের কাছে সরকারি বাসে আগুন, হাড়োয়ায় খালে পড়ল বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, দমদম: ফের সরকারি বাসে আগুন। বিমানবন্দরের এক নম্বর গেটের ক্রসিংয়ের কাছে আগুন লাগল বাসে। রাস্তার মাঝেই জ্বলতে থাকে বাসটি। ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। কী কারণে আগুন লেগেছে তা জানা যায়নি। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিমানবন্দর ট্রাফিক গার্ড ও দমকলের একটি ইঞ্জিন। স্থানীয় সূত্রে খবর, শুক্রবার, ঘড়িতে তখন ১১৫৫ মিনিট। সেই সময়ে কলকাতার দিকে যাওয়ার সময়ে চলন্ত এই সরকারি বাসে আগুন লেগে যায়। সেই সময়ে বাসে একাধিক যাত্রী ছিলেন। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় দমকলের একটি ইঞ্জিন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন তাঁরা। প্রাথমিক অনুমান শট সার্কিট থেকে আগুন লেগে থাকতে পারে। শুক্রবার সকালে অপর একটি বাস হাড়োয়া ব্রিজের গার্ডওয়ালে ধাক্কা মেরে উলটে যায় খালে। প্রায় ৪০ জন যাত্রী আহত হয়েছেন বলে খবর। বাসটি হাড়োয়া থেকে করুণাময়ী আসছিল। প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে, অপর একটি বাসের পাশ দিয়ে ওভারটেক করার সময় নিয়ন্ত্রণ হারায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটি। এই ঘটনাতেও কেউ হতাহত হয়নি। সেই রাশ কাটতে না বিমানবন্দর এলাকায় বাস দুর্ঘটনা।

আগামী ২-৩ দিনের মধ্যে পারদ নামবে মহানগরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আরও কমবে রাজ্যের তাপমাত্রা, এমনটাই বলছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। আগামী দুই থেকে তিনদিনের মধ্যে এই তাপমাত্রা কমবে প্রায় ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, গোটা দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই আগামী এক সপ্তাহে আবহাওয়া মোটের উপর শুষ্কই থাকবে। তবে উত্তরের কিছু কিছু জেলায় এদিন বৃষ্টি হতে পারে। বেশি ভিজতে পারে দার্জিলিংয়ের মতো জেলা। তবে মোটের উপর আগামী সাতদিন উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া শুষ্কই থাকবে। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে সকালের দিকে কুয়াশার সম্ভাবনা অনেকটাই বেশি থাকবে। আগামী তিন থেকে চারদিনের মধ্যে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে রাতের দিকে তিন থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত পারাপতন দেখা যেতে পারে। জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, মালদার মতো সব জেলাতেই পারাপতন হবে। তবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে যে কুয়াশা একদমই দেখা যাবে না তা নয়। গত কয়েকদিনের একটানা পারাপতনের মধ্যেই পশ্চিমের জেলাগুলির পাশাপাশি কলকাতা ও আশপাশের জেলাগুলিতেও কমবেশি কুয়াশার দেখা মিলেছে। তবে বেলার বাড়তেই উধাও হয়েছে এই কুয়াশার পাতলা চাদর।

অন্যদিকে, কলকাতাতেও আগামী তিনদিন তাপমাত্রা অনেকটাই কমে যাবে বলে জানা যাচ্ছে। আকাশও পুরোপুরি পরিষ্কার থাকবে। আপাতত বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস নেই। চারদিনের মধ্যে শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে যেতে পারে। তিন থেকে চারদিনের মধ্যে একই ছবি দেখা যেতে পারে পশ্চিমের দিকের জেলাগুলিতেও। সেখানেও তিন থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াসের পারাপতন দেখা যেতে পারে। আপাতত পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার মতো পশ্চিমের জেলাগুলিতেও বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস নেই। বৃষ্টির পূর্বাবাস থাকছে না উপকূলবর্তী জেলাগুলিতেও। কলকাতায় শুক্রবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ৩.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। বৃহস্পতিবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ০.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৬৩ থেকে ৯১ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় শহরের তাপমাত্রা থাকবে ২৫ ডিগ্রি থেকে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে।

গার্ডেনরিচে দক্ষিণ-পূর্ব রেল সদর দপ্তরে 'বন্দে মাতরম্'-এর ১৫০ বছর উদ্‌যাপন উপলক্ষে সমবেত সংগীত পরিবেশন।

রবিবার সারাদিন বন্ধ বিদ্যাসাগর সেতু

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: রবিবার সকাল ৪টা থেকে রাত ৯টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত বন্ধ থাকছে বিদ্যাসাগর সেতুতে যান চলাচল। সেতুর স্টে ও হোল্ডিং ডাউন কেবল এবং বেয়ারিং মেরামতির জন্য এই সময়সীমায় সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। হাওড়া রিভার ব্রিজ কমিশনের তত্ত্বাবধানে কাজ চলবে, জানিয়েছে হাওড়া পুলিশ কমিশনারেট।

পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী, আইপিএস মোটর যান আইন ১৯৮৮-র ১১২(২), ১১৫, ১১৬ ও ১১৭ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্দেশ জারি করেছেন। নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে নিবড়া, সলপ মোড়, চ্যাটার্জীপাড়া, শানপুর মোড়, কাজীপাড়া, বেলগাছিয়া, হ্যাংসাং ক্রসিং, সালকিয়া, বেতাইতলা, আলমপুর মোড় ও কোনা এক্সপ্রেসওয়ে-সহ একাধিক রাস্তায়।

পণ্যবাহী কোনও যানবাহন সেতুমুখী রাস্তায় ঢুকতে পারবে না। কলকাতাগামী সাধারণ যানবাহন যেতে পারবে হাওড়া ব্রিজ (রবীন্দ্র সেতু), নিবেদিতা সেতু অথবা বিবেকানন্দ সেতু হয়ে। কোলাঘাট ও ডানকুনি দিকের গাড়ির জন্য বিকল্প রুট ঠিক করে দিয়েছে ট্রাফিক বিভাগ।

ট্রাফিক পুলিশের নির্দিষ্ট ডাইভারশন পয়েন্টগুলির মধ্যে রয়েছে বেতাইতলা, শরশিবতলা, মন্দিরতলা, কাজীপাড়া, বেলেপোল, চ্যাটার্জীপাড়া ও হ্যাংসাং ক্রসিং। প্রয়োজনে পরিস্থিতি অনুযায়ী রাস্তায় আরও পরিবর্তন আনা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বন্দেমাতরমের দেড়শো বছর উদ্‌যাপনে কলকাতা মেট্রো

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শুক্রবার, ৭ নভেম্বর ২০২৫-এ কলকাতা মেট্রো রেলওয়ে 'বন্দে মাতরম' গানটির ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে গণ গানে অংশ নেয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ভিডিও সংযোগের মাধ্যমে যুক্ত হন কলকাতা মেট্রোর জেনারেল ম্যানেজার শুভ্রাংশু এস মিশ্র সহ সকল আধিকারিক ও কর্মচারী। গানের রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয় এই উপলক্ষে। মেট্রোর সব ইউনিট; স্টেশন, আরপিএফ, অফিস, হাসপাতাল ও কারশেড থেকেও কর্মীরা একইসঙ্গে অংশ নেন গণ গানে।

সাময়িক বন্ধের নোটিস ভাটপাড়া রিলায়েন্স জুটমিলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সাময়িক বন্ধের নোটিস ঝুলল ভাটপাড়া রিলায়েন্স জুটমিলে। প্রসঙ্গত, শ্রমিক-মালিক কাজিয়ার জেরে বৃহস্পতিবার উৎপাদন স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল ভাটপাড়া রিলায়েন্স জুটমিলে। অভিযোগ, ওইদিন রাতে শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই মিলের গেটে টেম্পোরারি সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিস ঝুলিয়ে দেয় মিল কর্তৃপক্ষ। জানা গিয়েছে, উৎপাদন নিয়ে বৃহস্পতিবার বেলায় মিলের উইভিং বিভাগের শ্রমিক গণেশ সাউয়ের সঙ্গে মিল কর্তৃপক্ষের এক অফিসারের বচসা থেকে হাতাহাতি হয়। তখনই নাকি ওই অফিসার গণেশ সাউকে মারধর করেছে। এরপর উৎপাদন বন্ধ রেখে উক্ত অফিসারের শাস্তির দাবিতে ভাটপাড়ায় থানায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন শ্রমিকরা। যদিও মিল কর্তৃপক্ষের তরফে পাল্টা মারধরের অভিযোগ তোলা হয়েছে। সাময়িক বন্ধের নোটিসে মিল কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করেছে, বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টা থেকে উইভিং বিভাগে জোর করে কাজ বন্ধ করে দিয়েছে শ্রমিকদের একাংশ। গন্ডগোল পাকানোর জন্য মিল শ্রমিক অজয় সাউ, সাজিদ হোসেন, মহম্মদ সিরাজ ও ইসতেখার হোসেনকে দায়ী করা হয়েছে। এঁরা নাকি শ্রমিকদের বিপথে চালনা করছে। নোটিসে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, ওইদিন বেলা দু'টোর সময় যখন জেনারেল ম্যানেজার (পি অ্যান্ড এ) বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখে ছিলেন, তখন তাঁকে নির্মমভাবে প্রহার করা হয়েছে। জুট টেক্সটাইল ওয়াকার্স ইউনিয়নের যুগ্ম-সম্পাদক রাজেন কুমার সাউ বলেন, শ্রমিকদের ওপর কাজের চাপ বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। তা নিয়ে উইভিং বিভাগে ঝামেলা হয়েছিল।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৩/১১/২০২৫, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ২৯৬১ নং এফিডেভিট বলে আমি Hashi Rani Das (old name) W/o. Bhagabat Chandra Das, R/o. Mearber Pirtala, Silbagan, Chinsurah, Hooghly-712101, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Hasirani Das (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Hashi Rani Das & Hasirani Das W/o. Bhagabat Chandra Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Arun Kumar Das.

নাম-পদবী

গত ২৯/১০/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১৪২৯২ নং এফিডেভিট বলে আমি Debasis Mukherjee (old name) S/o. Rabindra Nath Mukherjee, R/o. 38, Hemchandra Lane, Bhadrakali, Uttarpara, Hooghly-712232, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Debasish Mukherjee (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Debasis Mukherjee & Debasish Mukherjee S/o. Rabindra Nath Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Debottam Mukherjee.

নাম-পদবী

গত ০৪/১১/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৮২৭ নং এফিডেভিট বলে আমি ঘোষণা করিয়াছি যে, ০৮.০৩.২০১৯ তারিখে বিবাহের পর আমি Nabanita Ghosh নাম পরিবর্তন করিয়া Nabanita Nath নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Nabanita Nath & Nabanita Ghosh W/o. Suman Kumar Nath & D/o. Pradip Kumar Ghosh সাং ১৩, ষষ্ঠীতলা লেন, ভদ্রকালী, উত্তরপাড়া, হুগলী-৭১২২৩২, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/১১/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৯২৭ নং এফিডেভিট বলে Binod Dubey S/o. Hridaynarayan Dubey ও Binod Dube S/o. H N Dube সাং কোলা, মগরা, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, **Sunil Chandra Malik** S/O Late Tarak Malik residing at H.N. 158, Green Park, Block A, Lake Town, VTC Bangur Avenue S.O., Kolkata-700055, West Bengal, hereby declare that in my Voter ID card my name wrongly recorded as **Sunil Malik** in place of my actual name **Sunil Chandra Malik. Sunil Malik** and **Sunil Chandra Malik** is the same and one identical person through an affidavit 1st class Executive Magistrate Howrah, dt. On 29.08.2025.

নাম-পদবী

গত ১৭/০৬/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৪৭১১ নং এফিডেভিট বলে Sk Ansar Ali S/o. Lt. Sk Abdul Gani ও Ansar Ali Sekh S/o. Abdul Gani Sekh ও Sk Abdul Solim S/o. Sk Abdul Gani সাং ঘটমপুর, পোড়াবাজার, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫ সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি, PAYEL KARMAKAR স্বামী Sudip Kumar Ghosh ঠিকানা-ফ্ল্যাট নং বি১০, রামকৃষ্ণ আবাসন, ১/এইচ/১০, দ্বিতীয় তল, পুবালী রবীন্দ্রনাথ সেতু, বাগুইআটি, অশ্বিনীনগর, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০১৫৯, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে RUHAAN GHOSH আমার নাবালক পুত্র এবং তার জন্ম তারিখ ২৩.০৫.২০২৩, আমার নাবালক পুত্র RUHAAN GHOSH এবার থেকে সর্বত্র RUHAAN GHOSH KARMAKAR নামে পরিচিত হবে। গত ১৫.০৫.২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোলকাতা কোর্টের এফিডেভিট নং ৬৮১৬ দ্বারা RUHAAN GHOSH এবং RUHAAN GHOSH KARMAKAR বর্তমানে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে গন্য হইল।

IKBAL INSTITUTE OF PHARMACY
BATIKAMARI, DOMKAL, MEIRSHIDABAD
e-mail: ikbalip2023@gmail.com

RECRUITMENT NOTICE

A WALK IN INTERVIEW WILL BE HELD ON 10-11-25 AT THE COLLEGE PREMISES. FOR THE POST OF -

1. PRINCIPAL

QUALIFICATION:- AS PER PCI NORMS. INTERESTED CANDIDATES ARE DIRECTED TO ATTEND WITH ALL DOCUMENTS.

Mr. Motin Khan, Secretary
IKBAL INSTITUTE OF PHARMACY
BATIKAMARI, MURSHIDABAD

বিজ্ঞপ্তি

শ্রী নিরাপদ ঘোষ, পিতা- মৃত ভগবান চন্দ্র ঘোষ ও শ্রীমতী করুনাময়ী ঘোষ ওরফে করুনাবালা ঘোষ স্বামী- শ্রী নিরাপদ ঘোষ উভয়ের সাং- পাটুলী, পোঃ- বাদকুল্লা, থানা- তাহেরপুর, জেলা- নদীয়া গত ইংরাজী ২৪-০৯-২০১৯ তারিখে কৃষ্ণনগর ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-350/19 নং আমমোক্তার দলিল মূলে শ্রী রাজীব ভৌমিক পিতা- মৃত তপন ভৌমিক, সাং- পঞ্চগ্রাম, (মিলপাড়া) পোঃ- বাদকুল্লা, থানা- তাহেরপুর, জেলা- নদীয়া মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে উক্ত রাজীব ভৌমিক নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে B.L. & L.R.O. Hanskhali অফিসে আপত্তি দাখিল করিতে পারেন। -**তপশীল**- জেলা- নদীয়া, থানা- তাহেরপুর, মৌজা- পাটুলী, জে.এল.- ৪৩, এল.আর. খতিয়ান- ২৭৬ ও ৮৯, আর.এস. ও এল.আর. ৩৫৩ নং দাগে আউশ জমি, মোট ৪০.৭৫ শতক জমি আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। **শম্ভু অধিকারী, উকিলবাবু, রানাঘাট কোর্ট।**

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সেখ সবুর হোসেন, পিতা- মৃত লোকমান হোসেন, ইংরাজী- ১৩/০২/২৩ সালের A.D.S.R. Bankura রেজিষ্ট্রি আফিসে 10200494 দলিল মূলে মৌজা বারবাকড়া জে.এল নং ১১০, এল.আর. মাপের ১১৪৮ নং খতিয়ানে সাবেক ও হাল ১০৩ নং দাগে কানালী ০.০০৫ একর, সাবেক ও হাল ২০১ নং দাগে কানালী ০.০২৫ একর, সাবেক ও হাল ২০৫ নং দাগে কানালী ০.০০৫ একর, সাবেক ও হাল ২১০ নং দাগে কানালী ০.০০০১ একর, সাবেক ও হাল ২১৮ নং দাগে কানালী ০.০০৫ একর, সাবেক ও হাল ২১৯ নং দাগে কানালী ০.০১ একর, সাবেক ও হাল ২২২ নং দাগে শোল ০.০১৫ একর, সাবেক ও হাল ২২৪ নং দাগে শোল ০.০৩ একর, সাবেক ও হাল ২৪৯ নং দাগে শোল ০.০১৫ একর, সাবেক ও হাল ২৫১ নং দাগে শোল ০.০০৫ একর, সাবেক ও হাল ২৫৭ নং দাগে শোল ০.০১ একর, সাবেক ও হাল ২৫৮ নং দাগে শোল ০.০০৫ একর, সাবেক ও হাল ২৬২ নং দাগে শোল ০.০১৫ একর, সাবেক ও হাল ২২৭/১১৩৮ নং দাগে শোল ০.০১৫ একর, সর্বমোট ০.১৬০১ একর বা ১৬.০১ শতক ফাঁকা জমি সেখ আলি হোসেন মহাশয়ের নিকট ক্রয় করিয়া মিউটেশানের জন্য আবেদন করেন। উক্ত জমি সেখ আলী হোসেন মহাশয় বিগত ইং ৩০/১০/২০১৪ সালের উক্ত অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৩৪১/২০১৪ নং পাওয়ার দলিল মূলে আমমোক্তার সামেদা বিবি মহাশয়কে বিক্রয় ক্ষমতা অর্পন করেন। উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহলে ছাতনা BL & LRO অফিসে ১৫ দিনের মধ্যে আপত্তিসহ যোগাযোগ করিবেন। Submitted by Madhu Sudan Chatterjee, Advocate, Judge Court Bankura

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

In the Court of District Delegate, Ghatal, District- Pashcim Medinipur
J.Mise Case No- 28 of 2025
Sri Sanjoy Kumar Chandra & Ors
............Petitioners
- VS -
Smt. Shephali Das Benya
.........Opp. Party.

এতদ্বারা সর্বব সাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো যায় যে, **শ্রী সঞ্জয় কুমার চন্দ্র, শ্রী মনোজিত চন্দ্র ও শ্রী অনুপ চন্দ্র** সর্বব পিতা- ঁনিরঞ্জন চন্দ্র, সাকিন ও পোঃ- খুকুড়দহ, থানা- দাসপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর দরখাস্তকারীগন তাহাদের অবিবাহিতা দিদি **রূপালী চন্দ্র** পিতা- ঁনিরঞ্জন চন্দ্র দাসপুর ব্লকের অধিনে সোনাখালি রুরাল হাসপাতাল, দাসপুর-২ ব্লক, পোঃ- সোনাখালি, থানা- দাসপুর, এর একজন স্বাস্থ্য কর্মী হিসাবে কর্ম্মরত অবস্থায় পরলোকগমন করায় তাহার ওয়ারীশগনরূপে পঃবঃ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর হইতে তাহাদের দিদির প্রাপ্য নিম্ন তপশীল বর্ণিত Debts & Securities সংগ্রহের জন্য উপরোক্ত আদালতে উপরোক্ত নং কেশ দায়ের করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি বা বক্তব্য থাকিলে তিনি উক্ত আদালতের আগামী ধার্য্য ইং ২৬.১১.২০২৫ তারিখে বেলা ১০.৩০ মিঃ আদালতে স্বয়ং কিম্বা কোন ভারপ্রাপ্ত উকিলের মাধ্যমে উপস্থিত হইয়া বক্তব্য পেশ করিতে পারেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য করা হইবে।

তপশীল
1) Amount of Death Gratuity & Leave Salary: Rs. 12,00,000.00 & Rs. 5,00,000.00
2) Amount of GI: Rs. 81,000.00
3) Amount of GPF : Rs. 11,72,000.00 (approx), Interest if any

অনুমত্যানুসারে
শিব প্রসাদ অধিকারী (সেরেস্তাদার)
Civil Judge (Jr. Divn.) Court, Ghatal

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

In the 6th Court of Addl. District Judge, Midnapore
Ref:- Mat Suit No. 696/2025
Ajit Manna, S/O-Nabakumar Manna At Belda Kali Mandir, P.O+P.S-Belda, Dist- Paschim Medinipur
.... **Petitioner**
= VS =
Uma Manna, W/O- Ajit Manna, D/O -Late Srihari Das, Vill-Gram Belda, P.O+P.S-Belda, Dist- Paschim Medinipur .... **Respondent**

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, অত্র মোকর্দ্দমার দরখাস্তকারী **অজিত মান্না**, তাহার স্ত্রী **উমা মান্না** এর বিরুদ্ধে u/s 13 of Hindu Marriage Act এর ধারামতে dissolution of marriage by a decree of divorce এর প্রার্থনায় অত্র মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন।

অত্র মোকর্দ্দমায় কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ০৩/০১/২৬ তারিখ মাননীয় হুজুর আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে। উক্ত বিষয়টি respondent সহ সকলের অবগতির জন্য জানানো হইল।

অনুমত্যানুসারে
Biswanath Das
Bench Clerk
A.D.J. 6th Court
Paschim Medinipur, 27/10/2025

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী মাধুরীবালা চন্দ্র** স্বামী শ্রী বেচারাম চন্দ্র মহাশয়ার পক্ষে ভারপ্রাপ্ত আমমোক্তার **শ্রী বেচারাম চন্দ্র** পিতা ৺রাধানাথ চন্দ্র এবং **২)শ্রীমতী মালতী হালদার** পিতা ৺মনীন্দ্র নাথ হালদার মহাশয়ার পক্ষে ভারপ্রাপ্ত আমমোক্তার **শ্রী চন্দ্র কুমার হালদার** পিতা ৺জীতেন্দ্র নাথ হালদার, উভয়ের সাকিম নাকিড়াপাড়া, পোড়াবাজার, ধনিয়াখালী, হুগলী মহাশয়াদ্বয় বিগত ইং ১৯৯৫ সালে এ.ডি.এস.আর., ধনিয়াখালী, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২৭ ও ২৮ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে, একুনে দুইটি পৃথক পৃথক আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ১) **শ্রী বেচারাম চন্দ্র** পিতা ৺রাধানাথ চন্দ্র এবং ২)**শ্রী চন্দ্র কুমার হালদার** পিতা ৺জীতেন্দ্র নাথ হালদার মহাশয়দ্বয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত দুইটি আমমোক্তারনামা বলে বিগত ইং ২৮/০৯/১৯৯৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., ধনিয়াখালী, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-03332/1995 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে নাবালক **অমিত চন্দ্র হালদার** পক্ষে স্বাভাবিক গার্জেন পিতা **শ্রী কেশব চন্দ্র হালদার**, পিতা ৺সুজয় চন্দ্র হালদার, সাকিম নাকিড়াপাড়া, পোড়াবাজার, ধনিয়াখলি, হুগলী মহাশয়কে ০৪ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা ধনিয়াখালী, মৌজা নাকিড়াপাড়া, ২০৯ নং জে.এল ভুক্ত, পুরাতন ২৪৩ নং তথা হাল এল.আর. ১৬০ নং ও ১৫৯ নং কৃষি খতিয়ানে, পুরাতন ১৫০ নং তথা হাল এল.আর. ১৩৫ নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় ০৪ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমি নাবালক **অমিত চন্দ্র হালদার** পিতা **শ্রী কেশব চন্দ্র হালদার** বর্তমানে সাবালক হইয়াছি, আমার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য **বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও ধনিয়াখালী ব্লক অফিসে** আবেদন করিয়াছি।ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **অমিত চন্দ্র হালদার** (ক্রেতা)

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, মোঃ ৯৯৩৩৫০৩৩৩৩

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৮ ই নভেম্বর । ২১ শে কার্তিক, শনিবার । তৃতীয়া তিথি । জন্মে বৃষ রাশি, অষ্টোত্তরী রবি র দশা বিংশোত্তোরী মঙ্গল র মহাদশা । মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অশুভ শনি। তবুও দিনটি শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা আগামীকাল লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকব, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতেবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : অশুভ শনি।খুব সতর্কতার সঙ্গে আজ সম্পর্ক তৈরী করুন। কোনো ছলনাময়ী নারী বা পুরুষের দ্বারা সামাজিক সম্মান হানি। ঋণ বিষয় তর্ক, বিতর্ক থেকে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। সন্ধ্যার পর অপরিচিতের ফোন না ধরা শুভ। স্বল্প পরিচিতর হঠাৎ নিমন্ত্রনে অপরিচিত জায়গায় না যাওয়া শুভ। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। আলোচনা চলাকালীন হঠাৎ মেজাজ হারালে বিশেষ ক্ষতি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : শুভ সময়। তবে বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : ব্যাবসার দিকে লাভ প্রাপ্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। বৈবাহিক জীবনে তৃতীয় ব্যাক্তির প্রবেশে সাংসারিক শান্তি নষ্টের ইঙ্গিত। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বুদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। আগামীকাল একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : অশুভ বুধ । প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে লাভ প্রপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : সহযোগিতা চেয়েছিলেন তার সহযোগিতা পাওয়া যাবে। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর

মকর রাশি : পীড়া ও শরীর ব্যাধি। মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে অশুভ সংবাদ প্রপ্তি হবে। পরিবারে প্রবীণ নাগরিকদের নিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার সম্বাভনা। দাম্পত্য সুখে বিবাদ। পরিবারে নৈরাশ্যবাদ হতাশা বৃদ্ধি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : আর্থিক সহযোগিতা বাধা নাই। সচেতন থাকা শুভ। তর্ক বিতর্কে গেলে ক্ষতির সম্ভাবনা।বিশেষত দুপুর বেলা রাহু কাল চলাকালীন সতর্ক থাকা শুভ। যে কাজ এখনো হয়নি প্রকাশে তা নিয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়। সবাইকে আপন ভাবলে বিপদ বৃদ্ধি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। ছলনাময় মানুষকে চিনতে শিখুন। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : অশুভ শনি। প্রতিবাদে না গেলে ক্ষতি কি? পরিশ্রমের ফল পাওয়া যাবে। ট্যাক্স সম্পর্কিত কাগজপত্র দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। দু একদিনের মধ্যে নতুন ব্যবসা শুরু না করা ভালো। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। তবে গৌর বর্ণের শত্রু কে চিনে নিন। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ।

(শুভ কর্ম বিবাহ)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৮ নভেম্বর ২০২৫, ২১ কার্তিক ১৪৩১ শনিবার

‘বন্দে মাতরম জাতির প্রেরণার মন্ত্র’

বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বৃহস্পতিবার বলেন, বন্দে মাতরম কেবল একটি শব্দবন্ধ নয়, এটি এক অমোঘ মন্ত্র। এই মন্ত্র হাজার হাজার বিপ্লবীকে জাতীয়তাবাদের প্রেরণা দিয়েছিল, তাঁরা দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর বক্তব্যে ছিল গভীর শ্রদ্ধা ও আবেগ;আজও সীমান্তে অতন্দ্র প্রহরায় থাকা সেনারা এই মন্ত্রেই অনুপ্রাণিত হন। এটি দেশমাতৃকার বন্দনার মন্ত্র। ১৫০ বছর পূর্তিতে তিনি স্মরণ করেন এই মন্ত্রের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে। বলেন, এই দিনে আমরা বিনম্র চিত্তে শ্রদ্ধা জানাই সেই ঋষিকে, যিনি জাতিকে আত্মবোধের শিক্ষা দিয়েছিলেন। ‘বন্দে মাতরম’ কেবল ইতিহাস নয়, এটি ভারতের আত্মার প্রতিধ্বনি।

অভিষেককে কটাক্ষ সুকান্তর

নিজের জন্মদিনে ‘সকলের সুস্বাস্থ্য, আমাদের অঙ্গীকার’ এই মন্ত্র নিয়েই ফের শুরু হচ্ছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগ সেবাশ্রয়-২। গত বছর মানবিক দায়িত্ববোধ ও সহমর্মিতার চেতনায় চালু হয়েছিল এই প্রকল্প, যার লক্ষ্য ছিল ডায়মন্ড হারবার-সহ সমগ্র বাংলার মানুষের কাছে বিনামূল্যে চিকিৎসা পৌঁছে দেওয়া। অভিষেকের বক্তব্যে, সেবাশ্রয় কেবল চিকিৎসা শিবির নয়, এটি মানুষের বিশ্বাস ও ভরসার প্রতীক হয়ে উঠেছে। আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, সেবাশ্রয় আবার ফিরবে, সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হল। ঘোষণা অনুযায়ী, আগামী ১ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ২২ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত চলবে ধারাবাহিক শিবির, প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। এরপর ২৪ থেকে ৩০ জানুয়ারি আয়োজিত হবে ‘মেগা ক্যাম্প’। অভিষেক জানান, সহানুভূতি, যত্ন ও মানবসেবার মূলনীতিতে ভিত্তি করে সেবাশ্রয় আরও শক্তিশালীভাবে ফিরছে, যেন প্রতিটি প্রয়োজনমতো মানুষ পায় স্বাস্থ্যসেবার অধিকার।

হাসপাতালে মদ্যপ যুবক

রাজ্যের সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালে নিরাপত্তায় জোর দিতে উদ্যোগ নিয়েছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর মধ্যেই কলকাতা শহরের এসএসকেএম হাসপাতালে মেইন ব্লকের মহিলা ওয়ার্ডে ধরা পড়েন এক মদ্যপ যুবক। এই ঘটনা সামনে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়ায়। জানা গিয়েছে, বিষয়টি ওই ওয়ার্ডে থাকা নার্সের নজরে আসতেই পুলিশের আউটপোস্টে খবর দেওয়া হয়। এরপরেই আটক করা হয় বছর ৩৫-এর ওই যুবককে। এরপরেই ভবানীপুর থানার পুলিশ ওই যুবককে গ্রেপ্তার করে। জানা গিয়েছে, হাসপাতালের কর্মী পরিচয় দিয়ে ওয়ার্ডে ঢোকে ওই যুবক। তাঁর কাছ থেকে কলকাতা পুরসভার একটি পরিচয় পত্র পাওয়া গিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথকে অপমান?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে বিজেপি সাংসদ বিশ্বেশ্বর হেগড়ে কাগেরির মন্তব্য ঘিরে উত্তাল হয়ে উঠেছে রাজ্য রাজনীতি। বিজেপি সাংসদ দাবি করেছিলেন, জনগণ গানটি নাকি ব্রিটিশদের স্বাগত জানানোর জন্য রচিত হয়েছিল। এই বক্তব্যকে ঘিরে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস অভিযোগ করেছে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এমন এক আলোকিত আত্মা, যিনি জাতির চেতনা নতুন করে গড়ে তুলেছিলেন। তিনি সত্য, ঐক্য ও ধর্মীয় সম্প্রীতির মন্ত্র দিয়েছিলেন। আর এই কারণেই বিজেপি গুরুভাবকে ঘৃণা করে, কারণ তাঁর সর্বজনীন আদর্শ তাদের সংকীর্ণ, বিভাজনমূলক মানসিকতায় বন্দি হতে পারে না।

প্রকাশিত হল এসএসসির একাদশ-দ্বাদশ শিক্ষক নিয়োগের ফলাফল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রকাশিত হল এসএসসির একাদশ-দ্বাদশ শিক্ষক নিয়োগের ফলাফল। পরীক্ষার আড়াই মাসের মধ্যে শুক্রবার সন্ধ্যায় ফলপ্রকাশ করল স্কুল সার্ভিস কমিশন। তবে কথা ছিল রাত আটটায় ফল প্রকাশিত হবে। কিন্তু শুক্রবার সন্ধ্যা সাতটার কিছু পরেই স্কুল সার্ভিস কমিশনের তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়, ফল প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু রেজাল্ট দেখার সংশ্লিষ্ট সাইট ক্র্যাশ করে। রেজাল্ট দেখতে সমস্যায় পড়েন চাকরিপ্রার্থীরা।

একাদশ-দ্বাদশে ১২ হাজার ৫১৪ শূন্যপদে নিয়োগ করা হবে। আবেদন করেছিলেন ২,৪৬, ৫৪৩ জন। তার মধ্যে ৩ হাজার ১২০ জন বিশেষ ভাবে সক্ষম । ৯৩ শতাংশ পরীক্ষায় বসেছিলেন। কে কত নম্বর পেয়েছেন, এখন এই ওয়েবসাইটে গেলে তাঁরা সেটা দেখতে পাবেন। এরপর শিক্ষকদের যোগ্যতার ভিত্তিতে যে নম্বর ধার্য করা হয়েছে, তা যোগ করে ইন্টারভিউয়ের তালিকা তৈরি করা হবে। তার আগে হবে নথি যাচাই। সূত্রের খবর, নবম দশমের ফলও খুবই দ্রুত প্রকাশিত হবে।

লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর মেধাতালিকার ভিত্তিতে ইন্টারভিউয়ে ডাকা হবে

চাকরিপ্রার্থীদের। একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগ সম্পন্ন হলে নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের ফল প্রকাশ করবে এসএসসি। এসএসসির এক আধিকারিক জানান, একাদশ-দ্বাদশের ৩৬টি বিষয়ের উত্তরপত্র আপলোড করা হবে ওয়েবসাইটে। এসএসসির প্রধান কার্যালয়ে উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীদের ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন হবে। ইন্টারভিউ নেওয়া হবে এসএসসির আঞ্চলিক অফিসগুলিতে। ইন্টারভিউ পর্ব শেষ হওয়ার পর সুপারিশপত্র পাঠানো হবে মধ্যশিক্ষা পর্ষদে। এই সুপারিশপত্র পাঠানো পর্বে নবম ও দশমের শিক্ষক নিয়োগের ফল প্রকাশ করা হতে পারে।

দু'টি স্তর মিলিয়ে শূন্যপদ ৩৫ হাজার ৭২৬টি। তার মধ্যে একাদশ ও দ্বাদশের ১২ হাজার ৫১৪টি শূন্যপদ রয়েছে। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে আবেদন করেছিলেন দু'লক্ষ ৪৬ হাজার ৫৪৩ জন। ১০০টি শূন্যপদের জন্য ডাক পাবেন ১৬০ জন চাকরিপ্রার্থী। এর ফলে ৩৫ হাজার ৭২৬ টি শূন্যপদের জন্য ডাক পাবেন ৬০ হাজার চাকরিপ্রার্থী। এখন দেখার চাকরিহারা চাকরিপ্রার্থীদের কতজন এই চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন।

উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ২০১৬ সালের এসএসসির প্যানেলভুক্ত ২৫,৭৫২ জন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল হয়। নতুন শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা নিতে হবে এবং সেই পরীক্ষায় একমাত্র যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকারাই বসতে পারবেন বলে দেশের শীর্ষ আদালত জানিয়েছিল। আদালতের নির্দেশ মেনে চলতি বছরের ৭ সেপ্টেম্বর নবম-দশম এবং ১৪ সেপ্টেম্বর একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের নির্বিঘ্নে পরীক্ষা নেয় এসএসসি। সেই পরীক্ষার একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের ফল প্রকাশিত হল।

চলচিত্রে ঋত্বিক ঘটকের ১০০ বছর উদ্‌যাপন প্রদর্শনীতে অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায়। কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।

রাজভবন থেকে অনুমতি না আসায় মানিকের বিরুদ্ধে চার্জগঠন হল না!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত মানিক ভট্টাচার্য। এই দুর্নীতির তদন্তে নেমে গ্রেপ্তারও করা হয়েছিল তাঁকে। পরে অবশ্য জামিন পান। এবার পলাশিপাড়ার সেই তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধে চার্জশিট গ্রহণ করল বিশেষ সিবিআই আদালত। তবে তাঁর বিরুদ্ধে চার্জগঠন থমকে রয়েছে। কেন তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধে চার্জগঠন থমকে রয়েছে, শুক্রবার আদালতে তা জানায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। আদালত সূত্রে খবর, এদিন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সচিব রত্না চক্রবর্তীর বিরুদ্ধেও চার্জশিট গ্রহণ করে আদালত। তাঁর বিরুদ্ধেও চার্জগঠন করা যায়নি। প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ মামলায় আর এক অভিযুক্ত বিভাস অধিকারী বর্তমানে কোথায় রয়েছেন, তাও এদিন জানতে চায় আদালত।

বিশেষ সিবিআই আদালত

মানিক ভট্টাচার্য ও রত্না চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে চার্জশিট গ্রহণ করলেও থমকে বিচার প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানায়, কোনও বিধায়ক কিংবা সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে চার্জগঠনের জন্য রাজ্যপালের অনুমতি প্রয়োজন। এখনও সেই অনুমতি না পাওয়ায় মানিক ভট্টাচার্য ও রত্না চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে চার্জগঠন হচ্ছে না। এদিন আদালতে সিবিআই জানায়, চার্জশিট জমা দেওয়ার আগের দিন রাজ্যপালের অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। এখনও রাজভবন থেকে অনুমতি আসেনি। বিচারক সিবিআইয়ের এই বক্তব্য শুনে জানান, তাহলে আমরাও অপেক্ষা করি।

তৃণমূল বিধায়ক মানিক প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি। তিনি সভাপতি থাকাকালীন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সচিব ছিলেন রত্না। সিবিআইয়ের দাবি, মানিকের হয়ে চাকরিপ্রার্থীকে কাছ থেকে টাকা তুলতেন বীরভূমের নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের প্রাক্তন সভাপতি বিভাস অধিকারী। সিবিআইয়ের চার্জশিটে বিভাসেরও নাম রয়েছে। সিবিআই আদালতে জানায়, নয়ডায় ভুয়ো থানা খোলার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বিভাস অধিকারীকে। তিনি এখন জেল হেপাজতে রয়েছেন। এই কথা শুনে বিচারক বলেন, আপনারা খোঁজ খবর নিন। সমন পাঠাতে হবে।

বাংলা বাঁচাও না ভোট বাঁচাও? লাল পার্টির জেন-জি প্রেমে হইচই রাজনীতিতে

রাজীব মুখোপাধ্যায়

বিপন্ন ভোটব্যাংকে অক্সিজেন জোগাতে এবার জেন-জি'র দরজায় কড়া নাড়ছে সিপিএম। নাম দিয়েছে ‘বাংলা বাঁচাও যাত্রা’। শুনলে মনে হয় রাজনৈতিক আহ্বান, কিন্তু বাস্তবে আয়োজনটা যেন সাংস্কৃতিক উৎসব! পোস্টারে বিপ্লব নয়, জায়গা পাচ্ছে গান, নাচ, কবিতা, নাটক; আর শোনা যাচ্ছে, একটু বলিউডি গ্ল্যামারের ছোঁয়াও নাকি থাকবে! রাজনৈতিক মহলের রসিকতা;আলিমুদ্দিনে লাল পতাকার জায়গা নিচ্ছে রঙিন নিয়ন লাইট।

রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম জানিয়েছেন, ২৯ নভেম্বর তুফানগঞ্জ থেকে শুরু হয়ে ১৭ ডিসেম্বর কামারহাটিতে শেষ হবে এই ২০ দিনের যাত্রা। স্লোগান; ভোটাধিকার বাঁচাও, গণতন্ত্র বাঁচাও, নদী-বাঁধ বাঁচাও, সুন্দরবন বাঁচাও। তবে সমালোচকদের কটাক্ষ, সব বাঁচানোর আগে নিজেদের সংগঠনটাই বাঁচাও!

এই যাত্রায় থাকবে বাইক মিছিল, গাড়ি শোভাযাত্রা, আর নানা রঙিন অনুষ্ঠান। সূত্রের দাবি, তরুণ প্রজন্মকে আকর্ষণ করাই আসল লক্ষ্য। কেউ কেউ ঠাট্টা করে বলছেন, এটা ‘বাংলা বাঁচাও’ নয়, বরং ‘ইমেজ বাঁচাও’ অভিযান! সব মিলিয়ে প্রশ্ন একটাই; এই রঙিন যাত্রা কি সত্যিই বাংলার মাটি বাঁচাবে, নাকি লাল পার্টির হারানো জনভরসা ফেরানোর শেষ মরিয়া প্রয়াস?

শুল্ক অফিসারকে মারধরের ঘটনায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তায় ক্ষুব্ধ আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোনারপুরে শুল্ক অফিসারকে মারধরের অভিযোগ অটো চালকের বিরুদ্ধে। বাড়িতে ঢুকে বেধড়ক মারধর শুল্ক অফিসার ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের। সেই ঘটনায় ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার হয়েছেন চারজন। এদিকে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে মামলা যায় কলকাতা হাইকোর্টে। সিট গঠনেরও আর্জি জানান তিনি। সেই মামলারই শুনানি ছিল শুক্রবার। শুল্ক অফিসারকে মারধরের ঘটনায় অসন্তুষ্ট বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। তাঁর দাবি, ওই শুল্ক আধিকারিকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার সময় কোনো আইনই মানেনি পুলিশ। শুক্রবার বিচারপতি সরকারি আইনজীবীকে প্রশ্ন করেন, অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এফআইআর দায়ের করা হয়নি কেন। সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন অনুযায়ী প্রাথমিক অনুসন্ধান করেছিলেন কি না তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। পাশাপাশি ৩৫ (৩) ধারা অনুযায়ী শুল্ক আধিকারিককে নোটিস পাঠানো হয়েছিল কিনা, সে প্রশ্নও করেন বিচারপতি। তবে একটি প্রশ্নেরও জবাব দিতে পারেননি সরকারি আইনজীবী, এমনটাই সূত্রে খবর।

গত মাসে গাড়িতে ধাক্কা লাগা নিয়ে সোনারপুরের ওই শুল্ক আধিকারিকের সঙ্গে অটোচালকদের বচসা বাঁধে। উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের পর তা সাময়িকভাবে মিটে যায়। আবাসনে চলে যান আধিকারিক। অভিযোগ, তার কিছুক্ষণ পর ৫০-৬০ জন দুষ্কৃতী শুল্ক আধিকারিকের আবাসনের বাইরে জড়ো হয়। দরজা ভেঙে আবাসনের ভিতরে ঢোকে তাঁরা। কার্যত তাণ্ডব চালায়। অভিযোগ, ওই শুল্ক আধিকারিককে বেধড়ক মারধর করা হয়। মাথা ফেটে যায় তাঁর। আধিকারিকের স্ত্রীকেও হেনস্তা করা হয় বলেই অভিযোগ। গুরুতর জখম অবস্থায় শুল্ক দপ্তরের আধিকারিককে কল্যাণী এইমসে হাসপাতালে ভর্তিও করা হয়।

এই ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে দ্রুত শুরু হয়। ঘটনার পরদিনই অটোচালক আজাদ আলি মণ্ডল, সুরজ আলি মণ্ডল এবং অলোক মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরপর আরও আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে আদালতে জামিন পেয়ে যান তাঁরা। এফআইআরে নাম না থাকায় তাঁরা বিচারকের কাছে জামিনের আবেদন জানান। সেই কারণেই জামিন মঞ্জুর হয়ে যায়। এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। পুলিশের বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করেন বিচারপতি ঘোষ। শুক্রবার হাইকোর্টে সওয়াল জবাব শোনার পর বিচারপতি ঘোষের নির্দেশ, আগামী ২০ নভেম্বর পর্যন্ত ওই শুল্ক আধিকারিকের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআরের ভিত্তিতে কোনও কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ।

হিসাব-বহির্ভূত সম্পত্তি, গ্রেপ্তার কলকাতা পুরসভার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কোটি কোটি টাকা হিসাব বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগে কলকাতা পুরসভার এক অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকে গ্রেপ্তার করল রাজ্য পুলিশের দুর্নীতি দমন শাখা। ধৃত অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের নাম পার্থ চোঙদার। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, শোভন চট্টোপাধ্যায়ের হাত থেকে ২০১৯ সালে পুরনিগমের বোর্ড ফিরহাদ হাকিমের হাতে আসে। ২০২০ সালে অ্যাসফল্টাম বিভাগ নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দেয় কেএমসি। তদন্তে পার্থর বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা দুর্নীতি এবং সম্পত্তি করার অভিযোগ ওঠে। এরপরই তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়। শুরু হয় বিভাগীয় তদন্ত। ভিজিলেন্সের নির্দেশ দেওয়া হয়। সাসপেনশন কাটিয়ে কলকাতা পুরনিগমে পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন বিভাগে যোগদান করেন পার্থ। কিন্তু বিভাগীয় তদন্ত চলতেই থাকে। তদন্তের রিপোর্ট মাসখানেক আগে দুর্নীতি দমন শাখার হাতে পৌঁছয় কলকাতা পুরসভার তরফে। এরপরই বৃহস্পতিবার কলকাতা পুরনিগমের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পদমর্যাদার এই আধিকারিককে গ্রেপ্তার করা হয়।

ধৃত পার্থর আয় এবং সম্পত্তির হিসাবে বিস্তর গরমিল। জানা গিয়েছে, ২০১৭ থেকে ২০২১ সালে তাঁর আয়ের তুলনায় সম্পত্তি পাঁচ কোটি টাকারও বেশি পাওয়া গিয়েছে। জানা গিয়েছে, চার বছরে

পার্থ বেতন পেয়েছেন ৫৬ লক্ষ টাকা। অথচ নামে বেনামে তিনি ৬ কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক। একাধিক ফিক্সড ডিপোজিট রয়েছে তাঁর। নিউটাউনের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে ২৮ লক্ষ টাকা ফিক্সড ডিপোজিট রয়েছে। বেসরকারি ব্যাংকে কোথাও ১০ লক্ষ, কোথাও ২০ লক্ষ, আবার কোথাও ২৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছেন পার্থ। পার্থর ব্যাংকের লকারে ৭৩৪.৮৫ গ্রাম সোনা রয়েছে। জীবনবিমাও রয়েছে পার্থর। একাধিকবার বিদেশযাত্রাও করেছেন তিনি। ২০১৭ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে বেশ কয়েকবার বিদেশে গিয়েছেন পার্থ।

এদিকে সূত্রে খবর, পার্থর শ্বশুর-শাশুড়ি মালদার বাসিন্দা। তাঁদের নামে, ঠিকানা ও নথি দিয়ে কলকাতায় পাঁচ থেকে ছ'টি অ্যাকাউন্ট খুলে জমা করেছেন ১ কোটি টাকা। বোলপুরে তাঁর ৩৬ লক্ষ টাকার বাংলো রয়েছে। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় ছ'টি ফ্ল্যাটে লগ্নি করেছেন। স্ত্রীর নামে রিয়েল এস্টেট সংস্থা খুলে তাতেও বিনিয়োগ করেছেন কলকাতা পুরসভার এই ইঞ্জিনিয়ার। সরকারি কর্মী হয়েও তিনি সেই সংস্থার অংশীদার বলে আদালতে অভিযোগ করে দুর্নীতি দমন শাখা। দুর্নীতি দমন শাখার আরও অভিযোগ, এই অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার বিনিয়োগ করেছেন সোনাতেও। পাশাপাশি রাজ্য পুলিশের দুর্নীতি দমন শাখা সূত্রে খবর, ফ্রিজ করা হয়েছে অ্যাকাউন্ট। এত বিপুল পরিমাণ অর্থ কোথায় থেকে এল, তা জানতেই হেপাজতে প্রয়োজন বলে এদিন আদালতে সওয়াল করেন দুর্নীতি দমন শাখার আইনজীবী।

এদিকে কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, ১৯৯৭ সালে কলকাতা পুরনিগমের সড়ক এবং মেকানিক্যালের অ্যাসফল্টাম বিভাগে যোগ দিয়েছিলেন পার্থ। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে একই বিভাগে প্রভাব খাটিয়ে রয়ে যান তিনি। বাম ও তৃণমূল নেতাদের হাত তাঁর মাথায় ছিল বলে অভিযোগ। অ্যাসফল্টাম বিভাগে মূলত কোটি কোটি টাকার কাজ হয়। কলকাতা পুরনিগমের অন্দরে ওই বিভাগকে রীতিমতো ‘মৌমাছির মধু’ বলে দাবি করা হয়। এখানে দীর্ঘ বছর ধরে কাজ করার জেরে কোটি কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগ ছিল পার্থ চোঙদারের বিরুদ্ধে। তবে এই ঘটনায় এখন সবার নজর কোনও বড় মাথা সামনে আসে কি না।

বেআইনিভাবে বিপুল টাকা তছরুপ শরাফের, দাবি ইডির

জামিন চাইলেন না আইজীবী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পরিকল্পনা করেই বালি খাদানের সরকারি টাকা তছরুপ করেছেন জিডি মাইনিংয়ের কর্ণধার অরুণ শরাফ বলে অভিযোগ। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার রাতে বালি পাচার কাণ্ডে প্রথম অভিযুক্ত হিসেবে অরুণ শরাফকে গ্রেপ্তার করে ইডি। পরিকল্পনা করেই এ কাজ করেছেন জিডি মাইনিংয়ের কর্ণধার অরুণ শরাফ ও তাঁর সংস্থা। যত ধরনের জালিয়াতি সম্ভব, তার সবটাই করা হয়েছে বলে দাবি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার। তাঁকে দফায় দফায় জেরার পর এমনই বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য এসেছে ইডির হাতে, এমনটাই দাবি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী আধিকারিকদের। সঙ্গে এও জানানো হয়, ওয়েস্টবেঙ্গল স্যান্ড (মাইনিং, ট্রান্সপোর্ট, স্টোরেজ ও সেল) বা ডব্লিউবিএমডিটিসিএল -এর সমস্ত নিয়মাবলিকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বালি খনন এবং তা বিক্রি করে বিপুল মুনাফা লুটেছেন অরুণ শরাফ। এরপর শুক্রবার তাঁকে ইডির বিশেষ আদালতে পেশ করে ১৩ দিনের হেপাজতের আবেদন জানানো হয়।

সূত্রে খবর, জানা গিয়েছে, বালি খনন থেকে বিক্রি, সব কিছুর জন্য প্রয়োজন ডব্লিউবিএমডিটিসিএল-এর সরকারি পোর্টাল থেকে তৈরি হওয়া অভ্যন্তরীণ পারমিট এবং রোড চালান। কিন্তু অরুণ শরাফ ও তাঁর সংস্থা জিডি মাইনিং প্রাইভেট লিমিটেড সরকারি পারমিট ও রোডের ই-চালান ছাড়াই লক্ষ লক্ষ ঘনফুট বালি খনন ও বিক্রি করেছে। সংস্থার হিসেব রক্ষকের বয়ানেও উঠে এসেছে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য। সঙ্গে ইডির তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, হিসেবরক্ষক ইডিকে জানিয়েছেন, অরুণ শরাফের সংস্থা যেখানে বালি খনন করে, সেখানকার কোনও স্টক রেজিস্ট্রার ছিল না, শুধুমাত্র এক্সেল শিটে রেকর্ড রাখা হত।

এই প্রসঙ্গেই ইডির তরফে আদালতে সওয়াল করতে গিয়ে জানানো হয়, বালি খনন ও বিক্রি করার ক্ষেত্রে সরকারি ই-চালান দরকার। কিন্তু এঁরা সেই চালান নেননি, নিজেরা জাল চালান তৈরি করে বিক্রি করেছেন। সরকারকে ফাঁকি দিয়ে সরকারি টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে সম্পূর্ণ পরিকল্পনা করে। রেকর্ড না রেখে বালি বিক্রি করা হয়েছে, যাতে পুরো টাকা আত্মসাৎ করা যায়, এই ছিল লক্ষ্য। দুই অর্থবর্ষ মিলিয়ে মোট ৬০ কোটি টাকার হিসেব স্পষ্ট করতে পারেনি জিডি মাইনিং, অভিযোগ ইডির।

ঠনঠনিয়ায় তালাবদ্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের মূর্তি!

বর্বর মানসিকতার শাসন, কটাক্ষ বিরোধী নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ‘বন্দেমাতরম’-এর দেড়শো বছর পূর্তিতে রাজ্য জুড়ে যখন নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিকে শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে, তখন উত্তর কলকাতার ঠনঠনিয়া এলাকায় ঘটল চাঞ্চল্যকর ঘটনা। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রর মূর্তিতে মাল্যদান ও সম্মান প্রদর্শনের কর্মসূচিতে গিয়ে তালাবন্ধ স্থানে পৌঁছলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। অভিযোগ, ঠনঠনিয়ার যে স্থানে বঙ্কিমচন্দ্রের মূর্তি স্থাপিত, সেই স্থানটিকে পুরসভা কর্তৃপক্ষ রাস্তা খুঁড়ে রাখে এবং প্রবেশদ্বার তালাবন্ধ করে দেয়। কিন্তু নির্ধারিত কর্মসূচি বাতিল না করে শুভেন্দু নিজেই রেলিং-এর বাইরে বঙ্কিমচন্দ্রের ছবিতে মাল্যদান করেন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়ায়।

এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, একটা বর্বর, ভারতবিরোধী মানসিকতা;বাংলা ও বাঙালি সংস্কৃতিকে ধ্বংস করা, প্রণম্য মনীষীদের তৈরি সংস্কৃতিকে নষ্ট করা এই শাসক দল থাকলে এটাই হবে। বাংলার মানুষকে এই ছবিটা দেখাতে চাই।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, যে ভাবে রাস্তা খুঁড়ে তছনছ করেছে, আজকে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রর মূর্তিতে মালা সহ সম্মান প্রদর্শনের কাজ কলকাতা পুরসভার করার কথা, তা না করে উল্টে তালা ঝুলিয়েছে। এই নিন্দা করার ভাষা অভিধানে নেই। বিরোধী দলনেতা আরও বলেন, আমাকে এই কর্মসূচি করতে আটকাতে চেয়েছিল, আটকাতে পারেনি। যারা জিন্না, সোরাবর্দির দেখানো পথে চলে তারা

বন্দেমাতরম-এর ১৫০ বছর পূর্তিতে মিছিল করে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করলেন রাজ্য বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি কাউন্সিলর মীনা দেবী পুরোহিত ও অন্যান্য নেতারা।

বঙ্কিমচন্দ্রকে অপমান করবে, এটা স্বাভাবিক। বক্তব্যের শেষে শুভেন্দু এসআইআর প্রসঙ্গেও মন্তব্য করেন। তাঁর দাবি, এই এসআইআর ‘ডিটেক্ট-ডিলিট’ করবে, যদিও ডিপোর্ট করতে পারবে না। তাই বলছি, রাজ্যে বিজেপিকে আনুন; তিরিশ দিনের মধ্যেই অনুপ্রবেশকারীদের রাজ্য সহ ভারত থেকে তাড়ানো হবে। রাজনৈতিক মহলে শুভেন্দুর এই অবস্থান ও কর্মসূচি ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক। একদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের প্রতীকী কর্মসূচি, অন্যদিকে প্রশাসনের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক অবমাননার অভিযোগ; এই দুইয়ের সংঘাতেই যেন নতুন করে উসকে উঠল রাজ্য রাজনীতি।

সম্পাদকীয়

অনিকেত মাহাতোর পোস্টিং, গাল বাড়িয়ে চড় খেল রাজ্য

আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম মুখ ও ওই কলেজের চিকিৎসক-পড়ুয়া অনিকেত মাহাতোকে বহাল রাখতে হবে আরজি করেই। এ সংক্রান্ত মামলায় রাজ্যের আবেদন পত্রপাঠ খারিজ করে জানিয়ে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিসন বেঞ্চ। ফলে রাজ্য প্রশাসনের মুখে ঝামা ঘষে দিয়ে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ নয়, আরজি করেই থাকছেন অনিকেত। এর আগে এই মামলায় হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চও ওই একই রায় দিয়েছিল। কিন্তু রায় না পসন্দ হওয়ায় ডিভিশন বেঞ্চে যায় রাজ্য। সেখানেও বহাল রইল সিঙ্গল বেঞ্চের রায়। সবমিলিয়ে অনিকেতের পোস্টিং নিয়ে গাল বাড়িয়ে চড় খেল রাজ্য প্রশাসন। সিঙ্গল বেঞ্চের রায় বহাল রাখার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ। অনিকেতকে রায়গঞ্জ হাসপাতালে পোস্টিংয়ের নির্দেশের বিরোধিতা করে মামলা দায়ের হয় হাইকোর্টে। গত ২৪ সেপ্টেম্বর বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু নির্দেশ দেন, অনিকেত মাহাতকে নিয়ম অনুয়ায়ী আরজি কর হাসপাতালেই পোস্টিং দিতে হবে। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চে যায় রাজ্য। ডিভিশন বেঞ্চ পর্যবেক্ষণে জানায়, ৮৭১ জনের মধ্যে ৮৬৯ জনের পোস্টিং এসওপি বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর মেনেই হয়েছে। কিন্তু অনিকেত-সহ দু'জনের ক্ষেত্রে এসওপি মানা হয়নি। আদালতে রাজ্য তার কোনও ব্যাখ্যাও দিতে পারেনি। এসওপি তৈরিই করা হয় যাতে প্রত্যেকে সমানাধিকার পান। তাকে মান্যতা না দিয়ে রাজ্য সংবিধানের ১৪ নম্বরে বর্ণিত সমানাধিকারের ধারা অমান্য করেছে। গত ২৭ মে তার এই পোস্টিং সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। অনিকেতের দাবি, তাঁর র‍্যাঙ্ক ২৪। আরজি করে অ্যানাস্থেশিয়া বিভাগে ৪টি শূন্যপদ আছে। তার মধ্যে ১টি শূন্যপদে মেধাতালিকায় অনিকেতের আগে থাকা একজনকে নিয়োগ করা হয়েছে। ২টি শূন্যপদে ২৬ এবং ৩৪ র‍্যাঙ্ক করা দু'জনকে নিয়োগ করা হয়েছে। অথচ ২৪ নম্বরে থাকা অনিকেত নিয়োগ পাননি। এই অভিযোগে মামলা দায়ের করেন তিনি। শেষ পর্যন্ত আদালত তাঁর যুক্তিতেই মান্যতা দিল।

আজকের দিন

২০১৬: নোট বাতিল
সরকার তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর সমস্ত ৫০০ এবং ১০০০ টাকার নোট বাতিল এবং নতুন ৫০০ এবং ২০০০ টাকার নোট চালু করার ঘোষণা করে। কালো টাকা এবং জাল নোটের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সরকার এই তারিখটিকে এখন প্রায়শই 'কালো টাকা বিরোধী দিবস' হিসেবে অভিহিত করে।

১৯৬৬: দিল্লিতে গোহত্যা বিরোধী দাঙ্গা
গরুহত্যা নিষিদ্ধ না হওয়ার প্রতিবাদে একটি বিশাল জনতা সংসদে হামলা চালায়। দাঙ্গার ফলে সহিংসতা, সম্পত্তির ক্ষতি এবং পুলিশ গুলি চালায়, যার ফলে বেশ কয়েকজন নিহত এবং আহত হয়। এই ঘটনার পর দিল্লিতে কারফিউ জারি করা হয়।

জন্মদিন

আজকের দিন

এলকে আদবানি

১৯২১ *বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সুবিনয় রায়ের জন্মদিন।*
১৯২৭ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এল কে আদবানির জন্মদিন।*
১৯৪৭ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী উষা উত্থুপের জন্মদিন।*

বুদ্ধিজীবীরা এত নীরব কেন অবিরত?

স্বপনকুমার মণ্ডল

বুদ্ধিজীবীদের গালি দেওয়া অত্যন্ত সহজ। কারণ গালিখাওয়া বুদ্ধিজীবী তো গালিদাতাকে ঋণশোধ করতে পারবেন না। গালি দিলে আবার পাল্টা গালি খাওয়ার ভয় আছে। ফলে একতরফা গালমন্দই শ্রেয় বলে মনে হয় তখন। সেদিন লাইব্রেরিতে শুনলাম, চা-এর দোকানে বসে থাকা একজন বেশ নামকরা বুদ্ধিজীবীকে দুটি ছেলে এসে আচ্ছারকম অপমান করে চলে যায়। বিষয়টি লক্ষ করে এক ব্যক্তি সেই বুদ্ধিজীবীর কাছে এসে তাঁর নীরবতার প্রসঙ্গে জানতে চাইলেন। সেই বুদ্ধিজীবী নিরুত্তাপের সঙ্গে উত্তর দিয়ে জানিয়েছেন যে তিনি ছেলে দুটোর কথা গাঁয়ে মাখেননি। এই ঘটনার উল্লেখ করে দুজন বুদ্ধিজীবীর মধ্যে আলোচনা চলছিল। তাতে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বুদ্ধিজীবীকে আশস্ত করে অপর জন জানালেন 'নিশ্চয় সেই বুদ্ধিজীবী বৃদ্ধ'র কোনো দুর্বলতা ছিল। সেজন্যই তিনি চুপ করে ছিলেন।' কথাটায় যুক্তি থাকলেও যুক্তির ফাঁকও আছে। কারণ শুধুমাত্র বুদ্ধিজীবীরাই নয়, যেকোনো মানুষই নিজেদের দুর্বলতা ঢাকার জন্যও মুখর হয়ে উঠে। সেক্ষেত্রে বৃদ্ধের নীরবতাই শুধুমাত্র প্রমাণ করে না যে তাঁর দুর্বলতা ছিল। এমনও হতে পারে যে নীরবতা পালন না করলে তিনি আরও বেশি অপদস্ত হতে পারতেন। আসলে বুদ্ধিজীবীদের নানারৈখিক সংকট এখন বুদ্ধিজীবীদেরও ধাঁধায় ফেলে দেয়।

আমরা প্রায়ই বলি, এক ভাষার বুলি অন্যভাষার গালিও হয়। কিন্তু একটু লক্ষ করলে বোঝা যায়, একই ভাষার বুলি সময়বিশেষে সেই ভাষারই গালিতে পরিণত হয়। একসময়ে ছিল, 'যার নেই কোনো গতি, সে করে পণ্ডিতি'। তখন কিন্তু পণ্ডিতমশাইয়ের দাম না থাকলেও মান ছিল। এখন দাম বেড়েছে কিন্তু মান তলানিতে গেছে। তাই 'পণ্ডিত' শব্দে পাণ্ডিত্যের ধারক-বাহক ব্যক্তিকে না বুঝিয়ে 'পণ্ড করার মাস্টার' অর্থেও ব্যবহার করা হয়। তাই শিয়ালপণ্ডিতের গল্পের সেই শিয়ালটির পাণ্ডিত্য কেউ আর শোনে না। আবার ঊনবিংশ শতাব্দীর 'বাবু' সমাজের বনেদি আভিজাত্যও কালের পরিবর্তনে হারিয়ে গেছে। এখন বাবুর গণতন্ত্রীকরণ যেমন হয়েছে, তেমনই সাহেবের মৌরসী পাট্টাও বেদখল হয়ে গেছে। এখন পরাণও বাবু, হসিমও সাহেব। শুধু তাই নয়, 'বাবু' কিংবা 'সাহেব' বলতে শিক্ষিত সুধীজনকেই বোঝানো হয় না, বেশভূষার পারিপাট্যে 'ফুটানি মার্কা' অশিষ্ট জনকেউ নির্দেশ করা হয়। তেমনই 'বুদ্ধিজীবী' শব্দটির অর্থ কালের নিকষে আর্থিক কৌলিন্য হয়ে গেছে। বাইরের বিদ্যাবুদ্ধির চাকচিক্যে ধোপদুরস্ত নির্ভেজাল শিষ্ট ভদ্রলোকের বুদ্ধিজীবী অভিধা অনেকদিন থেকেই সমাজের সাধারণ মানুষের চোখে অসাধারণ বলে মনে হয় না। এখন বুদ্ধিজীবী মানেই সমাজের সুবিধাভোগী ধূর্ত মানুষ। তার ফলে এখন কেউ বুদ্ধিজীবী হওয়ার ভান পর্যন্ত করতে চায় না। আর যারা নেহাতই করতে চায়, তারা নিজেরাও উপহাস্য হয়ে ওঠে এবং সেই সঙ্গে বুদ্ধিজীবীসমাজকেও ব্যঙ্গের খোরাকে পরিণত করে থাকে। অথচ ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালিসমাজের ধারক- বাহক ছিল বিদ্বৎসভা তথা বুদ্ধিজীবীসমাজ। অবশ্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে 'বুদ্ধিজীবী' শব্দটির প্রচলন ছিল না বললেই চলে। তার পরিবর্তে বিদ্বান, পণ্ডিতজন, বিদ্বজন, সুধীজন প্রভৃতি শব্দের চল ছিল। শব্দটির বহুল ব্যবহার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

চানক্য'র সুভাষিতে ক্ষ্মবিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে বলে বিদ্বতসমাজের সুমহান ঐতিহ্যের সঙ্গিন অবস্থার কথা নানাভাবেই আমাদের কানে আসে। বিশেষ করে বাঙালি বুদ্ধিজীবীর করুণ পরিণতি মর্মবিদারী। কুলকৌলিন্যের পরিবর্তে নবযুগের মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে থেকে অর্থ ও বিদ্যাবুদ্ধির কৌলিন্যে প্রতিষ্ঠিত শক্তিশালী একটি উপশ্রেণি এই বুদ্ধিজীবীসমাজের অবনতি অনেকদিন আগে থেকেই শুরু হয়েছিল বলে প্রখ্যাত চিন্তক ও লেখক বিনয় ঘোষের ধারণা। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে তা শুরু হয়েছিল এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময় পর্যন্ত যা 'গুঞ্জনের গাম্ভীর্য'-এ তথা 'কোলাহল'-এ পৌঁছেছিল, তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে 'সোরগোলে' পরিণত হয়। ফলে সেই 'সোরগোলে' বুদ্ধিজীবী শব্দটির প্রচলন ক্রমে বেড়েই চলেছে। এখন হামেশাই বুদ্ধিজীবী নামধেয় ব্যক্তিরা কারণে-অকারণে নানাভাবে আত্মসংকটের মুখোমুখি। সমাজবিচ্ছিন্ন এই বুদ্ধিজীবীরা কীভাবে নিজেদের পায়ের তলার মাটি হারিয়ে অস্তিত্বসংকটের মুখে এসে পড়েছে, সে বিষয়ে আমাদের নজর দেওয়ার সময় বয়ে গেলেও আলোচনার অবকাশ হারিয়ে যায়নি। সেজন্য কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। 'মনুসংহিতা'য় বুদ্ধিজীবী অর্থে 'বুদ্ধি দ্বারা নিজহিতাহিতজ্ঞানবান্'-কে বোঝানো হয়েছে। নিজের ভালোমন্দের জ্ঞানে বুদ্ধিজীবীরা যে পারঙ্গম (বরং একটু বেশিই বলা চলে) তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে এরূপ ধারণা জনগণের মধ্যে প্রচলিত হলেও বাস্তবে কিন্তু তা আলাদা। বুদ্ধি বা মননের সাহায্যে জীবিকা সংস্থানকারী ব্যক্তি অর্থে বুদ্ধিজীবী শব্দটির ব্যবহার এখন স্বতঃসিদ্ধ। আমাদের সমাজে এই বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যা যেমন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনই তাদের আত্মিক সংকটের নানা দিক উঠে এসেছে। ফলে বুদ্ধিজীবীসমাজের আত্মিক দৈন্যে প্রকটবৈচিত্র দিনদিন বেড়েই চলেছে।

বুদ্ধিজীবীদের সবচেয়ে শক্তিশালী আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হল যুক্তিসিদ্ধ মননঋদ্ধ বাচনশৈলী। অথচ সেই বাচনশৈলী এখন বাক্ সর্বস্ব কথকথায় পরিণত হয়েছে। ফলে ঋজু বক্তব্য খেই হারিয়ে ভোঁতা হয়ে গেছে। একদিন শিয়ালদা থেকে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে যাওয়ার সময় বাসে উঠেই একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোককে কন্ট্রাক্টর কাম অ্যাসিস্টেন্টকে ধমকাতে দেখি। বুঝতে পারি ভদ্রলোকের খুব তাড়া আছে। তাই বাসে উঠেই তিনি কন্ডাক্টরকে বেশি স্টপেজ না দিয়ে দ্রুতবেগে গাড়ি চালানোর জন্য তাড়া দিয়েই যাচ্ছেন। সেই তাড়া দেওয়ার তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে পাশের এক ভদ্রলোক বলে উঠলেন 'আরে মশাই ও তো তাড়াতাড়িই করছে। আপনার যদি এতই দরকার থাকে, তাহলে একটু আগেই তো বেরোতে পারতেন। খামোখা ওকে গালি দিয়েই যাচ্ছেন।' এবার সেই তাড়ক ভদ্রলোক কন্ডাক্টর ছেড়ে তার বিপক্ষীয়র সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলেন। 'তাতে আপনার কী? আমার সঙ্গে তার কথা হচ্ছে, আপনার গায়ে লাগছে কোথায় ?.. 'আমার লাগছে বলেই বলছি? সেই তখন থেকেই ফালতু গজর গজর করেই যাচ্ছেন। 'এতই যদি তাড়া তবে প্রাইভেট গাড়ি করেই আসতে পারতেন। তা না করে বকবক করেই যাচ্ছেন। একটু থামুনতো মশাই।' 'আমি থামব না। আপনি কী করবেন, বলেনতো?' 'কী করব মানে, কী বলতে চাইছেন আপনি? বেশি বেশি করলে নামিয়ে দেব।' 'আমিও আপনাকে ঘাড় ধরে নামিয়ে দেব।' না, কেউ কাউকে নামিয়ে দিতে পারেনি। এঁরা কেউ কাউকে নামাতে পারে না। এঁদের শক্তি যে মুখে, হাতে নেই। যখন সেটা সাধারণ মানুষ বুঝে ফেলে, তখনি তাঁদের বিপত্তি ঘটে। যার ফলে সেই তাড়ক বুদ্ধিজীবীকে নামার সময় এতক্ষণ ধরে বিড়াল হয়ে থাকা কন্ডাক্টরও বাঘ হয়ে সপাটে বলে ফেললেন, 'একটু তাড়াতাড়ি নামেন তো।' আর গাড়ির ভেতরের বুদ্ধিজীবীও কারও প্রত্যাশিত সমর্থন না পেয়ে চুপ করে রইলেন। কারণ এঁদের আত্মম্ভরি দাপুটে প্রতিবাদের শামিল সাধারণ জনতার কোনো আকর্ষণ নেই। থাকার কথা না। এঁরা যে জনতার জন নয় !

অসির চেয়ে মসির জোর বেশি, তা আমরা জানি। কিন্তু সময়বিশেষে অসিশক্তির প্রয়োজন হয়। তা না হলে আত্মসম্মান বাঁচানো যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় একদিন আমাদের এক অধ্যাপক দুঃখ করে বলেন, 'বেঁচে থাকার জন্য কিছু ক্ষমতার প্রয়োজন।' তার উদাহরণ হিসাবে তিনি জানালেন তাঁর দিনদুয়েক আগের একটি ঘটনা। তিনি মিনিবাসে শিবমন্দির থেকে শিলিগুড়ি যাচ্ছিলেন। বাসটিতে ভিড় ছিল। অধ্যাপক মহাশয় অত্যন্ত সন্তর্পণে নিজেকে আগলে রড ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ করে একজন যাত্রী তাকে পিছন থেকে চাপ দেওয়ার অভিযোগ এনে বাকবিতণ্ডা শুরু করে দেয়। যতই তিনি বিনয়ের সঙ্গে কথা বলেন, ততই সেই অভিযোগকারী তাকে দুর্বল ভেবে নিজের ঝাল মিটিয়ে নেন। পাছে অন্য যাত্রীরা জোরে কথা বললে অধ্যাপক-বিরুদ্ধ আচরণ বলে আরেকবার অপমান করে (বুদ্ধিজীবীদের দুর্বলতার এই সুবিধা নিতে অনেকেই সিদ্ধহস্ত। সেজন্য তিনি নীরবে সমস্ত গালমন্দ হজম করেছিলেন। তাই তাঁর মনে হয়েছিল, যদি তিনি প্রশাসনের কোনো কর্তাব্যক্তি হতেন, তাহলে সেদিন সেই অভিযোগকারীকে বুঝিয়ে দিতে পারতেন। বুদ্ধিজীবীদের এই অসহায়তা এখন নিত্যদিনের ব্যাপার। এই জন্য দায়ী কিন্তু বুদ্ধিজীবীসমাজই। তাঁরাই এই প্রতিবাদহীন সমাজের জন্ম দিয়েছেন। তাঁরাই প্রতিবাদের ভাষা সৃষ্টি করেছিলেন। আবার তাঁরাই প্রতিবাদহীনতার ভাষা গড়ে তুলেছেন।

সমাজের সংকটে তাঁরা এগিয়ে আসে না। অথচ তাঁরা ব্যক্তিগত সংকটে মুখর হয়ে ওঠে। তখন কেউ মুখ ফিরিয়ে না তাকানই স্বাভাবিক। সেদিন সেই বাসে অধ্যাপক মহাশয় প্রশাসনিক আধিকারিক না হয়েও বাসের অন্য যাত্রীদের পাশে পেলে অভিযোগকারীকে শিক্ষা দিতে পারতেন। আসলে জনগণ এখন বুদ্ধিজীবীকে চিনতে পারে না নয়, চিনতে চান না। আর চিনলেও মানতে চান না। আবার মানলেও বেশি আমল দিতে অনিচ্ছুক । সেক্ষেত্রে একপ্রকার নিস্পৃহতা কাজ করে। জনগণ তাঁদের আপনার জন বলে মনে করতে পারে না। একটু যেন আলাদা কোথায় যেন। এই না মানার জন্যও বুদ্ধিজীবীরা দায়ী। নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করতে গিয়ে তারা একেঅপরের প্রতি যে সমস্ত বাক্যবাণ ছুড়ে দেন, তাতে উদ্দীষ্ট বুদ্ধিজীবীদের আহত করার সঙ্গে সঙ্গে আমজনতাকেও সচেতন করে দেয়। তার ফলে জনতার মনে কারও সম্বন্ধেই ভালো ধারণা গড়ে ওঠে না। বুদ্ধিজীবীদের এই নির্বুদ্ধিতার ফসল অনেকদিন থেকেই ফলে আসছে।

বুদ্ধিজীবীদের গালি দেওয়া অত্যন্ত সহজ। কারণ গালিখাওয়া বুদ্ধিজীবী তো গালিদাতাকে ঋণশোধ করতে পারবেন না। গালি দিলে আবার পাল্টা গালি খাওয়ার ভয় আছে। ফলে একতরফা গালমন্দই শ্রেয় বলে মনে হয় তখন। সেদিন লাইব্রেরিতে শুনলাম, চা-এর দোকানে বসে থাকা একজন বেশ নামকরা বুদ্ধিজীবীকে দুটি ছেলে এসে আচ্ছারকম অপমান করে চলে যায়। বিষয়টি লক্ষ করে এক ব্যক্তি সেই বুদ্ধিজীবীর কাছে এসে তাঁর নীরবতার প্রসঙ্গে জানতে চাইলেন। সেই বুদ্ধিজীবী নিরুত্তাপের সঙ্গে উত্তর দিয়ে জানিয়েছেন যে তিনি ছেলে দুটোর কথা গাঁয়ে মাখেননি। এই ঘটনার উল্লেখ করে দুজন বুদ্ধিজীবীর মধ্যে আলোচনা চলছিল। তাতে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বুদ্ধিজীবীকে আশস্ত করে অপর জন জানালেন 'নিশ্চয় সেই বুদ্ধিজীবী বৃদ্ধ'র কোনো দুর্বলতা ছিল। সেজন্যই তিনি চুপ করে ছিলেন।' কথাটায় যুক্তি থাকলেও যুক্তির ফাঁকও আছে। কারণ শুধুমাত্র বুদ্ধিজীবীরাই নয়, যেকোনো মানুষই নিজেদের দুর্বলতা ঢাকার জন্যও মুখর হয়ে উঠে। সেক্ষেত্রে বৃদ্ধের নীরবতাই শুধুমাত্র প্রমাণ করে না যে তাঁর দুর্বলতা ছিল। এমনও হতে পারে যে নীরবতা পালন না করলে তিনি আরও বেশি অপদস্ত হতে পারতেন। আসলে বুদ্ধিজীবীদের নানারৈখিক সংকট এখন বুদ্ধিজীবীদেরও ধাঁধায় ফেলে দেয়।

আজকের আধুনিক ভোগবাদী সমাজজীবনে বুদ্ধিজীবীরা বড়ই নিঃসঙ্গ। এই নিঃসঙ্গতাবোধের যন্ত্রণা অত্যন্ত পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। তারফলে এই সমাজের কোলাহলময় জীবনেও বড় একা মনে হয় তাঁদের। এতমানুষের মাঝে থেকেও প্রায় প্রত্যেক বুদ্ধিজীবীই আজ নির্জনদ্বীপের বাসিন্দা বনে গেছে। এই নির্জনতা শুধু অভিশাপ নয়, আশীর্বাদও হয়ে ওঠে। যেমন, এক সাক্ষাৎকারে (বইয়ের দেশ, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৬) সাহিত্যিক শক্তিপদ রাজগুরু অকপটে জানিয়েছেন নিঃসঙ্গতা কাটানোর জন্যই তিনি লেখালেখি করে থাকেন। কিছু সেটাতো ব্যতিক্রমী প্রয়াস মাত্র। তাতে নিজেকে আড়াল করা যায়, নিঃসঙ্গ-যন্ত্রণা কমানো যায় না। আর তাই শিল্প-সাহিত্যচর্চা করে বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের বিষণ্ণতা কাটিয়ে উঠতে পারেন না। মাঝে মাঝে তাঁদের বিবেকদংশন জেগে উঠলেও একাকী আবার বুদবুদের মতো মিলিয়ে যায়। সেজন্য পেপারের সাংবাদিককে সুনামির ধ্বংসলীলার পর লিখতে হয়, 'আর কতটা ক্ষতি হলে মানুষের সাড়া মিলবে?'

বুদ্ধিজীবীরা বড়ো অসহায়। তাঁদের না আছে লোকবল, না আছে অর্থবল। ফলে তাঁদের মনবল অত্যন্ত দুর্বল। কোথাও তাঁদের স্থান সংকুলান হয় না। রাজনীতি করলে ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলতে হয়। 'স্যার' হয়ে যায় 'দাদা'। সমাজসেবা করতে গেলে সকলের সন্দেহের কারণ হয়ে উঠতে হয়। আবার স্পষ্ট ভাষার প্রতিবাদ জানাতে গেলে সমূহ বিপদ। কাউকে বোঝাতে গেলেও ভয়। পাছে সে ভুল বোঝে। আবার সৎ সাহসের অভাবে রাজনীতি নিরপেক্ষ চরিত্র তুলে ধরতে গিয়ে পরোক্ষ নিজের অনুরাগী মানুষকে বিভ্রান্ত করে স্ববিরোধী ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠার প্রবল সম্ভাবনা। সর্বত্রই বুদ্ধিজীবীদের আত্মিক সংকট। শাসকদলের হলে তাঁরা 'বায়বীয়', আর বিরোধীদলের কাছে 'বুদ্ধজীবী'। আবার তাঁরাই শাসকের পরিবর্তনে 'পরিবর্তনপন্থী বুদ্ধিজীবী' হয়ে পড়েন। তাঁদের শ্রেণিচরিত্র এখন সংকটের মুখে। শুধুমাত্র চন্দ্রবিন্দুতেই তাঁরা আজ আমজনতা থেকে স্বতন্ত্র। আর শাসকদলের বা শাসকের অত্যাচারের শিকার হলেই শুধু বুদ্ধিজীবীদের কথা মন থেকে মুখে আসে জনতার ।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

জোর করে ক্ষমতায় থাকার ফল হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে সিপিএম

বিশ্বজিৎ সরকার

ছোটবেলায় নীতিমালার 'গৃহী ও রাজহাঁসের'গল্পটা আমাদের সকলেরই কম বেশি মনে আছে। প্রতিদিন সকালে রাজহাঁসের পেট থেকে একটি করে ডিম পেতে থাকায় গৃহী ভাবলো ডিমগুলো তো পেটেই আছে সুতরাং পেট চিরে বার করে নিলেই তো হয়, যেই ভাবা সেই কাজ। তারপরে কি হয়েছিল সেটা না বললেও চলে। কথাটা মনে হল বর্তমান সিপিএমকে দেখে। মানুষের আশাতীত আশীর্বাদ নিয়ে সিপিএম তথা বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসেছিল ১৯৭৭ সালে।প্রথম পাঁচ বছরে সেই আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে কিছুটা হলেও সচেষ্ট ছিল এই দল।রাজ্যবাসীও উপলব্ধি করেছিল ভিন্নতর পরিবেশ , জনগণের প্রতি নেতাদের সহমর্মিতা এবং তাদের পাশে থাকার রাজনীতি। ১৯৭৭ সালে এই দলে যে মানুষগুলি ছিলেন তাদের অনেকেই তখনো কম বেশি বিশ্বাস করতেন আমূল পরিবর্তনের। সংসদীয় গণতন্ত্র কে ব্যবহার করে একদিকে যেমন পাটি প্রচার, অন্যদিকে এই ব্যবস্থার ঝাড় কঙ্কাল কে সম্যক প্রকাশ করে এই ব্যবস্থার প্রতি জনগণের মোহভঙ্গ ঘটানো ছিল তাদের লক্ষ্য ।তাই ক্ষমতায় কিভাবে থাকবেন সে নিয়ে এই একাংশের মাথাব্যথা ছিল না। তাই দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় আসার পর এদের অনেকেই খুব একটা খুশি ছিলেন না। কেননা কমিউনিস্ট পাটিরা সংসদীয় গণতন্ত্রে ক্ষমতায় বেশি থাকলে তাদের মোহ তৈরী হয়ে যেতে পারে এই ছিল তাদের বিশ্বাস । কিন্তু পার্টির কর্তাব্যক্তিরা প্রথম থেকেই ভেবে নিয়েছিলেন অন্য পথ। কোন সুদূর প্রসারী ভাবনা নয় শর্টটার্ম বেনিফিটই ছিল তাদের লক্ষ্য। এই নেতারা চাইতেন চটজলদি রিলিফ,আপাত সমাধান,মূল সমস্যার গভীরে না গিয়ে মেকশিফট ভাবনা অগ্রাধিকার দেওয়া । আর এই ভাবনা ধরেই তারা শুরু করেছিল পাটি 'পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি' ।এই রাজনীতি' থেকে যে দুর্নীতির জন্ম দেয় এটা তারা বিলক্ষণ জেনেও প্রশ্রয় দিয়েছিলেন কেননা তখন পেয়ে গিয়েছিলেন ক্ষমতার গন্ধ। তাই প্রথমদিকের দীর্ঘমেয়াদি ভাবনার কর্মসূচী য্মন ভূমি সংস্কার বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি কিম্বা এবং পার্টি ক্যাডারদের মধ্যে রাজনৈতিক ক্লাস ফিকে হতে সময় লাগে নি বিশেষ। দ্বিতীয় মন্ত্রিসভার কিছু পর থেকেই এক নব্য এলিট শ্রেণী মধু খাওয়ার লোভে পাটির অর্ন্তজলি যাত্রা শুরু করে । তারপর ২০১১ পর্যন্ত ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য সিপিএম যা যা দরকার তা সবই করেছে ।এই ইতিহাস সকলের জানা। লাস্ট তিনটে টার্ম ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য সিপিএম এর রাজত্বকাল আজ মিথে পরিণত। সোশ্যাল ডেমোক্রাটের খোলস ছেড়ে দলটি একটি আদ্যোপান্ত দুর্নীতিগ্রস্ত পার্টিতে পরিণত হয়েছিল ।৩৪ বছরের রাজত্বকালে শেষ ২৫ বছর আরো নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে শেষ ১০ বছর মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিল। তাই বন্যায় ভেসে যাওয়া মানুষ যেমন খড়কুটোকে ধরে বাঁচতে চায় তেমনি বেছে নিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেসকে ।বাঙালির অদৃষ্টের পরিহাস এই যে সিপিএম যেখান থেকে শেষ করেছিল তৃণমূলের শুরু সেখানেই। ফলে এখন মানুষ জেরবার। এই সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আক্রোশ চরম পর্যায়ে ,তারই প্রকাশ দেখা গিয়েছিল আরজিকর হাসপাতালে তরুণী ডাক্তার খুনের ঘটনার আন্দোলনে। মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন নন্দীগ্রাম আন্দোলনের ডেউকে ছাপিয়ে গেছে ।সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের আন্দোলনে প্রথম দিকে এস ইউ সি আই সহ কয়েকটি নকশালপন্থী দলের উপস্থিতি থাকলেও ব্যাটনটা চলে যায় মমতার নেতৃত্বে তৃণমূলের হাতে। সেই হিসেবে সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের আন্দোলনের পিছনে ছিল তৃণমূলের মত একটি রাজনৈতিক দল যার লক্ষ্য ও ছিল নির্দিষ্ট । কিন্তু আর জি করের ঘটনায় রাত দখলের লড়াই এবং মানুষের সক্রিয় পথে নামা প্রকৃত পক্ষে , মানুষের রাজনৈতিক প্রতিবাদ। যা ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের লড়াই , মানুষের ভিতর থেকে লড়াই।কিন্তু এত বড় ইস্যুকে সি পি এম কাজে লাগাতে পারল না ।এর কারণ মানুষের বিশ্বাস আস্থা তারা ক্ষমতার অপব্যবহার করে হারিয়ে ফেলেছে । যদিও সি পি এম এখনো চেষ্টা চালিয়ে য্যাচ্ছে কিন্তু কলকে পাচ্ছে না ।একটা কথা মনে রাখতে হবে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' কেবলমাত্র তরুণীটির মৃত্যু কেন্দ্রিক নয় ,এই সরকারের যাবতীয় কুকর্ম দ্বিচারিতা এবং সীমাহীন দুর্নীতি কে নিয়েও ,তাই এই আন্দোলন এমন বেগমান ও স্বতর্স্ফুত ছিল। শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে জনগনের একাংশের প্রকৃত প্রতিবাদ সত্বেও আন্দোলনের এই উর্বর ক্ষেত্র ভূমিতে সিপিএম কল্কে পাচ্ছে না কেন ? এখানেই উঠে আসছে আবার সর্ট টার্ম বেনিফিট আর লং টার্ম বেনিফিট এর প্রশ্ন। শর্ট টার্ম বেনিফিট এর নীতিতে তারা ক্ষমতায় থেকেছেন এতদিন , কিন্তু একই সাথে তারা বদলে ফেলেছেন তাদের চরিত্র তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা সততা ।বাম পন্থার নামে তার নিজেদের ফ্যাসিশট পরিনত করেছিল।।যতই তারা পাটির মুখপত্র গণশক্তির সম্পাদকীয় স্তম্ভের উপরে লিখুক না কেন(২৫শে আগস্ট) -তআশু লক্ষ্য অর্জনের জন্য, শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষণস্থায়ী স্বার্থ আদায়ের জন্য কমিউনিস্টরা সংগ্রাম করে থাকে। কিন্তু বর্তমানের আন্দোলনের মধ্যে তারা সেই আন্দোলনের ভবিষ্যতের প্রতিনিধিত্ব করে ,সেই ভবিষ্যৎ আন্দোলনের যত্ন নেয়দ।কমরেডরা এটা কখনোই পালন করেননি, এখনো না ।যদি করতেন তাহলে এই ভবিষ্যতের আন্দোলন মানে আজকের এই গন আন্দোলনের ব্যাটনটা সি পি এমের হাতে থাকতে পারত ,যেভাবে মমতা সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের আন্দোলনকে সামনে রেখে ক্ষমতায় এসেছিলেন ।কিন্তু তা না হইয়ে মানুষ বি জে পির দিকে ঝুঁকছে ।তাঁরা জনগনের এই ক্ষোভ কে কতটা কাজে লাগাতে পারে সেটা আগামীদিনের প্রশ্ন। কিন্তু দীর্ঘ দিন ক্ষমতার অপব্যবহার করে সি পি এম যে আজ মানুষের মন থেকে সে নির্বাসিত এটা পরিষ্কার ।তাঁরা এটা জানেন বলেই আজ রাহুলের হাত ধরে পুরনো শক্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছে । দলের এখনো কিছু দরদী সমর্থক যতই দু চারজন নবীনদের দেখে স্বপ্ন দেখুক না কেন তা কিন্তু আগুনে জ্বলা পলতেটা জলে ডুবিয়ে দেখার মতই। ।ও, আর একটা কথা এই নবীন বিগ্রেডের কুশীলবরা কিন্তু তাদের দুর্নিতীর শাসন কাল মানে ক্ষমতার রাজনীতির বৃত্ত থেকেই উঠে আসা । মার্কসবাদ তাদের চর্চায় থাকতে পারে সাধনে নেই ।

আনন্দকথা

পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে, অট্টালিকাগুলি যেন বিমল শীতল চন্দ্রকিরণে বিশ্রাম করিতেছে। দ্বারদেশে বাষ্পীয় দীপ, কক্ষমধ্যে দীপমালা, স্থানে স্থানে হার্মোনিয়াম, পিয়ানো সংযোগে ইংরেজ মহিলারা গান করিতেছে। ঠাকুর আনন্দে হাস্য করিতে করিতে যাইতেছেন। হঠাৎ বললেন, "আমার জলতৃষ্ণা পাচ্ছে, কি হবে?" কি করা যায়! নন্দলাল "ইণ্ডিয়া ক্লাবের" নিকট গাড়ি থামাইয়া উপরে জল আনিতে গেলেন, কাচের গ্লাসে করিয়া জল আনিলেন। ঠাকুর সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গ্লাসটি ধোয়া তো?" নন্দলাল বললেন, 'হাঁ'। ঠাকুর সেই গ্লাসে জলপান করিলেন।

বালকের স্বভাব। গাড়ি চালাইয়া দিলে ঠাকুর মুখ বাড়াইয়া লোকজন গাড়ে-ঘোড়া চাঁদের আলো দেখিতেছেন। সকল তাতেই আনন্দ।

নন্দলাল কলুটোলায় নামিলেন, ঠাকুরের গাড়ি সিমুলিয়া

(ক্রমশ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

গ্রামের মসজিদের সামনে বসে ফর্ম বিতরণ বিএলওর, কমিশনে অভিযোগ দায়ের বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: এনুমারেশন ফর্ম বাড়ি বাড়ি পৌঁছানোর কথা বিএলও-দের। কিন্তু সেই ফর্ম গ্রামের মসজিদের সামনে বসে বিতরণ করছেন বিএলও। এমনই অভিযোগকে ঘিরে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় বুদবুদের বনগ্রামে।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, শুক্রবার সকালে গ্রামের মসজিদে হঠাৎ মাইকিং করা হয় যে, মসজিদের সামনে সকলকে আসতে। সেইমত গ্রামের মানুষ সেখানে হাজির হন। গ্রামের আইসিডিএস কর্মী বর্ণালী পাঁজা নির্বাচন কমিশনের থেকে বিএলও দায়িত্ব পেয়েছেন। এদিন তাকে দেখা যায় গ্রামের মসজিদের সামনে চট পেতে রীতিমত গ্রামের মানুষদের ফর্ম বিলি করছেন। সঙ্গে ছিলেন গ্রামের তৃণমূল কর্মী ও পঞ্চায়েতের সদস্যরা। বিএলও-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তিনি সেখানে বসে ফর্ম ঠিকঠাক করছেন। তারপর তিনি বাড়ি বাড়ি যাবেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বিজেপি কর্মীরা পৌঁছে প্রতিবাদ জানান এবং সমস্ত ফর্ম তাকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে দিয়ে আসার আবেদন জানান। পাশাপাশি এই বিষয়ে তারা নির্বাচন কমিশনের কাছে ইমেল মারফত অভিযোগ জানিয়েছেন বলে দাবি বিজেপির। যদিও এই বিষয়ে তৃণমূল নেতা রামকৃষ্ণ ঘোষ জানিয়েছেন, 'বিজেপি সব কিছুতেই তৃণমূলের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করছে। যদি কোনও বিএলও দোষ করে থাকে, তার জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানাতে পারে তারা।' তিনি আরও বলেন, 'যদি কোনও বিএলও সমস্যায় পড়েন তার জন্য দলের কর্মীরা তাকে কিভাবে, কোন রাস্তায় যাবে সেটা বলে দিতেই পারে এবং বিএলও বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে কিনা বা ফর্ম বিতরণ করছে কিনা সেটা নজর রাখতে পারে। তবে তৃণমূলের কেউ সাহায্য করে দিলে, তা নিয়ে তারা অযথা রাজনীতি করছে।'

রোগীকে ভুল রক্ত দেওয়ায় অবশেষে মৃত্যু!

কাঠগড়ায় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ফের গাফিলতির অভিযোগ। সাপের কামড়ে ভর্তি হওয়া এক মহিলা রোগীনির মৃত্যু ঘিরে ক্ষোভ পরিবার ও স্থানীয়দের। অভিযোগ, চিকিৎসার গাফিলতিতে ভুলবশত অন্য এক রোগীনির রক্ত দেওয়া হয়েছিল ওই মহিলার শরীরে। যার কারণেই এই মৃত্যু।

মৃতার নাম নমিতা বাগদী (৪৪)। বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার থানার বলগোনা গ্রামে।

জানা গিয়েছে, গত ২১ অক্টোবর বিষধর সাপে কামড়ায় ওই মহিলাকে। তাঁকে প্রথমে ভাতার গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে রক্তাল্পতার কারণে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে। পরিবারের অভিযোগ, চিকিৎসাধীন অবস্থায় নমিতা বাগদীর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছিল। কিন্তু পরে হাসপাতালের গাফিলতিতে ভুলবশত অন্য এক রোগী, একই নামে 'নমিতা মাঝি'-র রক্ত দেওয়া হয় তাঁর শরীরে। এরপর থেকেই নমিতা বাগদীর অবস্থার অবনতি হতে থাকে। তাঁকে পরে স্থানান্তর করা হলেও শুক্রবার ভোরে মৃত্যু হয় তাঁর। মৃতার ছেলে রাহুল বাগদী অভিযোগ জানিয়েছেন, 'চিকিৎসক ও নার্সদের গাফিলতির কারণেই তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের না জানিয়ে অন্য রোগীর রক্ত দেওয়া হয়েছিল।' তিনি হাসপাতালের সুপারের কাছে লিখিতভাবে দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। ঘটনা নিয়ে হাসপাতাল সুপারের কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে ঘটনার পর ফের রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলির চিকিৎসা পরিষেবার মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে সাধারণের মধ্যে।

'তৃণমূল কর্মীরা লাঠি ধরা ভুলে যায়নি'

বিজেপি বিধায়ককে হুমকি তৃণমূল ব্লক সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: 'তৃণমূল কর্মীরা লাঠি ধরা ভুলে যায়নি, শুধু বারণ আছে। একবার লাঠি ধরতে বললে তোমার গাড়ি আস্ত থাকবে না, তোমার টিকি খুঁজে পাওয়া যাবে না।' —বিজেপি বিধায়কের গ্রামে সভা করে বিধায়ককেই হুমকি তৃণমূল ব্লক সভাপতির।

এসআইআর নিয়ে দলীয় প্রচারের গাড়িকে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলে খোদ বিজেপি বিধায়কের বাড়ির সামনে সভা করে বিধায়ককে নজিরবিহীন ভাষায় হুমকি দিলেন বাঁকুড়ার ইন্দাস ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি শেখ হামিদ। বক্তব্য রাখতে উঠে শেখ হামিদ বিধায়কের উদ্দেশ্যে বলেন, 'ধমক চমক দেবেন না। তৃণমূল কর্মীরা লাঠি ধরতে ভুলে যায়নি। শুধু লাঠি ধরা বারণ আছে। একবার লাঠি ধরতে বললে তোমার গাড়ি আস্ত থাকবে না, তোমার টিকি খুঁজে পাওয়া যাবে না, তোমার কর্মীদের খবর নেওয়ার কেউ থাকবে না।' তৃণমূলের ব্লক সভাপতির এই হুমকির পাল্টা বিজেপি বিধায়কের কটাক্ষ, 'ইট মারলে, পাটকেল খেতে হবে।'

উল্লেখ্য, সারা রাজ্যের পাশাপাশি বাঁকুড়ার ইন্দাসেও এসআইআর-এর ফর্ম বিতরণ শুরু হয়েছে। আর এই আবহে এসআইআর নিয়ে বিজেপি বিরোধী প্রচারে নেমেছে তৃণমূল। নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে বিজেপি এসআইআর-এর নামে মানুষকে হয়রান করছে এই দাবি তুলে রীতিমত টোটোয় চড়ে গোটা ব্লক এলাকায় প্রচার শুরু করেছে তৃণমূল। গতকাল ইন্দাস থানার কুশমুড়ি গ্রামে তৃণমূলের এই প্রচার টোটো গেলে টোটোয় থাকা তৃণমূল কর্মীদের স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক নির্মল ধাড়া ধমক চমক দেন বলে অভিযোগ। সেই ঘটনার প্রতিবাদে গতকাল বিকেলে বিধায়কের গ্রাম কুশমুড়িতে প্রতিবাদ সভা করে তৃণমূলের ব্লক নেতৃত্ব। সেই সভা থেকেই বিধায়ককে উদ্দেশ্য করে নজিরবিহীনভাবে হুমকি দেন তৃণমূলের ইন্দাস ব্লক সভাপতি শেখ হামিদ। ২০১১ সালের আগে এলাকা থেকে সিপিএম-এর হার্মাদ তাড়ানোর প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'আমরা হার্মাদদের রাস্তায় রাস্তায় ছুটিয়েছি। আমাদের ধমক চমক দেবেন না। তৃণমূল কর্মীরা লাঠি ধরতে ভুলে যায়নি। শুধু লাঠি ধরতে বারণ আছে। লাঠি ধরলে আপনার গাড়ি আস্ত থাকবে না, আপনার টিকিও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আপনার অনুগামীদের খবর নেওয়ার জন্যেও কেউ থাকবে না।' তৃণমূলের ব্লক সভাপতির এই হুঁশিয়ারির পাল্টা তাকে একহাত নিয়েছেন স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক। তাঁর বক্তব্য, 'এসআইআর নিয়ে তৃণমূল মিথ্যা প্রচার করছে। সেই মিথ্যা প্রচার করতে আমি নিষেধ করেছিলাম। এরপর তৃণমূল যদি ইট মারে, তাহলে তো তাঁদেরও জেনে রাখা উচিত, তাঁরা পাটকেল খাবেই।'

'বন্দে মাতরম' সংগীত রচনার সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে সূচনা পর্বে সিউড়ির বেণীমাধব মোড়ে আয়োজিত হল আলোচনা সভা। সার্ধশতবর্ষ উদযাপন কমিটির পরিচালনায় বন্দে মাতরম রচনা এবং প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্টজনেরা।

ব্যাংক অফ বরোদা — ঠাকুরপুকুর শাখা

নিমন্ত্রণ ভিলা, ১৪৮/৩, ডায়মন্ড হারবার রোড কলকাতা - ৭০০০৬৩

ইমেল আইডি : thakol@bankofbaroda.co.in

পরিশিষ্ট - IV (রুল -৮(১)

দখল নোটিশ

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
ব্যাংক অফ বরোদা, ঠাকুরপুকুর শাখার অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসেবে, নিম্নস্বাক্ষরকারী, 'সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২' এর অধীনে এবং 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২' এর বিধি ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, নিম্নোক্ত তারিখে একটি 'ডিমান্ড নোটিশ' জারি করেছেন এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের 'অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার' আহ্বান জানিয়ে, ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী 'ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাদের বিরুদ্ধে দেখানো তারিখ অনুসারে উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এর সাথে পঠিত উক্ত বিধি ৮ এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সাধারণ জনগণকে 'এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে সম্পত্তির সাথে লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তির সাথে কোনও লেনদেন করবেন না। উক্ত পরিমাণ এবং তার উপর সুদের জন্য **ব্যাংক অফ বরোদা, ঠাকুরপুকুর শাখার** চার্জ প্রযোজ্য হবে।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১	**শ্রী গোবিন্দ প্রসাদ সিং এবং শ্রীমতি সুভদ্রা সিং,** এলপি ৩৮/১৬/৭/৩, বিবেকানন্দ পার্ক, বিবেকানন্দ মুর্তির নিকট, নতুনহাট, মহেশতলা পুরসভা, জেলা :দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৪১।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ একতলা ভবন বিল্ড আপ এরিয়া ১৯৪৬ বর্গফুট, কার্পেট এরিয়া ১৯৪৫ বর্গফুট, অবস্থিত জমির পরিমাপ ২ কাঠা ৯ ছটাক কমবেশি অবস্থিত মৌজা : রামনগর, পরগনা : বালিয়া,জেএল নং ২৬, তৌজি নং ৬৫, আরএস ৭৪, দাগ নং ৩৮২ (জমির এরিয়া ২ কাঠা ৩ ছটাক), আরএস খতিয়ান নং ১২, এলআর খতিয়ান নং কৃ ৪৪৭/১, কৃ ৪৯১/২ এবং কৃ ৩০৩ এবং দাগ নং ৩৯৪ (জমির এরিয়া ৬ ছটাক) , আরএস খতিয়ান নং ১৮৫, এলআর খতিয়ান নং কৃ ২২৮, মহেশতলা পুরসভা অধীন, হোল্ডিং নং এইচ২-৬৪/নিউ, বিবেকানন্দ পার্ক রোড,ওয়ার্ড নং ২৩, থানা : মহেশতলা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ পিন - স৭০০১৪১, সম্পত্তি শ্রীমতি শুভদ্রা সিং এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ; **দক্ষিণে :** জমি আরএস দাগ নং ৩৯৪; **পূর্বে :** ১৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ; **পশ্চিমে :** জমি আরএস দাগ নং ৩৮১ এবং ৩৯৪।	১) ২৭.০৫.২০২৫ ২) ০৩.১১.২০২৫ ৩) ৪২,৪৭,৯৮৬.০০ **টাকা** (বিয়াল্লিশ লাখ সাতচল্লিশ হাজার নশো ছিয়াশি টাকা) ২৩.০৩.২০২৫ অনুযায়ী চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ মূল্য, চার্জ এবং ব্যয় সহ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত।
২	**মেসার্স গোকুল কমিউনিকেশন**- ৪২৫বি, মহাত্মা গান্ধি রোড, আপনজন ক্লাবের নিকট, থানা : হরিদেবপুর, কলকাতা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা,পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৮২ এবং **স্বত্বাধিকারী শ্রী গোবিন্দ প্রসাদ** সিং-এলপি ৩৮/১৬/৭/৩, বিবেকানন্দ পার্ক, নতুনহাট, মহেশতলা এম, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১৪১।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি দোকান ঘর সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ১১৭ বর্গফুট একতলায় মোজাইক মেঝে, দক্ষিণ পূর্ব দিকে, (সামনের অংশে সড়ক মুখী সম্পূর্ণ সজ্জিত অবস্থায় জি-৩ তলা ভবনে এবং অবিভক্ত জমির যথাযথ অংশ অধিকার, স্বত্ব এবং স্বার্থ পরিমাপ ২ কাঠা ৮ ছটাক কমবেশি অবস্থিত মৌজা : হরিদেবপুর, জেএল নং ২৫, আরএস নং ৩৫, কালেক্টরেট তৌজি নং ৪০, খতিয়ান নং ৭২৯, দাগ নং ৩৭৭, থানা : বেহালা, পরবর্তীতে ঠাকুরপুকুর বর্তমানে হরিদেবপুর অবস্থিত কলকাতা পৌর সংস্থার (এস এস ইউনিট) ওয়ার্ড নং ১২২, পুরসভা প্রেমিসেস নং ৪২৫বি মহাত্মা গান্ধি রোড, অ্যাসেসি নং ৪১-১২২-০৭-২৩৭০-০ সাব রেজিস্ট্রি/এডিএসআর অফিস বেহালা, কলকাতা- ৭০০০৮২, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সম্পত্তি শ্রী গোবিন্দ প্রসাদ সিং এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : অন্যান্যর দোকান ঘর; দক্ষিণে : অন্যান্যর দোকান ঘর; পূর্বে : ৪০ ফুট চওড়া মহাত্মা গান্ধি রোড; পশ্চিমে : অন্যান্যর ফ্ল্যাট।	১) ২৭.০৫.২০২৫ ২) ০৩.১১.২০২৫ ৩) ২৯,৯৯,২৯৪.৩৭ **টাকা** (উনত্রিশ লাখ নিরানব্বই হাজার দুশো চুরানব্বই টাকা এবং সাঁয়ত্রিশ পয়সা) ২৩.০৩.২০২৫ অনুযায়ী চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ মূল্য, চার্জ এবং ব্যয় সহ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত।

তারিখ : ০৩.১১.২০২৫
স্থান : ঠাকুরপুকুর

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

SBI — হোম লোন সেন্টার বোলপুর (কোড : ৬৪১৮৩)

ভেনাস প্লাজা, ৪র্থ তল, হোল্ডিং নং ২৮/১৮
শ্রীনিকেতন রোড, বোলপুর, জেলা - বীরভূম
পিন - ৭৩১২০৪, পব ইমেল : sbi.64183@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ) এর অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা / শাখার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	মোট বকেয়া (নোটিশের তারিখ অনুযায়ী)
১	**শ্রী মহম্মদ জাবের আলি (ঋণগ্রহীতা)** পিতা মহম্মদ আলি **ঠিকানা :** মিশন কম্পাউন্ড বোলপুর, পো এবং থানা : বোলপুর, জেলা : বীরভূম,পিন - ৭৩১২০৪, পশ্চিমবঙ্গ, **আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ১-ইউ, ব্লক সোনাতরী, দিশারী অবকাশ প্রকল্প অধীন, পো এবং থানা : বোলপুর, জেলা বীরভূম, পিন - ৭৩১২০৪, পশ্চিমবঙ্গ। এ/সি নং ৪২৪১০৫২৫৯৭৪ (এইচবিএল) ৪২৪১০৮৬২৮৭৪ (সুরক্ষা)। শাখার নাম : বোলপুর শাখা।	**অংশ-১ (অস্থাবর সম্পত্তি দায়বদ্ধ)** অনুগ্রহ করে সমুদয় দায়বদ্ধ সম্পত্তি উল্লেখনীয় : চলতি সম্পদ -মজুত, লেনদেনে মজুত, আদায়যোগ্য, ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি এবং স্পেয়ার সহ এবং সমুদয় চলতি সম্পদ এবং দায়বদ্ধ অস্থাবর প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি ইত্যাদি কোম্পানির নথিতে উল্লিখিত মতে (তপশিল বি) সমুদয় মজুত- চিনি, চাল, লবণ, পাম অয়েল, এম ডাল, ময়দা, বিস্কুট, খৈল ইত্যাদি। **অংশ -২ (সমপমিাণ বন্ধকদত্ত, স্থাবর সম্পত্তি)** অনুগ্রহ করে ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকদত্ত বন্ধকী নথি/দলিল (তপশিল বি) অনুযায়ী স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ উল্লেখনীয়। মালিক **শ্রী মহম্মদ জাবের আলি**, পিতা মহম্মদ আলি, মিশন কম্পাউন্ড বোলপুর, পো এবং থানা : বোলপুর,জেলা : বীরভূম, পিন - ৭৩১২০৪, পশ্চিমবঙ্গ। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক ২৭১ বর্গফুট (কমবেশি) দোতলায় উত্তর মুখী ১ বেড রুম, ১ টয়লেট , ১ ব্যালকনি, ফ্ল্যাট নং ১-ইউ, ব্লক সোনাতরী, দিশারী অবকাশ প্রকল্প অধীন এবং অবিভক্ত জমি সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ স্বার্থ অবস্থিত সর্বানন্দপুর, বোলপুর, থানা : শান্তিনিকেতন,জেলা : বীরভূম। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ এরিয়া আনুমানিক ২৩৮ ডেসিমেল কমবেশি মৌজা : সর্বানন্দপুর, জেএল নং ৩১, এলআর খতিয়ান নং ৯৪০, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৬১৩ (অংশ), ৬৪১, ৬৪২, ৬৪৩, ৬৪৭, ৬৪৮, ৬৪৯, ৬৫০, ৬৫১, ৬৫২, ৬৫৫, ৬৫৬, ৬৫৭, ৬৫৮, ৬৫৯, ৬৬০, স্থানীয় সর্পলেহনা আলবাঁধা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, এডিএসআরও বোরপুর, বোলপুর থানা, জেলা : বীরভূম। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : জমি দাগ নং ৬৪০;দক্ষিণে : জমি এমএসপিএল দাগ নং ৬৬২ অধীন; পূর্বে : জমি দাগ নং ৬৩৬, ৬৩৭, ৬৫৬; পশ্চিমে : জমি দাগ নং ৬১৩ (অংশ) এবং ৬৪৬।	০৪.০৯.২০২৫	০৪.০৯.২০২৫	এ/সি নং ৪২৪১০৫২৫৯৭৪ (এইচবিএল) ৪২৪১০৮৬২৮৭৪ (সুরক্ষা) ৭,৯১,৩৫২.২৬ টাকা এবং সুদ সহ (সাত লাখ একানব্বই হাজার তিনশ বাহান্ন টাকা এবং ছাব্বিশ পয়সা) (এইচবিএল ৭,৪১,১৩৪.৩২ টাকা এবং সুদ সহ এবং সুরক্ষা ৫০, ২১৭.৯৪ টাকা এবং সুদ সহ) উপরে উল্লিখিত দুটি অ্যাকাউন্ট ০৪.০৯.২০২৫ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় মূল, চার্জ ইত্যাদি সহ

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দ্রষ্টব্য : ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ : ০৮.১১.২০২৫
স্থান - বোলপুর

অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

দত্তফুলিয়া শাখা
দত্তফুলিয়া রোড, পোস্ট ও থানা- দত্তফুলিয়া
জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১ ৫০৪

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮ (৬) ও ৯ (১) এর অনুবিধি দেখুন]
সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ (৬) ও ৯ (১) এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/এবং জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি (গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতিকী দখল** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার) এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **২৬.১১.২০২৫** তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", " যা আছে তা আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বকেয়া রাশি **৫৮,৯৫,৯৪৭.০০ টাকা** (আটান্ন লক্ষ পঁচানব্বই হাজার নয়শত সাতচল্লিশ টাকা মাত্র) **(বিবি ৪৭,১৫,২৩৩.০০ টাকা এবং এমওআই +এমওএক্স+এমএলই** ১১,৮০,৭১৪.০০) টাকা ০৫.১১.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া এবং তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ সহ **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, দত্তফুলিয়া শাখা, (সুরক্ষিত পাওনাদার)** এর বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য **ঋণগ্রহীতা- মেসার্স কৃষ্ণা এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী- শ্রী বাবলু ঘোষ,** গ্রাম- কুশবেরিয়া, পোস্ট অফিস- বারবারিয়া, থানা- ধানতলা, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১৫০১। **স্বত্বাধিকারী তথা বন্ধকদাতা- শ্রী বাবলু ঘোষ,** পিতা- বলাই চন্দ্র ঘোষ, গ্রাম- কুশবেরিয়া, পোস্ট অফিস - বারবারিয়া, থানা- ধানতলা, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১৫০১। **জামিনদার তথা বন্ধকদাতা- শ্রীমতী বন্দনা ঘোষ,** স্বামী-বলাই চন্দ্র ঘোষ, গ্রাম- কুশবেরিয়া, পোস্ট অফিস -বারবারিয়া, থানা- ধানতলা, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১৫০১। জামিনদার- শ্রীমতী মিঠু ঘোষ, স্বামী- বাবলু ঘোষ, গ্রাম - কুশবেরিয়া, পোস্ট অফিস- বারবারিয়া, থানা - ধানতলা, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১৫০১-এর থেকে।

ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে-

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা জামিনদার/ বন্ধকদাতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	ক) **ঋণগ্রহীতা: মেসার্স কৃষ্ণা এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী : শ্রী বাবলু ঘোষ,** গ্রাম - কুশবেরিয়া, পোস্ট অফিস- বারবারিয়া, থানা - ধানতলা, জেলা - নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১৫০১। **স্বত্বাধিকারী তথা বন্ধকদাতা: শ্রী বাবলু ঘোষ,** পিতা- বলাই চন্দ্র ঘোষ, গ্রাম- কুশবেরিয়া, পোস্ট অফিস- বারবারিয়া, থানা - ধানতলা, জেলা - নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১৫০১। **জামিনদার তথা বন্ধকদাতা: শ্রীমতী বন্দনা ঘোষ,** স্বামী- বলাই চন্দ্র ঘোষ, গ্রাম- কুশবেরিয়া, পোস্ট অফিস- বারবারিয়া, থানা - ধানতলা, জেলা - নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১৫০১। **জামিনদার: শ্রীমতী মিঠু ঘোষ,** স্বামী- বাবলু ঘোষ, গ্রাম - কুশবেরিয়া, পোস্ট অফিস - বারবারিয়া, থানা - ধানতলা, জেলা - নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১৫০১। খ) দত্তফুলিয়া শাখা	**জমি ও বিল্ডিং :** একতলা লোডবেয়ারিং এবং আরসিসি ফ্রেমযুক্ত কাঠামোবিশিষ্ট আবাসিক বিল্ডিং। ভবনের এলাকা , গ্রাউন্ড ফ্লোর ১০৬৬ বর্গফুট। ল্যান্ড মার্ক - কুশবেরিয়া কালী মন্দিরের কাছে। কুশবেরিয়া মৌজায় অবস্থিত জমি, জে.এল. নং ৭৬, মোট ১৭ ডেসিমেল এলাকা। এর মধ্যে ৫ ডেসিমেল জমি এল.আর. প্লট নং ১০৪৫, এল.আর. খতিয়ান নং ২৩৬০ এর অধীনে দত্তফুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত-এর মধ্যে অবস্থিত। এ.ডি.এস.আর.ও - রানাঘাট-২। স্বত্ব/ দানপত্র দলিল নং ২০১৭ সালের ০৫.০৪.২০১৭ তারিখের ১৩২৯, জমির প্রকৃতি- বাড়ি, যা বাবলু ঘোষের নামে রয়েছে। এবং ১২ ডেসিমেল জমি এল.আর. প্লট নং ১০৪৬, এল.আর. খতিয়ান নং ২২৮৮ এর অধীনে দত্তফুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত-এর মধ্যে অবস্থিত। এ.ডি.এস.আর.ও - রানাঘাট-২। স্বত্ব/ দানপত্র দলিল নং ২০২০ সালের ২৫.১১.২০২০ তারিখের ৩৮১০, জমির প্রকৃতি - বাড়ি, যা বন্দনা ঘোষের নামে রয়েছে। **উপরোক্ত সম্পত্তিগুলির চৌহদ্দি নিম্নরূপ: উত্তর:** রাস্তা। দক্ষিণ- নব কুমার প্রামাণিকের সম্পত্তি। পূর্ব- বাবলু ঘোষের সম্পত্তি। পশ্চিম- কার্তিক দত্তের সম্পত্তি।	৫৮,৯৫,৯৪৭.০০ টাকা (আটান্ন লক্ষ পঁচানব্বই হাজার নয়শত সাতচল্লিশ টাকা মাত্র) **(বিবি ৪৭,১৫,২৩৩.০০ টাকা এবং এমওআই+ এমওএক্স + এমএলই ১১, ৮০,৭১৪.০০) টাকা ০৫.১১.২০২৫** অনুযায়ী বকেয়া এবং তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ	ক) ৩৩,০০,০০০.০০ টাকা (তেত্রিশ লক্ষ টাকা মাত্র) **খ) ৩,৩০,০০০.০০ টাকা** (তিন লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30193114718** **ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা** **চ) বাস্তবিক দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হতে হবে

ই-অকশনের তারিখ এবং সময়: তারিখ -২৬.১১.২০২৫, সময়: সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্লাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - support.BAANKNET @psballiance.com** এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন- **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ সঙ্গে হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের **https://baanknet.com** ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তি টি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)- এর ও প্রতি

তারিখ: ০৬.১১.২০২৫, স্থান: দত্তফুলিয়া — অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস:
কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস
কলকাতা-৭০০ ০০১

পরিশিষ্ট ৪
[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল - ৮ (১) এর অধীনে]

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার ২২.০৭.২০২৫** তারিখে একটি **ডিমান্ড নোটিশ** জারি করে, **ঋণগ্রহীতা শ্রী মনোজ কুমার ভুঁইয়া (ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ বন্ধকদাতা),** আবাসিক ঠিকানা-১৬/১/এইচ/১, বিপ্লবী সারিন ঘোষ সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০৬৭। ব্যবসার ঠিকানা- পবিত্র হোসিয়ারি, বি/১৬/১/এইচ/১, বিপ্লবী বারিন ঘোষ সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০৬৭। ব্যবসার ঠিকানা- প্রতিমা গার্মেন্টস, ১৬/১/এইচ/৪৮/২৪, বিপ্লবী বারিন ঘোষ সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০৬৭। এবং **শ্রীমতী প্রতিমা ভুঁইয়া (ঋণগ্রহীতা/জামিনদার),** আবাসিক ঠিকানা- ১৬/১/এইচ/১, বিপ্লবী বারিন ঘোষ সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০৬৭। ব্যবসার ঠিকানা-পবিত্র হোসিয়ারি, বি/১৬/১/এইচ/১, বিপ্লবী বারিন ঘোষ সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০৬৭। ব্যবসার ঠিকানা-প্রতিমা গার্মেন্টস, ১৬/১/এইচ/৪৮/২৪, বিপ্লবী বারিন ঘোষ সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০৬৭, **অরবিন্দ সরণি শাখা, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** থেকে ঋণ গ্রহণকৃত-কে উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া ৭২,৮৪,৬৮১.০০ টাকা (বাহাত্তর লক্ষ চুরাশি হাজার ছয়শত একাশি টাকা মাত্র) ২১.০৭.২০২৫ অনুযায়ী পরিশোধ করার জন্য তাদের কে আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নেবর্ণিত সম্পত্তিগুলি দখল নিয়েছেন **৭ই নভেম্বর ২০২৫ তারিখে।**
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে সম্পত্তিগুলি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য এবং সম্পত্তিগুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে **৭২,৮৪,৬৮১.০০** টাকা (বাহাত্তর লক্ষ চুরাশি হাজার ছয়শত একাশি টাকা মাত্র) **২১.০৭.২০২৫** অনুযায়ী য়ী এবং তদুপরি সুদ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।
ঋণগ্রহীতা / জামিনদার / বন্ধকদাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত সম্পদগুলি উদ্ধার সংক্রান্ত সারফেইসি আইনের সেকশন ১৩ (৮) এর বিধানগুলির প্রতি।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তি: সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল আবাসিক ফ্ল্যাট, যা গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত এবং এর সুপার বিল্ট আপ এলাকা কমবেশি ৫০৪ বর্গফুট । ফ্ল্যাটটিতে সিমেন্টের মেঝে রয়েছে এবং এটিতে একটি বেডরুম, একটি বসার ঘর সহ খাবার ঘর, একটি রান্নাঘর এবং একটি বাথরুম/শৌচাগার রয়েছে। এছাড়াও, উপরে উল্লেখিত প্রথম তফসিলে বর্ণিত জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার বা স্বার্থ সহ সমস্ত সাধারণ এলাকা, স্থান, পথ ইত্যাদি ব্যবহার করার অধিকার রয়েছে। যার প্রেমিসেস নং ১৬/১এফ, বিপ্লবী বারিন ঘোষ সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০৬৭, থানা - মানিকতলা, কলকাতা - ৭০০ ০৬৭ এর অধীনে, কলকাতা পৌরসংস্থার সীমার মধ্যে, জেলা- কলকাতা। এটি ৪৯৬২/২০১৯ নং দলিলের মাধ্যমে অর্জিত।
মূল সম্পত্তির চৌহদ্দি: দক্ষিণ দিকে- ১০ ফুট বিপ্লবী বারিন ঘোষ সরণি। উত্তর দিকে- অন্যদের বাড়ি। পূর্ব দিকে- বেলা রানী চ্যাটার্জির বাড়ি। পশ্চিম দিকে- ভূষণ কুণ্ডুর বাড়ি।
ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি: উত্তর দিকে- সিঁড়ি। দক্ষিণ দিকে- ১০ ফুট বি. বি. ঘোষ সরণি। পূর্ব দিকে- ৩ ফুট ৯ ইঞ্চি সাধারণ পথ। পশ্চিম দিকে- ৪ ফুট ৫ ইঞ্চি সাধারণ পথ।

তারিখ: ০৭.১১.২০২৫
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার,
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট ৪ [রুল ৮(১) দেখুন]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ২য় ও ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১।

যেহেতু,
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ (২০০২ এর অ্যাক্ট ৫৪)-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক,** পাইকপাড়া শাখার অনুমোদিত অফিসার ২২.০৭.২০২৫ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, (১) মেসার্স সরকার অ্যাপারেলস **(স্বত্বাধিকারী: মধুসূদন সরকার) (ঋণগ্রহীতা), আবাসিক ঠিকানা- এম ২৮/১, হোল্ডিং নং ৫০/৪৩, আদর্শ পল্লী,** থানা- খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০ ১১৬। ব্যবসার ঠিকানা- ৩৬/সি, বি.এল. ঘোষ রোড, কলকাতা-৭০০ ০৫৭। **(২) শ্রী মধুসূদন সরকার,** পিতা- মৃত নগেন্দ্র চন্দ্র সরকার (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা), **মেসার্স সরকার অ্যাপারেলস এর স্বত্বাধিকারী।** আবাসিক ঠিকানা- এম ২৮/১, হোল্ডিং নং ৫০/৪৩, আদর্শ পল্লী, থানা - খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১১৬। ব্যবসার ঠিকানা-৩৬/সি, বি.এল. ঘোষ রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৫৭ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক পাইকপাড়া শাখা থেকে ঋণ গ্রহণকৃতগণ কে উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া ৩৮,৩৯,৯২৭.০০ টাকা (আটাশ লক্ষ উনচল্লিশ হাজার নয়শত সাতাশ টাকা মাত্র) ২১.০৭.২০২৫ অনুযায়ী পরিশোধ করার জন্য তাদের কে আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতা/ ঋণগ্রহীতার আইনি উত্তরাধিকারীগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ এর সাথে সেকশন ১৩ এর সাব সেকশন (৪) এর অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নেবর্ণিত সম্পত্তিগুলি দখল নিয়েছেন **৬ই নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে।**
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/ ঋণগ্রহীতার আইনি উত্তরাধিকারীগণ এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে সম্পত্তিগুলি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য এবং সম্পত্তিগুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে ৩৮,৩৯,৯২৭.০০ টাকা (আটাশ লক্ষ উনচল্লিশ হাজার নয়শত সাতাশ টাকা মাত্র) **২১.০৭.২০২৫** অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, পাইকপাড়া শাখার চার্জ সাপেক্ষে হবে।
ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত সম্পদগুলি উদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময় সংক্রান্ত আইনের সেকশন ১৩ এর সাব সেকশন (৮) এর বিধানগুলির প্রতি।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

মৌজা: খড়দহ-এর অন্তর্গত দুই তলা ইটের তৈরি আবাসিক ভবন সহ সমস্ত বাস্তু জমির সকল যার জে.এল. নং ২, তৌজি নং ১৪৫, খতিয়ান নং ৩২৫৯/১, আর.এস. দাগ নং (পুরাতন) ৩৩৭৯/৬৬২৫, ৩৩৩৯, ৬৬২৬, এল.আর. দাগ নং ৬৪৮৪, ৬৪৮৫, হোল্ডিং নং ৫০/৪৩, আদর্শ পল্লী, থানা- খড়দহ, ওয়ার্ড নং ২০। মোট কমবেশি ১ কাঠা ৬ ছটাক ২৫ বর্গফুট পরিমাপের জমি, যার উপর কমবেশি ৯৭৬ বর্গফুট আচ্ছাদিত এলাকা এবং কমবেশি ৩৮৪ বর্গফুট খোলা এলাকা সহ দুই তলা আবাসিক ভবন রয়েছে এবং সাধারণ পথ ব্যবহার করার অধিকার, প্রবেশ ও প্রস্থান করার অধিকার সহ। মধুসূদন সরকার-এর নামে ১৯৮৮ সালের ৪৭১ নং দলিলের (বাংলা কোবালা) মাধ্যমে সম্পাদিত।

তারিখ: ০৬.১১.২০২৫
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার,
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI — এসবিআই, হোম লোন সেন্টার রাজারহাট (১৬৮২২)

বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার ২ এর নিকট, নিউ টাউন, সন্তোষ চেম্বার
ব্লক - এ, ৩য় তল, রাজারহাট নিউটাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া
পো - হাতিয়ারা, কলকাতা - ৭০০১৬১ ই-মেল - sbi.16822@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর নং ৩) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে দাবি নোটিশ **২৭.০৮.২০২৫** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী কৌশিক মালাকার** পিতা কমল মালাকার, ফ্ল্যাট নং ৪এফ, ৫ম তল, ১৪৯ সতীন সেন নগর, ওয়ার্ড নং ১০, নিউ ব্যারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটি, কলকাতা - ৭০০০৬৫ এবং ২৫০ নার্সারি স্কুল রোড, কালায়ন নগর ভায়া পানশিলা, কলকাতা - ৭০০১১২ নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২১,২৩,৭১১.০০ টাকা (একুশ লাখ তেইশ হাজার সাতশ এগার টাকা) ২৭.০৮.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৭ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেনে **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** নিকট বকেয়া **২১,২৩,৭১১.০০ টাকা (একুশ লাখ তেইশ হাজার সাতশ এগার টাকা) ২৭.০৮.২০২৫ অনুযায়ী** অধার্য সুদ সহ পরবর্তী সুদ, ব্যয়, তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ:

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৪এফ, ৫ম তলে, পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯২৯ বর্গফুট কমবেশি , দুই বেড রুম, এক ডাইনিং, এক কিচেন, দুই টয়লেট, এক ব্যালকনি উক্ত ভবনে পরিচিত কমলা অ্যাপার্টমেন্ট নামে সংযুক্ত হোল্ডিং নং ১৪৯, সতীন সেন নগর, ওয়ার্ড নং ১০, নিউ বারাকপুর পুরসভা অধীন, এডিএসআরও বারাকপুর, বর্তমান সোদপুর, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ স্বার্থ সকলের সঙ্গে সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ। উক্ত ফ্ল্যাট অবস্থিত মেট সংযুক্ত বাস্তু জমি পরিমাপ ৯ কাঠা ২ ছটাক ৩৬.৫ বর্গফুট কমবেশি এবং জি-৪ তলা ভবন, মৌজা : আগাপুর, থানা : খড়দহ, বর্তমানে : ঘোলা, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, জেএল নং ৩২, ৩৩, আরএস নং ৯৪, তৌজি নং ১৭২, সিএস খতিয়ান নং ৭৬, এলআর খতিয়ান নং ১১৯১, ১১৯৫, ১১৯৪, ১১৯৩, ১১৯২ এবং ৫২১/৩, ৩৫০,বর্তমানে এলআর খতিয়ান নং ১১১৭,সিএস দাগ নং ৩৯০,আরএস দাগ নং ৩৯০, ৩৯০/৮২২, এলআর দাগ নং ১০৩৩, ১০৩৪, ১০৩৮, সংযুক্ত হোল্ডিং নং ১৪৯, সতীন সেন নগর, ওয়ার্ড নং ১০, নিউ বারাকপুর পুরসভা অধীন, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫২৪-২০২২, পৃষ্ঠা ৩৫৬৯১৬ থেকে ৩৫৬৯৪৪, **দলিল নং ১৫২৪১০৯১৩-২০২২।** সম্পত্তি শ্রী কৌশিক মালাকার, পিতা কমল মালাকার এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ১৭ ফুট চওড়া সতীন সেন নগর; দক্ষিণে : উপেন রাজ; পূর্বে : কমল পাল; পশ্চিমে : এস মল্লিক।

বিঃদ্রঃ দখলের নোটিশটি ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাদের কাছে পাঠানো হয়েছে। যদি ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা তা না পেয়ে থাকেন, তাহলে এই নোটিশটিকে পরিষেবার একটি বিকল্প পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

তারিখ - ০৭.১১.২০২৫
স্থান - রাজারহাট

অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

নিউ হিন্দ সিল্ক হাউস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)

রেজিস্টার্ড অফিস : ১১১এ, পার্ক স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত-৭০০০১৬
লিকুইডেটর : বিনয় কুমার সিংহানিয়া
আইবিবিআই ঠিকানা : প্রযত্নে বি কে এস অ্যান্ড কোং, ডায়মন্ড হেরিটেজ ১৬ স্ট্র্যান্ড রোড, ইউনিট ৫১৯, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১
ইমেল আইডি : binay1@yahoo.com যোগাযোগ নম্বর : +৯১ ৯৪৩৩০৬৮৭৯০
ই-নিলাম - ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে সম্পদ বিক্রয়
কর্পোরেট ডেটরের ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ২৬ নভেম্বর ২০২৫
সময় : বিকাল ৪টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত (প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রাসরণ সহ)
নিলাম প্ল্যাটফর্মে প্রাক-যোগ্যতা নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ
২৪ নভেম্বর, ২০২৫ দুপুর ২টা পর্যন্ত।
ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ২৪ নভেম্বর ২০২৫ দুপুর ২টা পর্যন্ত

নিউ হিন্দ সিল্ক হাউস প্রাইভেট লিমিটেড- দেউলিয়াগ্রস্ত এর লিকুইডেশন এস্টেটের অংশ হিসেবে বিক্রয় করা হবে, যা **১৩.০৬.২০২৪** তারিখের আদেশ অনুসারে মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত লিকুইডেটর কর্তৃক। বিক্রয়টি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে করা হবে - **https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home**

বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	ইএমডি	ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ
ব্লক এ (অ্যাসেট আইডি ২৩০৬)			
ফার্নিচার এবং ফিক্সচার, প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি, কম্পিউটার, অফিস সরঞ্জাম এবং তালিকাসহ, ১১১এ, পার্ক স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০১৬ বিক্রি এবং **অ-চলতি সম্পদ এবং স্বল্প মেয়াদি এবং দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ এবং অগ্রিম এবং অন্যান্য চালু সম্পদ সহ বিক্রি-** **১. অতালিকাভুক্ত পাবলিক কোম্পানি এর শেয়ারে বিনিয়োগ** **২. বিলম্বিত কর সম্পদ** **৩. দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ এবং অগ্রিম** **৪. সিকিউরিটি ডিপোজিট** **৫. ট্রেড রিসিভেবল** **৬. স্বল্প মেয়াদি ঋণ এবং অগ্রিম নগদ এবং নগদ সমতুল**	৪,৬০,০০,০০০ (চার কোটি ষাট লাখ) টাকা	৪৬,০০,০০০ (ছেচল্লিশ লাখ টাকা) টাকা	১,০০,০০০ (এক লাখ টাকা) টাকা

দ্রষ্টব্য : অনুগ্রহ করে কর্পোরেট ডেটরের মালিকানাধীন সম্পদ বিক্রির বিস্তারিত ই-নিলাম নথি দেখুন EAUCTION/2025/01 /

বিক্রয়ের শর্তাবলী নিম্নরূপ :

১. ই-নিলাম "যেখানে যেমন আছে" "যেখানে যা আছে", "যেমন আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" পরিচালিত হবে কারণ এই ধরনের বিক্রয় আইবিবিআই ই-নিলাম পোর্টালে **https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home**-এ অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে কোনও ধরণের ওয়ারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়াই করা হবে।
২. সকল আবেদনকারীকে ইএমডি জমা দেওয়ার এবং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগে ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথিতে উল্লিখিত শর্তাবলী পর্যালোচনা করার জন্য বাধ্যতামূলকভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে। লিকুইডেটরের সাথে **binay1@yahoo.com; ip.newhind@gmail.com** এ যোগাযোগ করা যেতে পারে।
৩. এসসিসি-এর সাথে পরামর্শ করে দরপত্র ঘোষণার পর, লিকুইডেটর সফল দরদাতাকে একটি লেটার অফ ইনটেন্ট (এলওআই) জারি করবেন এবং অবশিষ্ট অর্থের বিবেচনা চাইবেন। (ই-নিলাম নথিতে উল্লিখিত বিস্তারিত শর্তাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে)। প্রাথমিক ইএমডি এবং আরও ইএমডি হিসাবে জমা করা পরিমাণ চূড়ান্ত বিক্রয় মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে এবং সফল দরদাতাকে অবশিষ্ট অর্থের একটি সমন্বয়কৃত পরিমাণ বিক্রয় মূল্য পরিশোধ করতে হবে। উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে সফল দরদাতা কর্তৃক অবশিষ্ট অর্থ জমা না করলে সফল দরদাতা কর্তৃক জমা করা সম্পূর্ণ অর্থ (ইএমডি + অন্য যেকোনো পরিমাণ) বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৪. আগ্রহী ডাকদাতার ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় নথি সংযুক্ত করুন ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে।
৫. স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে যে এই আমন্ত্রণপত্রটি সম্ভাব্য দরদাতাদের আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্যে এবং বিক্রয় কার্যকর করার জন্য লিকুইডেটর বা কোম্পানির পক্ষ থেকে কোনও ধরণের বাধ্যবাধকতা তৈরি করে না। লিকুইডেটর কোনও কারণ ছাড়াই এবং কোনও দায়বদ্ধতা ছাড়াই প্রক্রিয়াটি বাতিল বা পরিবর্তন করার এবং/অথবা কোনও আগ্রহী পক্ষ/সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী/দরদাতাকে গ্রহণ না করার এবং/অথবা অযোগ্য ঘোষণা করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
৬. দরদাতা BAANK NET প্ল্যাটফর্ম **https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home**-এ নিলাম এবং নিবন্ধনের নির্দেশিকা পড়তে পারবেন। আগ্রহী দরদাতাদের ওয়ালেটের মাধ্যমে BAANK NET-এ বায়না জমা (ইএমডি) পরিমাণ জমা দিতে হবে।
৭. BAANK NET-এর পক্ষ থেকে কোনও প্রযুক্তিগত ত্রুটি বা সিস্টেম সমস্যার ক্ষেত্রে, লিকুইডেটর দায়ী থাকবে না। ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য তাদের সক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য দরদাতা সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। তবে, কোনও প্রশ্ন বা সহায়তার ক্ষেত্রে আগ্রহী ক্রেতাকে নিলাম নথির আরও শর্তাবলী সাপেক্ষে নির্ধারিত নিলামের ২৪ ঘন্টা আগে লিকুইডেটরের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।
৮. ইচ্ছুক দরদাতাদের, তাদের দরপত্র জমা দেওয়ার আগে, ব্যক্তিগতভাবে সম্পদের মান বা নথি দেখতে পারেন নিজ ব্যয়ে এবং সন্তুষ্টির জন্য। উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি সম্ভাব্য দরদাতারা প্রাক অনুমতি সাপেক্ষে স্থান পরিদর্শন করতে পারবেন; শ্রী বিনয় কুমার সিংহানিয়ার সাথে যোগাযোগ করতে হবে। ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী নির্ধারিত সময়ে নিলাম পরিচালনা করবে।
৯. ই-নিলামের তারিখ ও সময় : **২৬ নভেম্বর ২০২৫ বিকেল ৪টে থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত (৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)।**

লিকুইডেটর
শ্রী বিনয় কুমার সিংহানিয়া
নিউ হিন্দ সিল্ক হাউস প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-001/IP-P00041/2017-18/10102
ই-মেইল binay1@yahoo.com যোগাযোগ নং +৯১ ৯৪৩৩০৬৮৭৯০

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৮.১১.২০২৫

SBI

শাখা - স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, কলকাতা (০৫১৭১)
শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/অংশীদার/ জামিনদাতা এবং আইনি উত্তরাধিকারীর নাম এবং ঠিকানা	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	মোট বকেয়া (নোটিশের তারিখ অনুযায়ী)
১	**শ্রী সিদ্ধার্থ ভৌমিক,** পিতা দুলাল রঞ্জন ভৌমিক, ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্কের নিকট, অশোক নগর, জলপাইগুড়ি, জেলা জলপাইগুড়ি, পিনকোড -৭৩৫১০১। **শাখার নাম : এসবিআই নিউটাউন রাজারহাট শাখা।**	**অংশ-১** নেই **অংশ -২ বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অ্যাপার্টমেন্ট নং ২১ বি, বাইশতম তলায়, ব্লক-২, মোট পরিমাপ ১৩৭৬ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া (কমবেশি) এবং তদস্থিত সম্পূর্ণ নিজস্ব টেরেস সংলগ্ন উক্ত অ্যাপার্টমেন্টের পরিমাপ ৪৮ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া (কমবেশি) এবং ১২১৬ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া (নিজস্ব ব্যালকনি), একটি মাঝারি মাপের যাত্রীবাহী গাড়ি পার্কের মাল্টিলেভেল মেকানিক্যাল কার পার্কিং স্পেস (এক স্লট), এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ ভবনের চাতাল এবং সকলের ব্যবহারের জায়গা যাবতীয় সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ যা তপশিল -ই তে বর্ণিত মতে উক্ত প্রকল্প **মার্লিন আইল্যান্ড**, প্রেমিসেস নং ২০৯,পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৯।	২০.০৯.২০২৫	১৫.০৩.২০২৫	**১,০০,৫৯,৮৯৮.০০ টাকা** (এক কোটি উনষাট হাজার আটশ আটানব্বই টাকা) **২০.০৯.২০২৫** অনুযায়ী। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের সহিত পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দ্রষ্টব্য : এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে জানানো হচ্ছে যে সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ : ০৮.১১.২০২৫
স্থান - কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে যা এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

দখলগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি
[আইন-8(1)]

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক (রিস্টহোয়াইল, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লি.এল&টি ফাইনান্স লি.-এর সঙ্গে একত্রিত হয়েছে অ্যামালগামেশন স্কীমের অধীনে যেভাবে অন্তর্ভুক্তিকরণ অনুমোদিত এনসিএলটি মুম্বাই দ্বারা সেইসঙ্গে এনসিএলটি কলকাতা, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লিমিটেড একত্রিত হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড ('এলটিএফ') যা হয়েছে 12ই এপ্রিল, 2021) সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্স অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সোসাইটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 অনুসারে, এবং উক্ত আইনের ধারা 13(12) প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যাতে উক্ত আইন পড়া হয় [আইন 3] সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) আইন, 2002 অনুসারে যা ইস্যু হয়েছে ডিমান্ড নোটিশে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্সদের আহ্বান জানিয়ে যাতে পুন:প্রদান করা হয় ডিমান্ড নোটিশে উল্লেখিত অ্যামাউন্ট উক্ত নোটিশ প্রকাশিত হওয়ার 60 দিনের মধ্যে এবং পরবর্তী সুদ এব অন্যান্য চার্জেস ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন তারিখ পর্যন্ত। ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স অ্যামাউন্ট পুন:প্রদানে ব্যর্থ হলে, এতৎদ্বারা নোটিশ জারি করা হবে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে যে নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন উক্ত আইনের ধারা 13-এর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যা আইন 8-এর এই নোটিশের রুলস অনুসারে পড়া হয়।

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহণকারী / রা এবং সহ-ঋণগ্রহণকারী / রা এবং গ্যারেন্টারের নাম	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	ডিমান্ড নোটিশ: তারিখ	ডিমান্ড নোটিশ: বকেয়া অ্যাকাউন্ট (₹)	তারিখ এবং পজেশনের গ্রহণের ধরণ
H035020705 22085621 & H035020705 22085621G	1. বিক্রমজীৎ নাথ – ঋণগ্রাহীতা	অনুসূচি-I ফ্ল্যাট•ইউনিটের সমস্ত খণ্ড ও অংশের কম–বেশী 1281.25 বর্গফুট (কার পার্কিং জায়গা ছাড়া) পরিমাপ হওয়া সুপার বিল্ট–আপ এরিয়া যুক্ত দক্ষিণ দিকে (পিছনের অংশে) থার্ড ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং –3, যেটা দক্ষিণ 24 পরগণা জেলাতে, মিউনিসিপ্যাল পরিসর নং – 24/1, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক রোড, থানা – যাদবপুর, কোলকাতা – 700 032–এর অংশে এবং কথিত পরিসর কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল অফ কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে মৌজা – যাদবপুর, জে.এল. নং 35, সি.এস. খতিয়ান নং 66, সি.এস. দাগ নং 19, ওয়ার্ড নং 96–তে আছে ও অবস্থিত।	09-05-2025	06/05/2025 তারিখের হিসাবে টাঃ73,77,768.87/– (তিয়াত্তর লাখ সাতাত্তর হাজার সাতশো আটষট্টি টাকা সাতাশি পয়সা)	বাস্তবিক দখল 04–11–2025

বিশেষ করে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তির কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনও রকম লেনদেনের জন্য এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্বারা উক্ত ডিমান্ড নোটিশে ঘোষিত অ্যামাউন্ট ধার্য করা হবে একত্রে সেই সঙ্গে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন পর্যন্ত ধার্য করা হবে।

তারিখ: 08.11.2025
স্থান: কলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

SBI

হোম লোন সেন্টার কলকাতা
"অবনি হাইট", ৫৯এ, চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা - ৭০০০২০
লোকেশন : মেট্রো রেলওয়ে স্টেশন-রবীন্দ্র সদন
এক্সাইড বিল্ডিংয়ের নিকট **ইমেল : sbi.04490@sbi.co.in**

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) এর অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা / শাখার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	মোট বকেয়া (নোটিশের তারিখ অনুযায়ী)
১	**শ্রী শুভম দে** পিতা স্বপন দে, **সিপয় স্বপন কুমার দে,** পিতা মৃত্যুঞ্জয় দে, **উভয়ের ঠিকানা :** গ্রাম : খিরিন্দা, পো : কৃষ্ণপ্রিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন : ৭২১১৪০ , **আরও ঠিকানা :** অ্যাপার্টমেন্ট নং -ই, ব্লক -বি, উত্তর পূর্ব দিকে,৫মতলে, ফ্ল্যাটিরন ফেজ -২, ক্রিসলার কমপ্লেক্স, ১২ জে এন সরকার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৪৮। **শ্রীমতি তনুশ্রী দে,** স্বামী শ্রী শুভম দে। **ঠিকানা :** কাঁটাচৌকি, বাহাদুরপুর,পিঙ্গলা, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন - ৭২১১৪০ **আরও ঠিকানা :** অ্যাপার্টমেন্ট নং -ই, ব্লক -বি, উত্তর পূর্ব দিকে,৫মতলে, ফ্ল্যাটিরন ফেজ -২, ক্রিসলার কমপ্লেক্স, ১২ জে এন সরকার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৪৮। **হোম লোন এ/সি নং ৪৩৩১৪২৮৩৯৬০, সুরক্ষা লোন এ/সি নং -৪৩৩২৭৮৯৬০৪৪। শাখার নাম : হাতিবাগান (কলকাতা) শাখা (১৫০৩)।**	**অংশ-১ :** দায়বদ্ধতার ধরন : নেই **অংশ-২ : স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ং-সম্পূর্ণ ২বিএইচকে ফ্ল্যাট/অ্যাপার্টমেন্ট নং ই, উত্তর পূর্ব দিকে, পঞ্চম তলে, ব্লক - বি (সাধারণভাবে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত ফ্ল্যাট/ অ্যাপার্টমেন্ট নং ই-৪), মোট বিল্ট আপ এরিয়া ৬৫৯ বর্গফুট (সমপরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮২৪ বর্গফুট, কমবেশি, দুই টি বেড রুম, উন্নত টাইস এর মেঝে, এক ড্রইং তথা ডাইনিং, এক কিচেন, এক বারান্দা, এক কমন বাথ প্রিভি এবং এক সংলগ্ন বাথ এবং প্রিভি, অবিভক্ত সিঁড়ি, চাতালের ভোগ দখলের অধিকার উক্ত ভবনে পরিচিত ফ্ল্যাটরন (ফেজ ২) ক্রিসলার কমপ্লেক্স এবং অবিভক্ত জমি সম্পত্তির যথযথ ভাগ অংশ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ। উক্ত ফ্ল্যাট নির্মিত বাস্তু জমি পরিমাপ ১৩ কাঠা ১ ছটাক ৪০ বর্গফুট কমবেশি সংযুক্ত হোল্ডিং নং ১৫(পুরানো হোল্ডিং নং ১২, জে এন সরকার স্ট্রিট, এবং সংযুক্ত প্রেমিসেস নং ১২ জে এন সরকার স্ট্রিট, আরএস দাগ নং ২৮১, ২৮২, ২৮৩ এবং ২৮৫, আরএস খতিয়ান নং ৬৪৬, ৬৫৭, এবং ৭৩১, মৌজা : দক্ষিণদাড়ি, জেএল নং ২৫, আরএস নং ২৫(জি ডি ১),তৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৩,ডিহি পঞ্চান্নগ্রাম,ডিভিশন-২, সাব ডিভিশন ৬, থানা : পূর্বতন দম দম, বর্তমানে লেক টাউন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, বর্তমানে ওয়ার্ড নং ৩২ দক্ষিণ দম দম পুরসভা অধীন। স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৯০১-২০২৪, পৃষ্ঠা ১০৬১৯ থেকে ১০৬৬৯। **দলিল নং ১৯০১০০২২৪- ২০২৪ সালের। সম্পত্তি শ্রী শুভম দে** পিতা স্বপন দে এবং শ্রীমতি তনুশ্রী দে স্বামী শ্রী শুভম দে এবং **সিপয় স্বপন কুমার দে** পিতা মৃত্যুঞ্জয় দে এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্রেমি নং ১১/১/২,জে এন সরকার স্ট্রিট , কলকাতা - ৭০০০৪৮; দক্ষিণে : ৮ ফুট সাধারণ চলার পথ; পূর্বে : জে এন সরকার স্ট্রিট; পশ্চিমে : ৮ ফুট সাধারণ চলার পথ।	৩১.১০.২০২৫	০২.১০.২০২৫	**২৭,৫৫,০১৭.৪২ টাকা** (সাতাশ লাখ পঞ্চান্ন হাজার সতের টাকা এবং বিয়াল্লিশ পয়সা) **৩১.১০.২০২৫** অনুযায়ী। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের সহিত পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দ্রষ্টব্য : ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ : ০৮.১১.২০২৫
স্থান - কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - তপন কুমার রায়, ই-মেল আইডি -sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল - ০৮০০১২০৭৮১১

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **কার্যকরী দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ১০.১২.২০২৫
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রয়দত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য / খ) ইএমডি ১০ শতাংশ / গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	ঋণগ্রহীতা: **মেসার্স শ্রীকৃষ্ণ এন্টারপ্রাইজ** গ্রাম : সাঁকোটি, কালিয়ারা নং ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো :হাট সুলতানপুর,জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর,পিন - ৭২১১৪৯। **শ্রীমতি কাকলি ঘোষ** স্বামী প্রয়াত শৈলেন্দ্র নাথ ঘোষ **শ্রী অর্ঘ্য ঘোষ** পিতা এবং প্রয়াত শৈলেন্দ্র নাথ ঘোষের আইনি উত্তরাধিকারী, **উভয়ের ঠিকানা :** এ-৬, মেট্রোপলিটান কো-অপারেটিভ এইচএসজি সোসাইটি, ক্যানাল সাউথ রোড, কলকাতা- ৭০০১০৫, **আরও ঠিকানা :** বি-৪৭, মেট্রোপলিটান কো অপারেটিভ এইচএসজি সোসাইটি, ক্যানাল সাউথ রোড, কলকাতা- ৭০০১০৫।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্যাক্টরি জমি এবং ভবন , জেএল নং ৫০৫, খতিয়ান নং ৭৬, ১৩৫, প্লট নং ৪৮৯, ৪৫৮ এবং ৪৫৭/৫৫২, অবস্থিত মৌজা : সাঁকোটি, এনএইচ-৬, কালিয়ারা নং ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো : হাট সুলতানপুর,থানা : খড়গপুর, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, -৭২১১৪৯, পরিমাপ মোট এরিয়া ২.১৫ একর (পরিবর্তিত ২.১৪ একর), নথিভুক্ত এবং রেজিস্ট্রিকৃত **মেসার্স শ্রীকৃষ্ণএন্টারপ্রাইজ** এর অনুকূলে, **দলিল নং ১-৩০৯৫ -১৯৮২ এবং ১-৩০৯৮-১৯৮২** অধীন। **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের কার্যকর স্বত্বাধীনে।**	৮০,৫০,৩৯৬.০০ টাকা **(আশি লাখ পঞ্চাশ হাজার তিনশ ছিয়ানব্বই টাকা) ৩১.১০.২০২৫ অনুযায়ী এবং** ০১.১১.২০২৫ থেকে চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ বকেয়া	ক) ২,৮৪,০০,০০০.০০ টাকা খ) ২৮,৪০,০০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৭০১৯২২৩৬৯৬ **পর্যবেক্ষণের তারিখ ০৩.১২.২০২৫**

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা যোগাযোগ করুন ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ০৮.১১.২০২৫
স্থান : কলকাতা

কোনও অসুবিধার ক্ষেত্রে ইংরাজি মাধ্যম প্রাধান্য পাবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস- কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ২য় এবং ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - ৪ -এ [রুল ৬(২) এর বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৬(২) -এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পাদি বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ চার্জকৃত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি যার **বাস্তবিক দখল** নিয়েছেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, মুকুল বোস রোড শাখা (সুরক্ষিত ঋণদাতা)** -এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে **"যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে", এবং "সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে"**, আগামী ১০.১২.২০২৫ তারিখে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, মুকুল বোস রোড শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)**-এর বকেয়া প্রাপ্য **৮৩,৭৪,২৬৪.৫৩ টাকা** (তিরাশি লক্ষ চুয়াত্তর হাজার দুইশত চৌষট্টি টাকা ও তিপ্পান্ন পয়সা মাত্র) **১৯.১১.২০২৫** অনুযায়ী তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ আদায়ের জন্য **মেসার্স বীনা অষ্টমী ড্রেসেস (মালিকানাধীন ফার্ম)**, ১৪/সি, রায়পুর রোড, ১ম ফ্লোর, থানা - যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৯২ এছাড়াও- ১৪, রায়পুর রোড, ১ম ফ্লোর, থানা- যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৯২- এর থেকে।
ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে।

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) বিড বর্ধিত পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	ক) **১. মেসার্স বীনা অষ্টমী ড্রেসেস (মালিকানাধীন ফার্ম)** ১৪/সি, রায়পুর রোড, ১ম ফ্লোর, থানা- যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৯২। এছাড়াও- ১৪, রায়পুর রোড, ১ম ফ্লোর, থানা - যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৯২। **২. শ্রী স্বদেশ রঞ্জন গিরি (মেসার্স বীনা অষ্টমী ড্রেসেস-এর স্বত্বাধিকারী)** ১৪/সি, রায়পুর রোড, ১ম ফ্লোর, থানা - যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৯২। এছাড়াও- ১৪, রায়পুর রোড, ১ম ফ্লোর, থানা - যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৯২। **৩. সুমিত্রা গিরি (জামিনদার ও বন্ধকদাতা)** ১৪/সি, রায়পুর রোড, ১ম ফ্লোর, থানা - যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৯২। এছাড়াও- ১৪, রায়পুর রোড, ১ম ফ্লোর, থানা - যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৯২। খ) মুকুল বোস রোড শাখা	**১৪/সি, রায়পুর রোড, পোস্ট - রিজেন্ট এস্টেট, কলকাতা-৭০০০৯২ প্রেমিসেসে অবস্থিত অস্থাবর সম্পত্তি/প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতি ।** ৫ সংখ্যক পুরাতন সেলাই মেশিন, স্টিম আয়রন মেশিন, ১টি ওজন মাপার মেশিন, কাটিং টেবিল, লম্বা টেবিল, একটি ট্রলি, পাখা, লাইট, সিসি ক্যামেরা ইত্যাদি।	৮৩,৭৪,২৬৪.৫৩ টাকা (তিরাশি লক্ষ চুয়াত্তর হাজার দুইশত চৌষট্টি টাকা ও তিপ্পান্ন পয়সা মাত্র) ১৯.১১.২০২৫ অনুযায়ী তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ।	ক) ৩৫,২০০.০০ টাকা (*) (পঁয়ত্রিশ হাজার দুইশত টাকা মাত্র) খ) ৩,৫২০.০০ টাকা (তিন হাজার পাঁচশত বিশ টাকা মাত্র) যা ই-নিলামের তারিখ ও সময়ের আগে পোর্টালে জমা দিতে হবে। গ) **১,০০০.০০ টাকা** (এক হাজার টাকা মাত্র) ঘ) **IDIB30011479677A** ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই। চ) বাস্তবিক দখল।

যোগাযোগের বিবরণ : ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হতে হবে।

পরিদর্শনের তারিখ: ১১.১১.২০২৫ থেকে ০৯.১২.২০২৫, সময়: সকাল ১০.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ১০.১২.২০২৫, সময়: সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম , (১) https:// www.baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট (**https://baanknet.com**) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০**, ইমেইল আইডি- **support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন- **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ সঙ্গে **হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ এ যোগাযোগ করুন।**
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তি টি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)- এর ও প্রতি

তারিখ: ০৪.১১.২০২৫
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, এসি মার্কেট বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০০৭১

দাবি নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	প্রাপ্ত ঋণ অধীনে সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) নোটিশের তারিখ খ) এনপিএ তারিখ (কার্যকর হইতে)	বকেয়া (দাবি) টাকা	প্রদত্ত ঋণ পরিমাণ
১. মেসার্স সুজিত অ্যান্ড নিবেদিতা ফিলিং স্টেশন, পন্ডিতপুর, দুবরাজপুর, বীরভূম, পিন - ৭৩১১২৩। **২. শ্রী সুদীপ্ত কবিরাজ (স্বত্বা.)** পিতা সুজিত কুমার কবিরাজ, আচার্য্য পাড়া, দুবরাজপুর এম, বীরভূম, পিন -৭১১২৩।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি অবস্থিত মৌজা : বেলেসুলি, জেএল নং ১৩৯, হাল খতিয়ান নং ৭৬০, ৭৫৯, দাগ নং ১৩০, এরিয়া পরিমাপ আনুমানিক কমবেশি ৪.২০ ডেসিমেল, থানা : দুবরাজপুর, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস দুবরাজপুর, জেলা : বীরভূম। সম্পত্তি সুদীপ্ত কবিরাজের নামে।	ক) ২৫.০৭.২০২৫ খ) ১৮.০৬.২০২৫	**৫০,৮৭,৬৮৯ টাকা** এ/সি নং ************ ৩৩৬৪ অধীন নোটিশে উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী বকেয়া, চুক্তির সমাপ্তির সময় প্রদেয় পরিমাণ চুক্তি ভিত্তিক সুদের হারে যা পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত।	৫০,০০,০০০ টাকা
১. মেসার্স ভয়েজার হেলথ কেয়ার, ৯৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, কালুয়া জোকা,কলকাতা-৭০০১০৪। **২. শ্রী দেবাশিস সাধুখাঁ (অংশীদার)** পিতা নিমাই সাধুখাঁ, ২/১০বি, বিজয়গড় কলোনি (যাদবপুর সেন্ট্রাল রোড), ওয়ার্ড নং ২, প্রেমিসেস নং ১-৩৪, কলকাতা- ৭০০০৩২। **৩. শ্রী সুপ্রকাশ কোলে (অংশীদার)** পিতা সুনীল কুমার কোলে, এম জি রোড, চক ঠাকুরানি, জোকা, হরিদেবপুর,দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১০৪।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ আনুমানিক ১ কাঠা ১৩ ছটাক ৩৮ বর্গফুট এবং তদস্থিত অসম্পূর্ণ দোতলা ভবন পরিমাপ এরিয়া ১৬০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া (একতলায় ৮০০ বর্গফুট এবং দোতলায় ৮০০ বর্গফুট), সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ অবস্থিত মৌজা - পূর্ব বড়িশা, জেলে নং ২৩ পরগনা- খাসপুর, তৌজি নং ১-৬, ৮-১০, ১২-১৬, খতিয়ান নং ১১১৮, দাগ নং ৩১৭৬, থানা : ঠাকুরপুকুর বর্তমানে হরিদেবপুর, জোকা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধিক্ষেত্রে, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এডিএসআর বেহালা, ডিএসআর-২, আলিপুর, এবং **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** প্লট নং ৯ (গোমসের জমি); **দক্ষিণে :** প্লট নং ১১ (জয়ন্তী মজুমদারের জমি); **পূর্বে :** ১২ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ; **পশ্চিমে :** জমি অংশ দাগ নং ৩১৭৭। সম্পত্তি দেবাশিস সাধুখাঁ এর নামে।	ক) ২৫.০৭.২০২৫ খ) ২৩.০৬.২০২৫	**৪০,০০,০০০ টাকা** এ/সি নং ************ ৯৯২০ অধীন নোটিশে উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী বকেয়া, চুক্তির সমাপ্তির সময় প্রদেয় পরিমাণ চুক্তি ভিত্তিক সুদের হারে যা পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত।	৪০,০০,০০০ টাকা
১. এস এস এন্টারপ্রাইজ (স্বত্বা. সংস্থা) ৩ নং কলোনি, দালালপাড়া, বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৪১১। **২. শ্রী সোমনাথ নন্দী (স্বত্বা/ জামিনদাতা),** পিতা বিশ্বনাথ নন্দী, ৩ নং কলোনি, দালালপাড়া, বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৪১১। **৩. শ্রী জয়দেব নন্দী (জামিনদাতা)** পিতা তারক নাথ নন্দী, ৩ নং কলোনি, দালালপাড়া, বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৪১১। **৪. শ্রী প্রীতম নন্দী (জামিনদাতা)** পিতা জয়দেব নন্দী, ৩ নং কলোনি, দালালপাড়া, বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৪১১।	**সমপরিমাণ জামিন :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ২২.৫ ডেসিমেল অবস্থিত জেলা উত্তর ২৪ পরগনা,থানা : বসিরহাট, বসিরহাট পুরসভা, মৌজা বসিরহাট, জেএল নং ৪৩, আরএস খতিয়ান নং ৫১৯,এলআর খতিয়ান নং ১১২৬৪, পুরানো ওয়ার্ড নং ১২, নতুন ওয়ার্ড নং ১৩, দাগ নং ৭৮৫, পরিমাপ আনুমানিক ২২.৫ ডেসিমেল। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** কবরখানা; **দক্ষিণে :** সড়ক; **পূর্বে :** শিবুপদ দাস এবং অন্যান্য; **পশ্চিমে :** লখন দাস এবং সড়ক। সম্পত্তি জয়দেব নন্দী ওরফে জয়দেব কুমার নন্দী এর নামে।	ক) ২৬.০৯.২০২৫ খ) ০৫.০৪.২০২৫	**৩৫,৭০,৩২১.৯৭ টাকা** এ/সি নং ************ ৫৮৭৬ অধীন ০৫.০৪.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০৫.০৪.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ)	৩৫,০০,০০০ টাকা

নোটিশের বিকল্প পরিষেবার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতাদের এবং/অথবা গ্যারান্টারদের (যেখানে প্রযোজ্য) তাদের এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ভবিষ্যতের সুদ এবং প্রযোজ্য চার্জ সহ উপরে উল্লিখিত বকেয়া পাওনার পরিমাণ পরিশোধ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যা ব্যর্থ হলে এই নোটিশের তারিখের ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অনুসারে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উক্ত আইনের ধারা ১৩(১৩) এর অধীনে, কোন ঋণগ্রহীতা, উপ-ধারা (২) তে উল্লেখিত নোটিশ প্রাপ্তির পরে, বিক্রয়, ইজারা বা অন্যথায় উল্লিখিত তার সুরক্ষিত সম্পদের মাধ্যমে হস্তান্তর করবেন না সুরক্ষিত পাওনাদারের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়াই।
সারফায়েসি আইন, ২০০২-এর ধারা ১৩-এর উপধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, ঋণগ্রহীতাদের কাছে সুরক্ষিত সম্পদগুলি উদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের জন্য।

তারিখ : ০৮.১১.২০২৫
স্থান : কলকাতা

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড

SBI

এসবিআই, হোম লোন সেন্টার রাজারহাট (১৬৮২২)
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার-২ এর কাছে, নিউ টাউন, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক-এ, ২য় ফ্লোর, রাজারহাট নিউ টাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, পোস্ট- হাতিয়ারা, কলকাতা-৭০০১৬১। **ই-মেইল- sbi.16822@sbi.co.in**

সারফায়েসি এক্ট, ২০০২ -এর সেকশন ১৩(২) এর অধীন বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাগণ ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ঋণ সুবিধার মূল ও সুদ পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন এবং উক্ত লোন কে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে তাদের নোটিশগুলি জারি করা হয়েছিল কিন্তু সেগুলি প্রাপ্তিস্বীকার ছাড়া ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেইজন্য এইভাবে তাদের এই পাবলিক নোটিশ এর মাধ্যমে জানানো হচ্ছে।

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারগনের নাম সহ ঠিকানা/শাখার নাম	স্বত্ব দলিল জমা দিয়ে বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বিবরণ	নোটিশের তারিখ	এনপিএ -এর তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (নোটিশের তারিখে)
১.	**শ্রী সুজিত দাস** পিতা- চিত্তরঞ্জন দাস **শ্রী সুজয় দাস** পিতা- সুজিত দাস **শ্রী নবীন দাস** পিতা- সুজিত দাস **সকলেরই ঠিকানা:** ফ্ল্যাট নং - ২সি, ২য় ফ্লোর, ৮৬৫ শহীদ হেমন্ত কুমার বোস রোড, দক্ষিণ দমদম, কলকাতা-৭০০ ০৭৪। **শ্রী সুজিত দাস** পিতা- চিত্তরঞ্জন দাস **ঠিকানা:** মেসার্স শ্রী গুরুদেব এন্টারপ্রাইজ, গারাচারমা পোর্ট ব্লেয়ার, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিপরীতে, দক্ষিণ আন্দামান, ০১ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, পিন - ৭৪৪১০৫। **এছাড়াও-** কামাক্ষ্যা ভবন, ফ্ল্যাট নং - ৪জি, ৪র্থ ফ্লোর, ১৫৩/বিসি শহীদ হেমন্ত কুমার বসু সরণি, দমদম, কলকাতা - ৭০০ ০৭৪। **পি-ল্যাপ লোন অ্যাকাউন্ট নং - ৪৩৭৬২৩৯৩০৫১ শাখার নাম: বাগমারি (৩৬৮২)**	**পার্ট-১** চার্জের প্রকৃতি : নেই **পার্ট-২ স্বত্ব দলিল জমা রাখার মাধ্যমে বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বিবরণ:** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সম্পূর্ণ পৃথক ফ্ল্যাট, যা ভবনের দ্বিতীয় ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং ২০২ হিসাবে অবস্থিত। এটির পরিমাপ প্রায় ১০৩০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা এবং এটিতে সাধারণ এলাকা, সাধারণ সুবিধা এবং মেঝের সাধারণ অংশগুলিতে অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার ও স্বার্থ সহ অন্তর্ভুক্ত। এই ফ্ল্যাটটি ৫ (পাঁচ) কাঠা পরিমাপের মোট জমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, যার সাথে একটি ভবন রয়েছে। বালি পৌরসভা হোল্ডিং নং ৩৮, ডিংসাই পাড়া রোড (পূর্বতন ২৫, ডিংসাই পাড়া রোড), পোস্ট অফিস ও থানা - বালি, জেলা - হাওড়া, যা **"সরস্বতী ভিলা"** নামে পরিচিত ও চিহ্নিত। দলিলটি বুক-১, সিডি ভলিউম নং ১৩, পাতা ৬৯৮৮ থেকে ৭০১৬, এবং **২০১১ সালের ০৪০৪৩ নং দলিল** হিসাবে নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি **মৃত অঞ্জনা দাস** স্বামী- শ্রী সুজিত দাস এর নামে রয়েছে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:-** উত্তর দিকে- ফ্ল্যাট নং ২০১ / সিঁড়ি / প্রবেশপথ। দক্ষিণ দিকে- প্যাসেজ (পথ)। পূর্ব দিকে- প্যাসেজ (পথ)। পশ্চিম দিকে- ফ্ল্যাট নং ২০৩।	২৮.১০.২০২৫	২৭.১০.২০২৫	২৮,৫৫,৭৪১.০০ টাকা **(আটাশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার সাতশত একচল্লিশ টাকা মাত্র) ২৮/১০/২০২৫ তারিখ অনুযায়ী** এবং এর উপর পরবর্তী সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ইত্যাদি সহ।
২.	**শ্রী সুজিত দাস** পিতা- চিত্তরঞ্জন দাস **ঠিকানা:** ফ্ল্যাট নং - ২সি, ২য় ফ্লোর, ৮৬৫ শহীদ হেমন্ত কুমার বোস রোড, দক্ষিণ দমদম, কলকাতা - ৭০০ ০৭৪। এছাড়াও- মেসার্স শ্রী গুরুদেব এন্টারপ্রাইজ, গারাচারমা পোর্ট ব্লেয়ার, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিপরীতে, দক্ষিণ আন্দামান, ০১ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, পিন - ৭৪৪১০৫। **এছাড়াও-** কামাক্ষ্যা ভবন, ফ্ল্যাট নং - ৪জি, ৪র্থ ফ্লোর, ১৫৩/বিসি শহীদ হেমন্ত কুমার বসু সরণি, দমদম, কলকাতা - ৭০০ ০৭৪। **হোম লোন অ্যাকাউন্ট নং - ৪২৮৪২৬৫৩৩৯২ হোম টপ আপ অ্যাকাউন্ট নং - ৪৩৬৬৬৯৪২৫৮২ শাখার নাম: ডিএ ব্লক সল্ট লেক (১২৪০২)**	**পার্ট-১** চার্জের প্রকৃতি: নেই **পার্ট-২ স্বত্ব দলিল জমা রাখার মাধ্যমে বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বিবরণ:** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট, চতুর্থ ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং ৪ডি হিসাবে অবস্থিত। কার্পেট এরিয়ার পরিমাপ প্রায় কমবেশি ৭৪০ (সাত শত চল্লিশ) বর্গফুট, যা সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া কমবেশি ১১১৬ (এক হাজার একশ যোল) বর্গফুট এর সমতুল্য। ফ্ল্যাটটিতে তিনটি বেডরুম, একটি ডাইনিং-কাম-লিভিং রুম, একটি রান্নাঘর, দুটি টয়লেট এবং একটি বারান্দা রয়েছে। ফ্ল্যাটটি **"কামাক্ষ্যা ভবন"** নামে পরিচিত ভবনে অবস্থিত। অবস্থান- ১৫৩/বিসি, শহীদ হেমন্ত কুমার বসু সরণি, এবং পৌরসভা হোল্ডিং নং ৮৭৭/২, শহীদ হেমন্ত কুমার বসু সরণি, পোস্ট অফিস - দমদম মতিঝিল, থানা - নাগেরবাজার (পূর্বতন দমদম), কলকাতা ৭০০ ০৭৪, ১৮ নং ওয়ার্ডের মধ্যে। কালিদহ মৌজা, জে.এল. নং ২৩, তৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৩, সি.এস. দাগ নং ১৬৮২, যা আর.এস. দাগ নং ৪৭৮৩-এর সমতুল্য, সি.এস. খতিয়ান নং ২৭৮, যা আর.এস. খতিয়ান নং ৭৭৭-এর সমতুল্য। ফ্ল্যাটটি দক্ষিণ দমদম পৌরসভা-র এখতিয়ারের মধ্যে, জেলা ২৪ পরগনা (উত্তর)। সম্পূর্ণভাবে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার সহ। এই ফ্ল্যাটটি কমবেশি ৫ (পাঁচ) কাঠা ১ (এক) ছটাক ২৯ (ঊনত্রিশ) বর্গফুট পরিমাপের মোট বাস্তু জমির উপর দাঁড়িয়ে আছে, । দলিলটি বুক-১, ভলিউম নং ১৫০৬-২০২৪, পাতা ৩৬৬৩৬১ থেকে ৩৬৬৪০৬, এবং **২০২৪ সালের ১৫০৬১২৫৪৩ নং দলিল** হিসাবে নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি **শ্রী সুজিত দাস,** পিতা- চিত্তরঞ্জন দাস এর নামে রয়েছে। **সম্পত্তির চৌহদ্দিল-** উত্তর দিকে- আর.এস. দাগ নং ৪৭৮২(পি)। দক্ষিণ দিকে- ২০ এস.এইচ.কে.বি. সরণি। পূর্ব দিকে- আর.এস. দাগ নং ৪৭৮২(পি)। পশ্চিম দিকে- আর.এস. দাগ নং ৪৭৮৩(পি)।	২৮.১০.২০২৫	২৭.১০.২০২৫	২৭,৭২,৫২৬.৮২ টাকা **(সাতাশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার পাঁচশত ছাব্বিশ টাকা ও বিরাশি পয়সা মাত্র) ২৮/১০/২০২৫ তারিখ অনুযায়ী** এবং এর উপর পরবর্তী সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ইত্যাদি সহ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা(দের) এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ প্রদানের জন্য বলা হয়েছে, যা ব্যর্থ হলে এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (৪) -এর অধীনে ।

সুরক্ষিত সম্পদগুলি মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়সীমার বিষয়ে, আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

তারিখ: ০৮.১১.২০২৫
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

উচ্ছ্বাসের বন্যায় মোদীকে স্বাগত কাশীর

বারাণসী, ৭ নভেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার সন্ধ্যায় তাঁর সংসদীয় এলাকা বারাণসীতে দুই দিনের সফরে এসেছেন। বিজেপি কাশীতে প্রধানমন্ত্রীর জমকালো স্বাগতের জন্য প্রস্তুতি নেয়। প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে তাঁর কনভয়ের উপর পুষ্পবর্ষণের জন্য ছয়টি পয়েন্ট তৈরি করা হয়। সেই স্বাগত পয়েন্টগুলিতে কর্মী এবং জনসাধারণ ঢোল ও বাজনার তালে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান। প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে কেন্দ্র করে শহরজুড়ে উচ্ছ্বাসের ছবি।

বিহারের ভাবুয়ায় একটি জনসভায় ভাষণ দেওয়ার পর বিকেলে কাশী পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী সুরেশ কুমার খান্না বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান। এরপর তিনি সড়কপথে রওনা দেন বরেকা গেস্ট হাউসের উদ্দেশ্যে। পথে বিভিন্ন স্থানে গোলাপের পাপড়ি, গান-বাজনা, আরতি এবং শঙ্খ বাজিয়ে তাঁকে স্বাগত জানানো হয়। গেস্ট হাউসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সন্ধ্যায় বিজেপি নেতা এবং জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে একটি বৈঠক করেন। তারপর সেখানেই রাত্রিযাপন।

শনিবার প্রধানমন্ত্রী বরেকা গেস্ট হাউস থেকে বারাণসী রেলওয়ে স্টেশনে যাবেন। সেখানে আধুনিক রেলব্যবস্থার সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে আরও চারটি নতুন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবও উপস্থিত থাকবেন উদ্বোধনে। সমাবেশে ভাষণ দেওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী মোদী বাবতপুর বিমানবন্দর থেকে বিহারের দ্বারভাঙ্গার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন।

হাসিন-বিবাদে শামি ও রাজ্যকে সুপ্রিম নোটিস

নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর: ভারতীয় পেসার মহম্মদ শামি ও তাঁর স্ত্রী হাসিন জাহানের মধ্যে দীর্ঘ দিনের আইনি লড়াইয়ে এবার নতুন মোড়। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও শামির উদ্দেশে নোটিস জারি করেছে। হাসিন জাহানের দায়ের করা এক আবেদনের প্রেক্ষিতে ওই নোটিস জারি করা হয়েছে। সেই মামলায় হাসিন জাহান মাসিক ভরণপোষণ বৃদ্ধির দাবি তুলেছেন, যা নিয়ে আদালতে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়েছে।

হাসিন জাহান কলকাতা হাইকোর্টের এক নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যান। হাইকোর্ট আগেই মাসিক ভরণপোষণ বাবদ ১.৫ লক্ষ টাকা তাঁর জন্য এবং ২.৫ লক্ষ টাকা তাঁদের মেয়ের জন্য ধার্য করেছিল। অর্থাৎ মোট ৪ লক্ষ টাকা প্রতি মাসে। কিন্তু হাসিন জাহান দাবি করেন, এই টাকার অঙ্ক শামির আর্থিক সামর্থ্য ও জীবনযাত্রার তুলনায় অনেকটাই কম।

হাসিনের যুক্তি, শামি একজন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার, বিপুল আয় করেন, দামি সম্পত্তি ও বিলাসবহুল গাড়ির মালিক, নিয়মিত বিদেশ ভ্রমণ করেন। তাই মেয়ের ভবিষ্যৎ ও জীবনযাত্রার মান বজায় রাখতে ভরণপোষণের অঙ্ক বৃদ্ধি প্রয়োজন। শুক্রবার শুনানিতে বিচারপতির বেঞ্চ হাসিনের এই বাড়তি টাকার দাবি নিয়ে প্রশ্ন তোলে। বেঞ্চ সরাসরি বলে, মাসে ৪ লক্ষ টাকা কি কম টাকা নাকি? তবুও আদালত হাসিন জাহানের আবেদন শুনে মহম্মদ শামি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার, দুই পক্ষকেই নোটিস পাঠায়। তাঁদের চার সপ্তাহের মধ্যে লিখিত জবাব জমা দিতে বলা হয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানি ডিসেম্বর মাসে হওয়ার কথা।

‘সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের প্রথম ঘোষণা বন্দে মাতরম’

নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর: ‘দেশের দীর্ঘ ও প্রেরণাদায়ী ইতিহাসে এমন অনেক মুহূর্ত রয়েছে, যখন সঙ্গীত ও শিল্প হয়ে উঠেছে আন্দোলনের চেতনা এবং সম্মিলিত আবেগ রূপ পেয়েছে কর্মে। এরই মধ্যে উজ্জ্বলতম হল ‘বন্দে মাতরম’, ভারতের জাতীয় গীত।’ ‘বন্দে মাতরম’-এর সার্ধশতবর্ষে এমনই মন্তব্য করলেন ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ।

তাঁর মতে, ‘এর সূচনা যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, বরং এক যুগদর্শী চিন্তাবিদের স্থিত অথচ দৃঢ় মননে, তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৮৭৫-এ জগদ্ধাত্রী পুজোর পুণ্যদিনে (কার্তিক শুক্লা নবমী অথবা অক্ষয় নবমী) তিনি একটি স্তোত্র রচনা করেন, যা পরবর্তীতে হয়ে ওঠে দেশের স্বাধীনতার শাশ্বত সঙ্গীত। তিনি এর প্রেরণা পেয়েছিলেন অথর্ব বেদের এই ঘোষণা থেকে- যার অর্থ ‘ধরিত্রী আমার মাতা এবং আমি তার পুত্র।’

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website https://wbtenders.gov.in **Tender Notice No. 1964, Dt. 31/10/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ULB/KPM/APAS/NIT-57/25-26/SL=1 to 3,** Last Date of Bid Submission **26/11/2025 at 11:00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website https://wbtenders.gov.in **Tender Notice No. 1963, Dt. 31/10/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ULB/KPM/APAS/NIT-56/25-26/SL=1 to 3,** Last Date of Bid Submission **26/11/2025 at 11:00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website https://wbtenders.gov.in **Tender Notice No. 1962, Dt. 31/10/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ULB/KPM/APAS/NIT-45/25-26/SL=1,** Last Date of Bid Submission **26/11/2025 at 11:00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

E-TENDER NOTICE

WBCADC Gaighata Project. North 24 Parganas

E-bids are invited by the Officer-In-Charge WBCADC Gaighata Project, Vill- Bagna, P. O. - Gaighata, North 24 Parganas for the P.C.C. Road in front of Cold Storage at WBCADC Gaighata Project of NIT No.- **01/E-2025-26 & ID No.-2025_PRD_941550** on the website **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Officer – In – Charge
W. B. C. A. D. C.Gaighata Project

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website https://wbtenders.gov.in **Tender Notice No. 1965, Dt. 31/10/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ULB/KPM/APAS/NIT-58/25-26/SL=1 to 5,** Last Date of Bid Submission **26/11/2025 at 11:00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

Guskara Municipality
Guskara: Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender No: - (1st Call): 32/2025-26, Memo No: 1710/GM, Dated: - 06.11.2025 (07 No. works), 33/2025-26, Memo No: 1721/GM, Dated: - 07.11.2025 (06 No. works), 34/2025-26, Memo No: 1722/GM, Dated: - 07.11.2025 (04 No. works) are invited by Guskara Municipal Authority under Amader Para Amader Samadhan for Booth No.203, 179 & 199 (For NIeT Nos. 32, 33 & 34) respectively & NIeT 09/2025-26 (2nd Call), Memo No. 1706/GM, Dated: - 06.11.2025 (01 No. work). Last date of bid submission of e-tenders are on 28.11.2025 up to 12:00 P.M. For details visit **www.wbtenders.gov.in, guskaramunicipality.co.in**

Sd/-
Executive Officer
Guskara Municipality

TENDER NOTICE

NIT NO: WBBIR/SURI-II PS/Enit-07/2025-26 dated 30/10/2025 & WBBIR/SURI-II PS/Enit-08/2025-26 dated 06/11/2025

E-Tender is hereby invited by the Executive Officer, Suri-II PS, Birbhum on behalf of Governor of W.B. from bonafied working contractors for construction of various works under Suri-II Panchayat Samiti. Last date for bid submission is **24.11.2025 & 28.11.2025** respectively. **Details are available on www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer, Suri-II
Panchayat Samiti, Birbhum

QUOTATION NOTICE

Sealed quotations are invited vide Notice Inviting Quotation No. **01-APAS/SFC/2025-26** by the Prodhan, Sagarpara Gram Panchayat, Jalangi, Murshidabad. Time for submission of quotation is up to 14/11/ 2025 during office (hours. Interested agencies are invited to participate accordingly.

Sd/- Prodhan
Sagarpara Gram Panchayat
Jalangi, Murshidabad

Chakdaha Municipality
Chakdaha, Nadia

Tender Notice

Chakdaha Municipality invites e-tenders vide **Tender Reference No.: WBMAD/CM/PWD/APAS/NIT-2/25-26 & Tender Id:-2025_MAD_940390_1, WBMAD/CM/PWD/APAS/NIT-4/25-26 & Tender Id:-2025_MAD_941813_1, WBMAD/CM/PWD/APAS/NIT-4/25-26 & Tender Id:-2025_MAD_941813_2, WBMAD/CM/PWD/APAS/NIT-3/25-26 & Tender Id:-2025_MAD_941504_2.** For further information, please visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Chairman
Chakdaha Municipality

DIAMOND HARBOUR MUNICIPALITY
Diamond Harbour, 24-Pgs(S), WB: 743331

E-TENDER

Chairman, Diamond Harbour Municipality, South 24 Pgs. Invites e-Tender for execution of one(01) no works from outside bonafide and resourceful agencies/ contractors vide **eNIT No.: WBMAD/ULB/DHM/NIT-14/359(e)/2025-26 Memo No.K-12(Tender)/A-423/DHM Dated-08.10.2025** having **Tender ID: 2025_MAD_940847_1** Bid Submission End Date: **27/11/2025 up to 16.00 hrs.** For details information refer to website: **http// wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Diamond Harbour Municipality

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia

The Executive Officer, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-17/APAS/2025-26, WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-18/APAS/2025-26, WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-19/APAS/2025-26, WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-20/APAS/2025-26** for Construction/Repairing of Road,Construction / Repairing of Drain etc.under APAS within Krishnanagar Municipality.The intending Bidders are requested to visit the website: **https://wbtenders.gov.in** for details. **Tender Id: 2025_MAD_937478_1 to 2025_MAD_937478_50, 2025_MAD_938133_1 to 2025_MAD_938133_30, 2025_MAD_939073_1 to 2025_MAD_939073_42, 2025_MAD_939743_1 to 2025_MAD_939743_30.**

Sd/- **Executive Officer**
Krishnanagar Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.

TENDER NOTICE

No. 31/25-26/APAS/T Dated 07.11.2025.

e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **29.11.2025 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.

TENDER NOTICE

No. 30/25-26/APAS/T Dated 05.11.2025.

e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **27.11.2025 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

BELDANGA MUNICIPALITY, Murshidabad

E-tender is invited by the authority of Beldanga Municipality for–

Sl. No.	Name of Work	Ref. of Tender	Estimated Cost (Approx)	Last date for submission
1.	Const. of C. Road	WB/MAD/ULB/BEL/NIeT-13/2025-26	4.53 Lakh	27.11.2025 at 2.00 PM
2.	Widening of C.Road with drain		4.89Lakh	
3.	Const. of C. Road		4.47 Lakh	
4.	Const. of C. Road		4.81 Lakh	
5.	Const. of C. Road & Drain		5.83Lakh	
6.	Const. of C. Road & Drain		2.26 Lakh	
7.	Const. of Drain		1.32 Lakh	
8.	Const. of Slab on drain		2.91 Lakh	
9.	Const. of C. Road & Drain		2.76 Lakh	
10.	Const. of C. Road		2.51 Lakh	
11.	Re-const. of C. Road		3.28 Lakh	
12.	Const. of C. Road & Cover slab		1.13 Lakh	
13.	Re-const. of Drain		1.84 Lakh	
14.	Re-const.of C. Drain with slab		2.09 Lakh	
15.	Const. of PCC Road		6.89 Lakh	

For details visit - **www.municipalitybeldanga.org, www.wbtenders.gov.in**

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ রিহ্যাবএক্সএম_আর_২৫-২৬, তারিখ ঃ ০৩.১১.২০২৫। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/সি, পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫ কর্তৃক ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ রিহ্যাবএক্সএম_আর_২৫-২৬; স্থানসহ কাজের নাম ঃ** কাঁচরাপাড়ার ক্যারেজ কমপ্লেক্সে ০১ (এক) বছর সময়সীমার মধ্যে পি.বি. নং-৭৫২/২০২৪-২৫ এবং ৩৬৫/২০২৫-২৬ অনুসারে অনুমোদিত বাল্ক আরএসপি কাজের জন্য ১০৬টি কোচের অধিকতর পরিচর্যার সময় সাইকেল ডাউনটাইম কমাতে কোচগুলির পুনর্বাসন/ওভারহলিং। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ₹ ২,০৬,২১,৩৯১.৫৮; **টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) ঃ** ₹ শূন্য; **যে ওয়েবসাইট থেকে টেন্ডার ডকুমেন্ট পাওয়া যাবে ঃ** টেন্ডার ডকুমেন্টের সম্পূর্ণ সেট ভারতীয় রেলওয়ে ই-প্রকিউরমেন্ট ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ ০৩.১১.২০২৫ থেকে ২৫.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে; **বিড সিকিউরিটি জমা দিতে হবে ঃ** ₹ ২,৫৩,২০০.০০; **কাজ শেষ করার মেয়াদ ঃ** ০১ (এক) বছর; **বিজ্ঞাপনের সময়সীমা ঃ** ০৩.১১.২০২৫ থেকে ২৫.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টা পর্যন্ত; **অফার জমা দেওয়ার সময়সীমা ঃ** ২৫.১১.২০২৫ তারিখের ১৫ (পনেরো) দিন আগে থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত।; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৫.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টা পর্যন্ত; **টেন্ডারের বৈধতা ঃ** ৬৬ (ছেষট্টি) দিন; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** টেন্ডার খোলা হবে ২৫.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩ টার পর থেকে।

MISC-268/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিশ নং. এমসি_ইএনএইচএম_এডব্লিউডব্লিউপি_এসডিএএইচ_২৫ তারিখঃ ০৩.১১.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হাউসকিপিং ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, রুম নং ৫৬, ২য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নোক্ত কাজের জন্য “সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম”-এর মাধ্যমে নির্ধারিত টেন্ডার ফর্মে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক সক্ষমতাসম্পন্ন স্বনামধন্য ঠিকাদারদের থেকে সিল করা ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নাম/বিবরণঃ** “এনএসিসি গুডস শেডে একটি অটোমেটিক হুইল ওয়াশিং প্ল্যান্ট স্থাপন”; **টেন্ডার মূল্য (টাকায়) ঃ** ₹ ৪৮,৫৯,২৪০.০০; **কাজ সমাপ্তির মেয়াদ (দিনে)ঃ** ৩৬৫; **বায়না অর্থ (টাকায়) ঃ** ₹ ৯৭,২০০.০০; **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য; **টেন্ডার শুরুর তারিখঃ** ১১.১১.২০২৫। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৫.১১.২০২৫ দুপুর ৩টায়; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৫.১১.২০২৫ দুপুর ৩টা ১৫ মিনিটে; # এই টেন্ডারে বিড সিকিউরিটি/বায়না মূল্য জমার পরিবর্তে বিড সিকিউরিটি ঘোষণাপত্র অনুমোদিত, আইআরইপিএস-এ টেন্ডারদাতাকে তার প্রস্তাবের সাথে ঘোষণাপত্রটি বাধ্যতামূলকভাবে জমা দেওয়ার নিয়ম করা হয়েছে (আরবি-এর লেটার নম্বর ২০২০/সিই-I/সিটি/৩ই/জিসিসি/পলিসি, তারিখ ৩০.১২.২০২০)। টেন্ডার নথি এবং যেকোনো সংশোধনী, যদি সংযোজন করা হয়, ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং কাজের যোগ্যতার মানদণ্ড সহ টেন্ডার নথি www.ireps.gov.in (ওয়েবসাইট ইউআরএল) থেকে দেখা এবং ডাউনলোড করা যেতে পারে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রহণ করা হবে না।

SDAH-251/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

পূর্ব রেলওয়ে

এনআইটি নং. ১৬০_২০২৫_২৬ তারিখঃ ০৪.১১.২০২৫। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক সেচ/সিপিডব্লিউডি/এসইবি/এমইএস বা যেকোনো পাবলিক সেক্টর উদ্যোগে নিবন্ধিত ব্যক্তিসহ অনুরূপ কাজের অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে নিম্নোক্ত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ- **[সিনি.ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ-এর অধিক্ষেত্রের জন্য]। এনআইটি নং. ১৬০_২০২৫-২৬। কাজের বিবরণ ঃ** “সিনি. ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে বিভিন্ন অফিস ইউনিটে টয়লেটের সুবিধাসহ মহিলাদের পোশাক পরিবর্তনের জন্য নতুন কক্ষের ব্যবস্থা”। **আনুমানিক খরচ ঃ** ₹ ১,০৪,২৪,৩৫৭.৬৬; **বায়না অর্থঃ** ₹ ২,০২,১০০.০০; **টেন্ডার ফর্মের মূল্য (টাকা)ঃ** শূন্য; **সমাপ্তির মেয়াদ ঃ** ০৬ (ছয়) মাস। নোটিশ আহ্বান বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমাপ্তির তারিখটি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষণা করা হলে, অনলাইনে টেন্ডার জমার শেষ তারিখ পরিবর্তন করা হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনটি টেন্ডার জমার শেষ তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা দেওয়ার অনুমতি দেয় না। তবে অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজ পরবর্তী কার্যদিবসে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৫.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টায়। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাদের অফার জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। **ইএমডি এবং টিডিসি-এর অর্থপ্রদান** - ই-টেন্ডারিংয়ের ক্ষেত্রে বায়নার অর্থ জমা [ইএমডি] এবং টেন্ডারের নথির খরচ [টিডিসি] নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গৃহীত হবে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।

HWH-375/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিজ লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: কাঙ্কারিয়া এস্টেট, ৫ম ফ্লোর, ৬, লিটল রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১
দূরভাষ নং. ৪০৫০-৬৩০০, **ইমেল:** info@ludlowjute.com **ওয়েবসাইট:** www.ludlowjute.com
কর্পোরেট আইডেনটিটি নাম্বার (CIN) L65993WB1979PLC032394

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

প্রতি শেয়ার ডেটা ব্যতীত টাকার অঙ্ক লাখে

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৩৫৫৯	১১৩১৩	৭৯৩১	২৪৮৭২	১৫৩৯৯	৩০১৬৬
২.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ববর্তী)	৯১৫	৬৩১	(৪৬২)	১৫৪৬	(১৩৯৭)	(১৪১২)
৩.	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমীএবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	৯১৫	৬৩১	(৪৬২)	১৫৪৬	(১৩৯৭)	(১৪১২
৪.	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমীএবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	৬৮৬	৪৪৯	(৩৫১)	১১৩৫	(১০৪৯)	(১০৫৭)
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী কর এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় পরবর্তী সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) অন্তর্গত)	৭৪৪	৫০৭	(৩০৭)	১২৫১	(৯৪৫)	২৬২
৬.	ইকুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- প্রতিটি)	১০৮০	১০৮০	১০৮০	১০৮০	১০৮০	১০৮০
৭.	মজুত (পুনর্মূল্যায়িত মজুত, বিগত বর্ষের নিরীক্ষিত উদ্বর্তপত্রে উল্লিখিত মতো)	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	১৫৬৯৬
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (ফেসভ্যালু ১০/-প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়)						
	(ক) মূল	৬.৩৫	৪.১৭	(৩.২৫)	১০.৫১	(৯.৭১)	(৯.৭৯)
	(খ) মিশ্রিত	৬.৩৫	৪.১৭	(৩.২৫)	১০.৫১	(৯.৭১)	(৯.৭৯)

দ্রষ্টব্য :
১. ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে কোম্পানির সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফল নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পুনরিক্ষীত এবং কোম্পানির পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত, ৭ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের স্ব স্ব সভায় এবং এটির সীমায়িত পুনরীক্ষণ, বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ দ্বারা সম্পাদিত।
২. উপরেরটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারসংক্ষেপ, যা বোম্বাই স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে, রেগুলেশন ৩৩ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস্, ২০১৫-র অন্যান্য প্রযোজ্য বন্দোবস্তাদির অধীনে। আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.ludlowjute.com) -এ পাওয়া যাবে।
৩. বিগত সময়কালের রাশিসমূহ, যেখানে প্রয়োজন সেখানেই পুনর্শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে।

পর্ষদের আদেশানুসারে
আশিস চন্দ্রকান্ত আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN-10198821

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৭ নভেম্বর, ২০২৫

e-Tender Notice

e-NIT No.: 13/2025-26/ Sorasori Mukhyamantri vide Memo No.: 598/2025-26/SSM, dated 06/11/2025 has been published. Details of N.I.e-T: **wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer, Bharatpur-I, Murshidabad

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.E. ET. No. 83, 84 & 85/PW/Eng/APAS/25 Dt. 07-11-25

Visit to website **www.wbtenders.gov.in** For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website https://wbtenders.gov.in **Tender Notice No. 1966, Dt. 31/10/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ULB/KPM/APAS/NIT-59/25-26/SL=1,** Last Date of Bid Submission **26/11/2025 at 11:00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 359 and 360/2025-2026, Dated- 07-11-2025

e-Tenders are invited by the General Manager on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil works at Uttar Dinajpur and Bankura District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders. gov.in** Bid submission start date- **08-11-2025 after 10.00 am.** Bid submission end date- **29-11-2025 upto 3.00 pm.**

Date: 07.11.2025 **Sd/- General Manager**

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড
CIN: L36900WB1952PLC020274
রেজিস্টার্ড অফিস: “ট্রিনিটি প্লাজা”, ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড, (দক্ষিণ)
কলকাতা-৭০০ ০৪৬

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং ছয় মাসের কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লাখ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত জুন ৩০, ২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	ছয় মাস সমাপ্ত সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	ছয় মাস সমাপ্ত সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত মার্চ ৩১, ২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৪৩,৯১৩.৭৪	৩৮,৭৪৬.২৪	৪৯,৯৪১.২৪	৮২,৬৫৯.৯৮	৮৭,৩৮৬.৭৬	১৮৪,৪১৯.৫৬
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ববর্তী)	৭,১৪৬.৯৬	৪,০৪১.৯৫	৯,৭৬৭.৭৯	১১,১৮৮.৯১	১৫,৬২১.৬৮	২৬,৬৬১.৮২
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৭,১৪৬.৯৬	৪,০৪১.৯৫	৯,৭৬৭.৭৯	১১,১৮৮.৯১	১৫,৬২১.৬৮	২৬,৬৬১.৮২
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৫,১৭৮.৫৮	২,৫৭৪.২১	৭,০২১.৬৯	৭,৭৫২.৭৯	১১,৩২৬.৭৬	১২,৬৬০.৩৯
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	৮,১৭৩.২১	৯,৫৭৭.২৭	১১,৪৫০.২৭	১৭,৭৫০.৪৮	১৫,৪০৯.৯৫	১৪,৬৬৭.৭৯
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি						১৩৬,২১৪.৩৮
৮	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়)						
	১. মৌলিক	৪.২০	২.২৯	৬.১৭	৬.৪৯	১০.১৩	১৩.৫২
	২. মিশ্রিত	৪.২০	২.২৯	৬.১৭	৬.৪৯	১০.১৩	১৩.৫২

দ্রষ্টব্য : সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সম্পূর্ণ আর্থিক ফলাফল এবং এর সারাংশ অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত এবং ০৭ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখের বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট (http://www.wpil.co.in) এবং বিএসই লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) -এ।

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড-এর
পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
পি. আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN : 00249468

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ০৭ নভেম্বর, ২০২৫

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড
CIN: L36900WB1952PLC020274
রেজিস্টার্ড অফিস: “ট্রিনিটি প্লাজা”, ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড, (দক্ষিণ)
কলকাতা-৭০০ ০৪৬

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং ছয় মাসের স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লাখ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত জুন ৩০, ২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	ছয় মাস সমাপ্ত সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	ছয় মাস সমাপ্ত সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত মার্চ ৩১, ২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৮,৫৭৮.৫১	১৮,৯৯৭.০৯	৩৩,৭৭৯.১৭	৩৭,৫৭৫.৬০	৫৮,৫৬০.১৭	১১৭,৭৮৫.৩৬
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ববর্তী)	৩,৩৫৮.৩৬	২,৫৭৮.৫৬	৬,২৫৩.৮১	৫,৯৩৬.৯২	১০,৩৭৪.৫৯	১৯,৩৩৪.২৪
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৩,৩৫৮.৩৬	২,৫৭৮.৫৬	৬,২৫৩.৮১	৫,৯৩৬.৯২	১০,৩৭৪.৫৯	১৯,৩৩৪.২৪
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	২,৫০৩.১৭	১,৮৯৮.০৩	৪,৬৫৮.৯৭	৪,৪০১.২১	৭,৭৪২.৭৮	১৪,৩৮৪.৩৪
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	২,৫০৬.৮২	১,৮৯৯.৬১	৪,৬৬০.৫১	৪,৪০৪.৩২	৭,৭৪৫.৮৯	১৪,৩৭৪.৫১
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি						৮৭,৪৪৮.২২
৮	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়)						
	১. মৌলিক	২.৫৬	১.৯৪	৪.৭৭	৪.৫১	৭.৯৩	১৪.৭৩
	২. মিশ্রিত	২.৫৬	১.৯৪	৪.৭৭	৪.৫১	৭.৯৩	১৪.৭৩

দ্রষ্টব্য : সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সম্পূর্ণ আর্থিক ফলাফল এবং এর সারাংশ অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত এবং ০৭ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখের বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট (http://www.wpil.co.in) এবং বিএসই লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) -এ।

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড-এর
পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
পি. আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN : 00249468

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ০৭ নভেম্বর, ২০২৫

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন চিত্রাঙ্গদা
আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

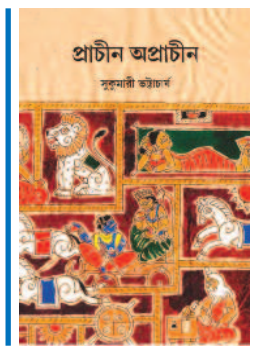

প্রতিবাদী লেখিকা সুকুমারী ভট্টাচার্য

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

প্রাচীন ভারতীয় বেদ পুরাণ সমাজ অর্থনীতি ইতিহাস বিশেষজ্ঞ সুকুমারী ভট্টাচার্য ১৯২১ সালের মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজি তিনটি ভাষাতে দীর্ঘদিন ধরে তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্যসম্পন্ন লেখনি পাঠক মহলে উপস্থাপন করেছেন। ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার তার সমন্ধে বলেছেন 'তাঁর কাজ প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে মাইলফলক হয়ে আছে' তিনি ক্রাইস চার্চ স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর সেন্ট মার্গারেট কলেজ থেকে মেট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে সংস্কৃত শাস্ত্রে অনার্স নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে সুকুমারী দত্ত (পরে তিনি বিবাহ সূত্রে ভট্টাচার্য হন)। ভর্তি হলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এমএ ক্লাসে। বিখ্যাত কবি মধুসূদন দত্তের তিনি আত্মীয়া ছিলেন। পুরুষতান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় তৎকালীন অধ্যাপকদের দুর্ব্যবহার সুকুমারী দত্ত আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে সংস্কৃত ভাষায় এম এ পড়ার ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন। ভর্তি হন ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে। আনন্দবাজার পত্রিকায় তার সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'শুধু ধর্মের কারণে ন্যায্য সম্মান থেকে বঞ্চিত হয়ে সুকুমারী নিদারুণ ক্ষোভ জন্মায় এবং তিনি সংস্কৃতে স্নাতকোত্তর না পড়ার সিদ্ধান্ত নেন'। সুকুমারী ভট্টাচার্য স্বয়ং একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন 'আমার শিক্ষা জীবনে প্রথম বাধা আসে এমএ পড়তে যাবার সময়। যখন বিয়ে পরীক্ষা দিই তখন পন্ডিত মশাইরা জানতেন না কে ফাস্ট হচ্ছে। কারণ তখন পরীক্ষার খাতায় নামটাম থাকত না। রেজাল্ট বেরোনোর পর তাঁরা জানলেন যে একটি ক্রিশ্চিয়ান মেয়ে ফাস্ট হয়েছে তখন তাদের সমস্ত রোষ প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠলো। ক্লাসে সেটা প্রকাশও করতেন। চন্ডীর শ্লোক পড়াতে গিয়ে আমাকে কটাক্ষ করতেন। একবার একটা ডিবেট হবে আমাদের ক্লাসে। আমি দাঁড়িয়ে আছি একদিকে। জনৈক পন্ডিতমশাই জানতে চাইলেন তুমি এখানে কেন? আমি বললাম স্যার আমি অংশ নিচ্ছি তাই অপেক্ষা করছি। তিনি অবাক হয়ে বললেন তুমি ডিবেটে অংশ নিচ্ছ সংস্কৃততে। আমি বললাম হ্যাঁ স্যার। তিনি বললেন খুব মজাদার হতো, শুনলে তোমার সংস্কৃতটা। আসলে তো মজাদার ব্যাপার নয়, কেননা ঠিক আগের বছর আমি ফার্স্ট হয়েছিলাম। আমি কিছু বলিনি। কিন্তু বুঝতে পারলাম কি গভীর অনমনীয় তাচ্ছিল্য ঝরে পড়েছিল আমার প্রতি। তাঁরা ক্লাসে অনেক সময় বক্রোক্তি করতেন, যে অহিন্দুর কোন অধিকার নেই সংস্কৃত পড়ার। সেটা অবশ্য নারী হিসেবে নয়। অন্য ধর্মাবলম্বী হিসেবে। তার সঙ্গে ছিল, একটা ক্রিশ্চানের মেয়ে সংস্কৃত পড়ছে। আবার মেয়ে মানুষ সংস্কৃত করছে, সবগুলো মিলে আমাকে একেবারে অপাংতেও করে তুলেছিল। মাঝে মাঝে এগুলো খুব বিধত। বাড়ি এসে একদিন আমি একটা সিদ্ধান্ত নিলাম।... তারপর ইংরেজি পড়তে চলে গেলাম কত কষ্টে যে আমি গিয়েছি তা আমি জানি।' তাঁর এই বক্তব্যে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় যে তিনি সংস্কৃত নিয়ে যে ক্লাসে ভর্তি হন সেখানে এক বছর ক্লাস করেন কিন্তু পন্ডিতদের ব্যঙ্গ বিদ্রুপে সংস্কৃত ছাড়তে বাধ্য হন।

সুকুমারী ছিলেন অসম্ভব মেধাবী, জন্মসূত্রে ছিলেন খ্রিস্টান আর মানবতার দিক থেকে ছিলেন বামপন্থী। স্নাতক স্তরে গোটা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত সহ সমস্ত কলা বিভাগের মধ্যে প্রথম হওয়ার জন্য তিনি প্রথাগত ভাবে ঈশান স্কলারশিপের যোগ্য দাবিদার হন। কিন্তু খ্রিস্টান হওয়ার জন্য তাকে সেই স্কলারশিপটি দেওয়া হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কারণ হিসেবে বলা হয় এই স্কলারশিপের এনডাওমেন্ট পলিসির অন্যতম শর্ত হলো প্রাপক কে অবশ্যই হিন্দু হতে হবে। এই একই বিষয় পরিলক্ষিত হয় মোঃ শহিদুল্লাহ এর ক্ষেত্রে মুসলমান বলে শহিদুল্লাহকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত করাতে রাজি হননি। আর সুকুমারী ভট্টাচার্যের ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল তুমি বাঙালি কিন্তু খ্রিস্টানদের সংস্কৃত ভাষার পড়ার কোন অধিকার নেই। অনধিকারী সংস্কার হিন্দের হাতে পড়লে সংস্কৃত তার বিশুদ্ধি বিনষ্ট হবে।

ইংরেজি শাস্ত্রে এম.এ পাঠ করেন। সেখানে ই অমল কুমার ভট্টাচার্যের সাথে তার প্রণয় হয় এবং বিবাহ করেন এবং অধ্যাপিকা হিসেবে যোগদান করেন লেডি ব্রেবোর্ন কলেজে। সেখানে দশ বছর অধ্যাপনা পর প্রাইভেটে সংস্কৃতে এম.এ পরীক্ষা দেন। ফলাফল প্রকাশিত হলে দেখা যায়, প্রথম শ্রেণীতে তিনি প্রথম হয়েছেন। ইংরেজি ও সংস্কৃত দুটো ভাষা সাহিত্যে দক্ষতা ও পাণ্ডিত্যের জন্য সুকুমারী ভট্টাচার্যকে ১৯৫৭ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তুলনামূলক সাহিত্য পড়ানোর জন্য বুদ্ধদেব বসু আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু কয়েক বছর পর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর প্রিয় বিষয় সংস্কৃততে অধ্যাপনার জন্য অধ্যাপিকার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৬১ সালের চোখের অসুখে তাকে প্রায় এক মাস বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়। সুস্থ হওয়ার পর তিনি গবেষণার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। তার গবেষণার বিষয় ছিল 'ভারতীয় দেবতাদের উৎস ও বিকাশ' নিয়ে। ১৯৬৪ তে তিনি তার পিএইচডি থিসিস যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় জমা দেন। ডক্টরের ডিগ্রী অর্জন করেন ১৯৬৬ তে। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ গুলি হল মৃচ্ছকটিকের অনুবাদ। Literature in the vedic age– history of sanskrit classical literature– fatalism in ancient India, বাংলা ভাষার তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ গুলি হল প্রাচীন ভারতের নারী ও সমাজ ,বিবাহ প্রসঙ্গ, ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য, বাল্মীকির রাম ফিরে দেখা, হিন্দু সম্প্রদায়িকতা, বেদের যুগে ক্ষুধা ও খাদ্য, বেদে সংশয় ও নাস্তিক্য প্রভৃতি। তাঁর গ্রন্থ গুলিতে মানবিক বিদ্যা চর্চার সাথে অতীত ঐতিহ্যের যথার্থ সংযোগ সাধন লক্ষ্য করা যায়। সুকুমারী ভট্টাচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে বেদ চর্চার কাজ শুরু করেছিলেন তাকে সুসম্পন্ন করেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বেদকে কোন ধর্মগ্রন্থ হিসেবে দেখেননি। বেদ কি জিনিস ভিন্ন ভিন্ন কালের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন কারণে ভিন্ন ভিন্ন মহাকবি প্রণীত কতগুলি কবিতা গানের আদি সংগ্রাহক মাত্র। আর সুকুমারী ভট্টাচার্য দেখালেন আর্য ভাষাভাষী মানুষের আগমনের পর প্রাগার্য/অনার্য সভ্যতার সঙ্গে এর বিরোধ ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে যে বৈচিত্রময় ভারতবর্ষের আবির্ভাব ঘটে, সেই ১৫০০ বছরের ভারতীয় জীবনযাত্রা ও চিন্তা ধারার যে বিবর্তন ঘটেছিল তাই প্রতিফলিত হয় এই বৈদিক সাহিত্যে। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ধর্মীয় সুবিধা বাদীদের চিন্তা ও স্বার্থের প্রতিফলন এখানে মুখ্য হলেও সমাজের বাকি অংশের প্রতিচ্ছবি এখানে পরোক্ষে প্রতিফলিত হয়েছে। এভাবেই সুকুমারী ভট্টাচার্য বেদ ভক্তির বিরুদ্ধে এক বিকল্প বয়ানকে উপস্থিত করলেন পাঠক মহলে, আর কুঠারাঘাত করলেন ব্রাহ্মণ্যবাদের মূল শিকড়ে। 'প্রাচীন ভারত সাহিত্য সমাজ' যেটি আনন্দ পাবলিশার্স থেকে ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত হয়েছিল সেখানে সুকুমারী ভট্টাচার্য হিন্দু ধর্মে নারী ও শুদ্র সমাজের মানুষের প্রতি কি মাত্রায় বিদ্বেষ মূলক বৈষম্য ও শোষণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে আলোকপাত করেন। গ্রন্থটি আনন্দ পুরস্কারে সম্মানিত হয়। এটি বাংলা ভাষায় লেখা প্রতিবাদী সাহিত্যের একটি দিগদর্শী নিদর্শন। 'বেদের বিধান' নামক গ্রন্থে বিনা প্রশ্নে মেনে আসা সমাজকে সমালোচনা করেছেন। সুকুমারী ভট্টাচার্য লিখেছেন বৈদিক যুগের সব বিষয়ে নারী পুরুষের সমান অধিকার ছিল। কিন্তু পরবর্তী বৈদিক যুগ থেকে নারীর অধিকারের ক্রমানয়ন দ্রুত ঘটতে থাকে, তার কারণ হিসেবে তিনি দেখিয়েছেন খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে বহিঃশত্রুর ক্রমাগত আক্রমণে উত্তর ভারত বিপর্যস্ত হয় এবং সেই বিপদ থেকে রক্ষার জন্যই তৎকালীন স্মৃতি ও ধর্ম শাস্ত্র নারীর স্বাতন্ত্র নিষিদ্ধ করে। এই ভ্রান্ত জ্ঞানের বিরুদ্ধে বাংলা সাহিত্যে প্রথম বলিষ্ঠ ও যুক্তিপূর্ণ কণ্ঠস্বরে সোচ্চার হয়েছিলেন সুকুমারী ভট্টাচার্য। 'বৈদিক সমাজে নারীর স্থান' এই প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন ব্রাহ্মণের একটি মন্ত্র যার অর্থ হচ্ছে কন্যা হচ্ছে অভিশাপ। সুকুমারী ভট্টাচার্য এই ধরনের চিন্তা চেতনার তীব্র প্রতিবাদ করেন। সুকুমারী ভট্টাচার্য বিশ্বের দরবারে পরিচিত হন ক্ষুদ্র ইন্ডিয়ান থিয়োগনিক্সনামক গ্রন্থটি লেখার জন্য। ১৯৭০ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় এই বইটি প্রকাশিত হয়। বেদকে তিনি এমনভাবে পরিবেশন করেন সাধারণ মানুষের কাছে, যার ফলে সাধারণ মানুষ বেদকে পাঠ করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। সারা জীবনের তিনি ৩০টির বেশি অসামান্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তবে তিনি তাঁর নিজের লেখা 'ফেটালিজম ইন এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া'নামক গ্রন্থটি তাঁর কাছে সব থেকে প্রিয় ছিল এবং পাঠক মহলেও যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। সুকুমারী ভট্টাচার্য গভীরভাবে নারীর জীবনের অবস্থানকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। প্রাচীনকাল থেকে নারীর উপর শোষণ নিপীড়ন ইত্যাদির বিরুদ্ধে ও লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার যুক্তিপূর্ণ জরুরি বার্তাগুলি চৌধুরী তাঁর সাথে বিদ্যাসাগরের তুলনা করেছেন 'সুকুমারী ভট্টাচার্য অনেকটা বিদ্যাসাগরের মতো। বিদ্যাসাগরের যেমন বহিরঙ্গ দেখে কিছুটি বোঝা যাবে না, সুকুমারী ভট্টাচার্যের ক্ষেত্রেও তাই। দুজনের এই সাদামাটা পোশাকের আড়ালে ছিল আগুন। বিদ্যাসাগর আজীবন অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন। আর জীবনের শেষ প্রান্তে ব্রিটিশ থ্যাঙানোর কথা বলতেন। অপরদিকে সুকুমারী ভট্টাচার্য ছিলেন অনুতাপহীন মার্কসবাদী। রাজা রানীর প্রতি আনুগত্যের বদলে মুক্তচিন্তার প্রতি ছিলেন আস্থাশীল। তিনি নিজে ছিলেন 'উজান পথের যাত্রী'। আনন্দ পুরস্কারের পাশাপাশি তিনি সুরেশ চন্দ্র মজুমদার স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন। ২০১৪ সালের ২৩ মে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন। পরের দিন অর্থাৎ ২৪ শে মে ৯২ বছর বয়সে তিনি প্রয়াত হন। তার ইচ্ছা অনুযায়ী আর.জি.কর মেডিকেল কলেজে তাঁর মরণোত্তর দেহ দান করা হয়।

SKIPPER Limited

শক্তিশালী অর্ডার ও মজবুত ভিত্তি,
নেতৃত্বের অগ্রযাত্রা অব্যাহত

Q2 '26 হাইলাইটস

রাজস্ব ১২,৬১৮ এমএন
১৪% ওয়াইওওয়াই সর্বকালের সর্বোচ্চ ২য় ত্রৈমাসিকের রাজস্ব

ইবিআইটিডিএ ১,৩০৭ এমএন
১৬% ওয়াইওওয়াই সর্বকালের সর্বোচ্চ ত্রৈমাসিক ইবিআইটিডিএ

পিএটি ৪৪৯ এমএন
৩২% ওয়াইওওয়াই (ব্যতিক্রমী দফাগুলির আগে)

'২৬ সালের প্রথম ছয় মাসের প্রধান বিষয়গুলি

রাজস্ব ২৫,১৫৬ এমএন
১৪% ওয়াইওওয়াই সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রথম ছয় মাসের রাজস্ব

ইবিআইটিডিএ মার্জিন ১০.৩%
+৪০ বিপিএস ওয়াইওওয়াই

পিএটি ৮৯৫ এমএন
৩৭% ওয়াইওওয়াই (ব্যতিক্রমী দফাগুলির আগে)

অর্ডার বুক

অর্ডার বুক ৮৮,২০৪ এমএন
সর্বকালের সর্বোচ্চ ক্লোজিং অর্ডার বুক +৩৪% ওয়াইওওয়াই

এইচ১'২৬ ওয়াইটিডি নতুন কার্যাদেশের প্রবাহ ৩২,২০৫ এমএন
+৩৩% ওয়াইওওয়াই

ক্ষমতা

বর্ধিত ক্ষমতা ৩৭৫,০০০ এমটিপিএ
(অতিরিক্ত ৭৫,০০০ এমটিপিএ প্রক্রিয়াধীন)

আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট দেখতে স্ক্যান করুন

স্কিপার লিমিটেড
CIN : L40104WB1981PLC033408
রেজিস্টার্ড অফিস : ৩এ, লাউডন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭, ভারত,
ইমেল: investor.relations@skipperlimited.com,
ওয়েবসাইট : www.skipperlimited.com

SOMANY
TILES | BATHWARE

সোমানী সিরামিক্স লিমিটেড
(রেজি. অফিস: ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১, CIN: L40200WB1968PLC224116)
একক এবং সম্মিলিত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি থেকে সংক্ষেপিত অংশ
ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৫
(টাকা: লক্ষে)

বিবরণ	একক						সম্মিলিত					
	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি			ষান্মাসিক সমাপ্তি		বার্ষিক সমাপ্তি	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি			ষান্মাসিক সমাপ্তি		বার্ষিক সমাপ্তি
	৩০.০৯.২০২৫	৩০.০৬.২০২৫	৩০.০৯.২০২৪	৩০.০৯.২০২৫	৩০.০৯.২০২৪	৩১.০৩.২০২৫	৩০.০৯.২০২৫	৩০.০৬.২০২৫	৩০.০৯.২০২৪	৩০.০৯.২০২৫	৩০.০৯.২০২৪	৩১.০৩.২০২৫
	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
কার্যক্রম থেকে মোট আয়	৬৫,৮০৫	৫৮,১৮২	৬৪,২০৩	১২৩,৯৮৭	১,২০,৩৪৬	২,৫৬,৯৪২	৬৮,৫১৬	৬০,৪৪৪	৬৬,৬৩৩	১২৮,৯৬০	১২৪,৪৯১	২,৬৫,৮৭৬
মোট লাভ/(ক্ষতি) কর, ব্যতিক্রমী ও/অথবা অতিরিক্ত আইটেমের পূর্বে	৩,০৬২	২,২৫৬	২,৪৬২	৫,৩১৮	৪,৬০২	১০,৩২৫	১,৮৫৮	১,১৩৯	২,৪৬৮	২,৯৯৭	৪,৩০৬	৮,৭২১
কর পরবর্তী মোট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী ও/অথবা অতিরিক্ত আইটেমের পর)	৩,০৬২	২,২৫৬	২,৪৬২	৫,৩১৮	৪,৬০২	১১,২৬৭	১,৮৫৮	১,১৩৯	২,৪৬৮	২,৯৯৭	৪,৩০৬	৮,৫২১
কর পরবর্তী মোট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী ও/অথবা অতিরিক্ত আইটেমের পর)	২,২৫৩	১,৬৭৬	১,৮২৬	৩,৯২৯	৩,৪১১	৮,৫৬৮	১,২৩১	৭৩৫	১,৭৩৪	১,৯৬৬	২,৯৬০	৫,৭৯৮
সম্পূর্ণ আয়ের সামগ্রিক ফলাফল [কর পরবর্তী লাভ/ক্ষতি) ও অন্যান্য সামগ্রিক আয় (কর পরবর্তী অন্তর্ভুক্ত)]	২,৩২৫	১,৬৭৬	১,৮০৮	৪,০০১	৩,৩৯৩	৮,৪৯৬	১,৩১৬	৭৩৫	১,৭১৮	২,০৫১	২,৯৪৪	৫,৭৩০
ইক্যুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল	৮২০	৮২০	৮২০	৮২০	৮২০	৮২০	৮২০	৮২০	৮২০	৮২০	৮২০	৮২০
রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)						৭৯,২০৮						৭৬,৩৪৬
শেয়ার প্রতি আয়												
মৌলিক (প্রতি শেয়ারের মূল্য ২/- টাকা) (অতিরিক্ত আইটেমের পূর্বে / পরে) টাকায়	৫.৪৯	৪.০৯	৪.৪৬	৯.৫৮	৮.৩২	২০.৮৯	৩.৬৫	২.৫৩	৪.১৯	৬.১৮	৭.১৯	১৪.৬৫
ডাইলিউটেড (প্রতি শেয়ারের মূল্য ২/- টাকা) (অতিরিক্ত আইটেমের পূর্বে / পরে) - টাকায়	৫.৪৯	৪.০৮	৪.৪৫	৯.৫৮	৮.৩০	২০.৮৯	৩.৬৫	২.৫২	৪.১৮	৬.১৮	৭.১৭	১৪.৬৫

নোট:
1. উপরোক্ত তথ্য হলো ত্রৈমাসিক এবং বছর সমাপ্ত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্ত রূপ, যা SEBI (লিষ্টিং বাধ্যবাধকতা ও প্রকাশনা নিয়মাবলী) বিধিমালা, ২০২৫ এর প্রবিধান ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা হয়েছে। সম্পূর্ণ ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক আর্থিক ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট (http://www.somanyceramics.com) এবং BSE (http://bseindia.com) এবং NSE (http://nseindia.com) স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে, এছাড়াও নিম্নলিখিত QR কোড স্ক্যান করে অ্যাক্সেস করা যাবে।
2. এই আর্থিক ফলাফলগুলি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ অনুযায়ী ভারতীয় হিসাবরক্ষণ মানদণ্ড (Ind AS) এবং প্রযোজ্য অন্যান্য স্বীকৃত হিসাবরক্ষণ অনুশীলন ও নীতিমালা অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে।

তারিখ: নভেম্বর ০৭, ২০২৫
স্থান: নয়ডা

সোমানি সিরামিক্স লিমিটেডের পক্ষ থেকে
শ্রীকান্ত সোমানি
চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN 00021423